চট্টগ্রামী

বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ্

(ভাষা-তত্ত্ব)

ডক্টর মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্, এম্-এ, পি-এচ্-ডি

প্রকাশক—

কোহিনূর লাইব্রেরী,

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

(১৯৩৫ ইংরেজী)

মূল্য এক টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের আর দুইখানা বই ঃ—

১। বঙ্গে সূফী-প্রভাব—

এই পুস্তকে সূফী-মতবাদের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া উহার বঙ্গীয় পরিণতি পর্য্যন্ত অনেক বিষয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় ঐতিহাসিকভাবে আলোচিত হইয়াছে।—**মূল্য দুই টাকা।**

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান :—

মডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৬৬।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

২। আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য

[খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকানে মুসলমান কবিদের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিকাশ হয়, তাহার ঐতিহাসিক আলোচনা]

—মূল্য দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—এবং—

কোহিনূর লাইব্রেরী,

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রিণ্টার

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী প্রেস

৯১, নং আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

উৎসর্গ

সাহিত্যপ্রাণ

কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে

চট্টলা ধন্য, বঙ্গ-ভারতী শ্রীসম্পন্না,

এবং

বাঙ্গালী মুসলমান গৌরবান্বিত,

সেই

ঋষিকল্প সাহিত্য-সাধক

জনাব

সাহিত্য-সাগর

মৌলবী

আবদুল করিম

সাহিত্য-বিশারদ

মহোদয়ের শ্রীকর কমলে,

অপরিসীম আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

আমার

"চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য ভেদ"

সমর্পণ করিয়া

ধন্য

কলিকাতা,
এপ্রিল, ১৯৩৫ ইংরাজী

ভবদীয়
সাহিত্য-সাধনা-মুগ্ধ
মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্

সূচীপত্র।

এই পুস্তকের জন্য আলোচিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি।

1. Linguistic Survey of India, Vol. V., Pt. 1, 1903 ;—
   G. A. Grierson, pp. 291—350
2. Origin and Development of Bengali Language, Vol. I & II ;
   Dr. S. K. Chatterji M. A., D. Litt.
3. Notes on the Chittagong Dialect ;
   F. E. Pargiter B. A., I. C. S.
   [vide J. A. S. B., Vol. LV, 1886, pt. I, pp. 66-80]
4. A Note on some Hill-Tribes on the Kuladyne River ;
   Lieut. T. Latter.
   [Vide J. A. S. B., Vol. XV, 1846, pp. 60-78]
5. Some Chittagong Proverbs—J. D. Anderson. I. C. S.
   [Compiled as an example of the dialect of Chittagong District.
   Printed for private circulation, Calcutta, Hare Press, 1897]
6. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, —সম্পাদক —ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট
7. চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব—আবদুর রসিদ সিদ্দিকী।
8. চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
   [দ্রষ্টব্য :—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬ বাং, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬]
9. চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ :
   দ্রষ্টব্য : সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৯ বাং পৃষ্ঠা, ৭৮-৯১]
10. চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
    [দ্রষ্টব্য :—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১০ বাং, পৃষ্ঠা ... ...
11. চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
    [দ্রষ্টব্য :—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ বাং, পৃষ্ঠা, ১০৭-১১৪
12. চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
    [দ্রষ্টব্য :—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২ বাং, পৃষ্ঠা, ১৭৭-১৮০
13. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন (চট্টগ্রাম অধিবেশন)।
    অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।
    [দ্রষ্টব্য :—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, ১৩২৫ বাং মাঘ]

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ।

(ভাষাতত্ত্ব)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

চট্টগ্রাম জেলার ভৌগোলিক সংস্থান ও লোক সংখ্যা।

১। চট্টগ্রাম বাঙ্গালা দেশের সর্ব্ব দক্ষিণ-পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী একটি জেলা। ইহার পরিমাণ ফল মোট ২৫৭০ বর্গ মাইল। প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে সীমারেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া, এই জেলাকে বিশাল বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তরে ফেণী নদী, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে নাফ নদী ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এই জেলাটিকে ঘিরিয়া রাখিয়া, বঙ্গের অপরাপর স্থান হইতে ইহার যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দেওয়ায়, ইহা যেন নৈসর্গিক কারণে বাঙ্গালা হইতে কোন কোন দিক দিয়া বেশ একটু স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, চট্টগ্রামের সহিত বাঙ্গালার যে নিবিড় প্রাণের সংযোগ রহিয়াছে, তাহাই ইহাকে সকল প্রধান বিষয়ে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই, চট্টগ্রামে প্রচলিত বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে জেলাটির স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য-ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, এ জেলার কথ্য ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই স্থানীয় বিকাশ।

এ জেলায় মোট ১৭,৯৭,০৩৮ জন লোক বাস করিয়া থাকে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও পার্ব্বত্য জাতি লইয়াই এই জেলার লোক সংখ্যা গঠিত। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৩ তিয়াত্তর জন মুসলমান, এবং মাত্র কয়েক শত খ্রীষ্টান ও কয়েক হাজার পার্ব্বত্য জাতিকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামের ভাষা।

২। চট্টগ্রাম জেলায় যে কয়েকটি ভাষার প্রচলন আছে তন্মধ্যে **চট্টগ্রামী বাঙ্গালা, চাক্‌মা, জুমিয়া, উর্দ্দু** এবং **ইংরেজীরই** নাম করা যায়। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক সংখ্যক লোকের মুখে চট্টগ্রামী বাঙ্গালা শুনিতে পাওয়া যায়। এই বাঙ্গালা সর্ব্ব শ্রেণী ও সর্ব্ব জাতির বক্তার মুখে এমনই একরূপ শুনায় যে, পোষাক ও চেহারা না দেখিলে, আড়াল হইতে মুখের কথা শুনিয়া, কাহারও জাতি বা শ্রেণী নির্ণয় করা সহজসাধ্য ত নহেই বরং অনেকটা অসম্ভব। এমন সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও, চট্টলার

হিন্দু-মুসলমানের ভাষায়, ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ও পারিবারিক ভাব প্রকাশক বিশেষ বিশেষ শব্দের কথা বাদ দিয়াও কচিৎ কোন কোন বিষয়ে এক আধটু নগণ্য বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উল্লেখ না করিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে বলিয়া ভয় হয়। তাই দেখিতে পাই, মুসলমানেরা "সন্ধ্যাকালীন" কথাটী **"হুঁ জইন্যা"** দ্বারা, হিন্দুগণ **"হইন্ধ্যাইল্যা"** দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ, মুসলমানেরা বলিবে **"মুক্ ধোওন্"** আর হিন্দুরা বলিবে **"মু পাআলন্"**, মুসলমানেরা বলিবে **"গোছল্ করন্"** অথবা **"গা ধোওন্"** আর হিন্দুরা বলিবে **"সেন্নান্ করন্"**. ভাত খাইয়া হাত-মুখ পরিস্কার করাকেও মুসলমানেরা বলিবে **"মুক্ ধোওন্"**, আর হিন্দুরা বলিবে **"আঁচান্"** ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ খুঁটিনাটি বৈষম্য নিতান্তই নগণ্য; ইহাদের কথা বাদ দিলেও চলিতে পারে, কেননা, বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, জেলার সতর্ক শ্রোতা ব্যতীত অপরের কাণেও এই সকল বৈষম্য বড় ঠেকে না।

কেবল চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেই, **"চাক্‌মা"** এবং **"জুমিয়া"** ভাষার ব্যবহার আছে। যাহারা এই দুই ভাষা বলিয়া থাকে তাহারা চট্টগ্রামে **"চাক্‌মা"** এবং **"জুমিয়া"** নামে পরিচিত। এই **"চাক্‌মা"** এবং **"জুমিয়া"** জাতি চট্টগ্রামের আদিম অনার্য্য অধিবাসী, তাহাদের ভাষাও অনার্য্য ভাষা। শুনিয়াছি,— এই **"চাক্‌মা"** এবং **"জুমিয়া"**দের ভাষার সহিত কোন কোন বিষয়ে আরাকানের **মঘ্‌দের** ভাষার সাদৃশ্য আছে। কথাটা সত্য কি? তাহা হইলে, **মঘ্** ও **চাক্‌মা**-জুমিয়া একই গোষ্ঠির লোক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সে যাহা হউক, এই ভাষাদ্বয়কে চট্টগ্রামী বাঙ্গালা ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। এই পার্ব্বত্য ভাষাদ্বয়ের পরিসর এত ক্ষুদ্র যে, সভ্য চট্টগ্রামের ত্রিসীমায়ও ইহাদের বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয় না।

ইংরেজী ভাষার কথা না বলাই শ্রেয়। গুটিকতক ইংরেজ এবং নেটে ফিরিঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে এ কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরেজী ভাষার বিশেষ প্রভাব চট্টগ্রামী বুলিতে দেখা যায় না। তবে প্রধানতঃ ইংরেজ শাসনকে আশ্রয় করিয়া অধুনা গুটিকতক বিকৃত ইংরেজী শব্দ জেলায় প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে। চট্টগ্রামের অনেক লোক ইংরেজদের জাহাজে **"লস্করের"** কাজ করে। এই **"লস্কর"**দের মুখেও কতিপয় নৌ-সংক্রান্ত বিকৃত ইংরেজী শব্দ শুনা যায়। এই সমুদয় বিকৃত ইংরেজী শব্দের প্রভাব চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে। তথাপি উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দ প্রদত্ত হইল; যেমন—**"পেঁচিটিন্"** = President. **"জজ্"** = Judge. **"কালেক্টর্"** = Collector. **"বালেষ্টর্"** = Barrister. **"মেষ্টর্"** বা **"মাজেষ্টর্"** = Magistrate. **"জাণ্ডমান্"** = Gentleman. **"ঠাডার্"** = Thunder. **"ইষ্টিশিন্"** = Station. **"রেল্ওয়াই"** = Railway. **"মাষ্টর্"** = Master. **"গেলাস্"** = Glass. **"আশ্‌পাতাল্"** = Hospital. **"কুম্পানী"** = Company. **"বেয়াই কুম্পানী"** = B. I. S. N. Company. **"পিউন্ কুম্পানী"** = P. N. O. Company. **"বোলক্ বেরাদর্"** = Bullock Brothers. **"বাঁআল্ কুম্পানী"** = Bengal Company. **"শিক্ মাইন্"** = Sick-man. **"গন্"** = Go on. **"বেগর্"** = Back-ward. **"ফইর্ মাইন্"** = Fireman. **"ইঞ্জিল্"** = Engine. **"বয়্য়া"** = Buoy. **"ছিলট্"** = Slate. **"পিঞ্চিল"** = Pencil or Pension. ইত্যাদি ইত্যাদি।

উর্দ্দু চট্টগ্রাম সদরের কয়েক ঘর মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার তথাকথিত **"শরীফ"** এবং নিম্নশ্রেণীর **"কুট্টি"** আখ্যাধারী মুসলমানের মধ্যে সহস্র প্রকারে বাঙ্গালা-ঘেঁষা যে বিকৃত উর্দ্দুর

প্রচলন আছে, চট্টগ্রামের প্রচলিত উর্দ্দু তাহা হইতেও অপকৃষ্ট। এই উৎকট উর্দ্দুভাষী মুসলমানগণ, ঘরে উর্দ্দুর বিকৃত জগাখিচুড়ী সংস্করণ বলিলেও, বাহিরে অপরাপর লোকের সহিত বেশ স্পষ্ট চট্টগ্রামী বাঙ্গালা বলিতে শুনা যায়। সুতরাং কোন্ গন্ধে ইহারা এমন করিয়া উর্দ্দুর মাথা খায়, তাহা নির্ণয় করা সহজবোধ্য নহে।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালা।

৩। এখন আমরা বলিতে পারি,—চট্টগ্রামে যে ভাষা বলা হয়, তাহা চট্টগ্রামী বাঙ্গালা। এই কথিত ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করাই বর্ত্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। চট্টগ্রামের কথিত ভাষা, জেলার অধিবাসীদের মুখে এমনই অদ্ভুতভাবে উচ্চারিত হয় যে, ভিন্ন জেলাবাসী লোক বহুদিন যাবৎ চট্টগ্রামে বা চট্টলবাসীদের সহিত বাস না করিলে, ইহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিবে না। চট্টলবাসীর মুখে উচ্চারিত হইয়া, বাঙ্গালা কেমন অদ্ভুতভাবে অপরের কানে গিয়া পৌছায়, তাহার নমুনা পাইতে হইলে দুইজন চট্টগ্রামের লোক যখন কথা বলিতে থাকে, তখন নীরবে নিবিষ্টমনে তাহা শুনিয়া যাওয়া আবশ্যক। তাহা অপরের কানে শুধু যে অদ্ভুত শুনায় তেমন নহে, অনেক উচ্চারণ বৈষম্য ও বৈচিত্র্য বশতঃ অদ্ভুত অর্থব্যঞ্জক বা ভাবদ্যোতকও হইতে পারে। একমাত্র উচ্চারণ বৈষম্য ও বৈচিত্র্য গুণেই চট্টগ্রামী বাঙ্গালার প্রকৃত স্বর ও মাত্রা লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে, উচ্চারণ ও লিখন-পদ্ধতিতে বৈষম্য সকল ভাষায় এবং সকল দেশেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের কথ্য এবং লেখ্য (বলা বাহুল্য চট্টগ্রামে যে ভাষা বলা হয়, তাহা কথিত ভাষার অনুরূপ করিয়া লিখিত হয় না) ভাষার মধ্যেও যদি কোন প্রকার বৈষম্য থাকে, তাহা দোষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। জানা উচিৎ,—কলম সর্ব্ববাদিসম্মত মনের ভাব ব্যঞ্জক চিহ্নাদি লিখিবার সরঞ্জাম বিশেষ; গ্রামোফন্ বা স্বর-ধৃতি-যন্ত্রের ন্যায় মানুষের স্বর ধৃত করিবার যন্ত্র নহে। চট্টলবাসীর মুখে বাঙ্গালা শব্দ যেরূপ স্বরে উচ্চারিত হয়, অবিকল তদনুযায়ী করিয়া লিখিত হওয়া অসম্ভব হইলেও, যেন-তেন-প্রকারেণ করিয়া চট্টলবাসীর মুখোচ্চারিত বাঙ্গালা লিখা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই,—এ যাবৎ কোন চট্টলবাসী ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে চেষ্টা করে নাই। চট্টল-গৌরব মৌলবী **আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রমুখ** মাত্র কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি, কেবল সাধারণ মানসিক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্যই, সময় সময় চট্টগ্রামের কোন কোন শব্দ, শব্দ-বিন্যাস, ছড়া, ধাঁধাঁ বা প্রবাদ প্রভৃতির মধ্য হইতে চট্টগ্রামী বাঙ্গালার স্বর ধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তাহার সহিত জেলার সাধারণ লোকের কোন সম্বন্ধ কোন কালেই ছিল না, বা থাকিবে বলিয়াও মনে হয় না। পণ্ডিতদের এ চেষ্টা যে অনেক সময় ব্যর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা যে প্রকৃত স্বর ধৃত করিতে পারেন নাই, সে কথা তাঁহাদের কেহ কেহ স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন।

চট্টগ্রামী স্বরে চট্টগ্রামী বাঙ্গালার নমুনা।

৪। সে যাহা হউক, চট্টগ্রামবাসীর মুখে বাঙ্গালা শব্দের স্বর যেভাবে শুনায়, ঠিক সেইভাবে ধৃত করিতে চেষ্টা করা ব্যর্থ প্রয়াস বই আর কিছুই নহে। তথাপি অনেকটা কাছাকাছি স্বর ধৃত করা যাইতে পারে। সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বর ধৃত হউক বা না হউক নিম্নে আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে যেভাবে চট্টগ্রামের কথ্যভাষার স্বর ধৃত করিবার চেষ্টা করিলাম, তদ্দ্বারা এ জেলার চল্‌তি-কথার আক্ষরিক প্রতিকৃতি পাওয়া যাইবে। চট্টগ্রামী বাঙ্গালার চট্টগ্রামী স্বরে নিম্নলিখিত গল্পটি এইভাবে লিখিত হইতে পারে:—

ঔগ্‌গুয়া পিউন্দাইর্গা ফইরার্‌

একটি পরশ্রীকাতর ভিক্ষুকের

দিস্তান্‌।

গল্প।

এক্‌ দেশৎ ঔগ্‌গুয়া পিউন্দাইর্গা ফইরা আছিল্‌। ‍দুন্নাইৎ
এক দেশেতে একটি পরশ্রীকাতর ভিক্ষুক ছিল। দুনিয়াতে

তার্‌ এক্‌ বউ বা'-দে আর্‌ কেঅয়্‌ ন আছিল্‌। তারা
তাহার এক স্ত্রী বাদে আর কেহই না ছিল। তাহারা

জামাই-বউ দোন জনে 'দিন-ভিক্ষা-তন্‌-রইক্কা' করিয়ারে কন
স্বামী স্ত্রী দুই জনে 'দিন ভিক্ষা-তন-রক্ষা' করিবার পর কোন

রঅমে দুক্কে দিন্‌ টাইল্‌ত। তার্‌ পারাইল্যা বেআগ্‌গুন্‌
রকমে দুঃখে দিন কাটাইত। তাহার প্রতিবেশী সকলেই

তাত্তুন্‌ পৈছাঅলা হঅনে, রীষে তার্‌ কইল্‌জা ভাঁই যাইত।
তাহার চেয়ে পয়সাওয়ালা হওয়ায়, ঈর্ষায় তাহার কলিজা (বুক) ভাঙ্গিয়া যাইত।

একদিন্‌ ফইরা মাইগ্দ যাই ভিখ্‌-টিক্‌ কিচ্ছু ন পাইল্‌।
একদিন ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে যাইয়া ভিক্ষা-টিক্ষা কিছুই না পাইল।

হেদিন্যা বিআলে উআস্‌ থাঅন্‌ বা'-দে বেচারার্‌ আর্‌ কন উপাই
সেদিনের বিকালে (=সন্ধ্যাবেলায়) উপবাস থাকা বাদে বেচারার আর কোন উপায়

ন আছিল্‌। হিতাল্লাই হাঁজইন্যা পঁথৎ বঅই তে কাঁদনর্‌ শুরু
না ছিল। সেই জন্য সাঁঝের বেলায় পথেতে বসিয়া সে কাঁদনের শুরু

কইল্ল। তার্‌ কাঁদনী ফুনিয়ারে এক্‌ দেঅর্‌ মনৎ ব-অ-অ-র্‌
করিল। তাহার কান্না শুনিবার পর এক দৈত্যের মনেতে বড়ই

পেশ্‌পানী আ'-ই যাঅনে, তারে এক্কান্‌ যাদুর্‌ পাত্তর্‌ দি
পেরেশানী (=দুঃখ, করুণা) আসিয়া যাওয়ায়, তাহাকে একখানা যাদুর পাথর দিয়া

ফেলাইল্ ; ফোঁয়ারে ফোঁয়ারে ইয়ান্অ ক'-ই দিল্ যে, এই যাদুর্
ফেলিল ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে কহিয়া দিল যে, এই যাদুর

পাত্তরৎ কন কিছুদি ঘআ দিলে হিতে আ'-ই হাজির্ হই যাইব।
পাথরেতে কোন কিছু দিয়া ঘষা দিলে সে [illegible] হাজির (উপস্থিত) হইয়া যাইবে।

হেঁত্তে ফইরা তাত্তে যিয়ান্ চায়, তে হিয়ান্ ফইরারে দি যাইব,
সেই সময় ভিক্ষুক [illegible] [illegible] [illegible], সে তাহা ভিক্ষুককে দিয়া [illegible],

আর্ তার্ পারাইল্যা বেআগ্গুনরে তার্ ডুনা দি যাইব।
আর তাহার প্রতিবেশী সকলকে তাহার দ্বিগুণ দিয়া যাইবে।

এই পাত্তর্গান্ পাই, পইলা ফইরা ব-অ-অ-র্ খুশী হইল্।
এই পাথরখানা পাইয়া, প্রথমে ভিক্ষুক বড় খুশী হইল।

তার্ মনৎ আইল্ যে, আল্লায় চায় ত এইবেরা তার্ হক্কল্ ডুক্
তাহার মনেতে আসিল যে, আল্লা চাহে ত এইবার তাহার সকল দুঃখ

কাডিৎ পারে। তার্ বা'-দে আতাইক্কা দেঅর্ কথা তার্ মনৎ
কাটিতে পারে। তাহার পর হঠাৎ দেওয়ার কথা তাহার মনেতে

পইল। তে কইল্ যে,—"বাডুত্! ইয়ান্ কি কথা হইল্,—
পড়িল। সে কহিল যে,— এঁকি! (১) এইখানা কি কথা হইল,—

আঁই পাইঅম্ বলে এক্কান্, আঁর্ পারাইল্যা হক্কলে পাইব বলে
আমি পাইব নাকি একখানা, আমার প্রতিবেশী সকলে পাইবে নাকি

ডুইআন্! হেঁগ্গৌল্ হইলে, আঁর্ লাভ্ হইল্ কুন্দি? আঁই
দুইখানা! সে ঢৌল (=রূপ) হইলে, আমার লাভ হইল কোন দিক দিয়া? আমি

ত বরর্ পারাইল্যা হক্কলত্তুন্ নীচে র'-ই গেলাম্গৈ।" এডৌল্
ত বরাবর (=সর্ব্বদা) প্রতিবেশী সকল হইতে নীচে রহিয়া গেলাম [illegible]। এইরূপ

---

(১) বাঁডুত্ :— এই শব্দটি "বাঁদীর্ পুত্" < বাঁদীর পুত্র কথার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। উহার ব্যবহার দ্বিবিধ, যথা (১) গালি হিসাবে এবং (২) বিস্ময়সূচক অব্যয় হিসাবে। উপরে এই কথাটি বিস্ময় প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। গালি হিসাবে উহার ব্যবহার এইরূপ :—"বাঁডুত্! লাঠ্যাই তোর্ কল্লা ছিরি ফেলাইয়ম্"—হে বাঁদীর পুত্র, লাঠি দিয়া তোমার মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিব।

হাত্তান্-পাঁচ্চান্ ভাইব্দে ভাইব্দে তে মনে মনে ঠিক্ কইল্ল যে,
সাতপাঁচ (বাজে কথা) ভাবিতে ভাবিতে সে মনে মনে ঠিক করিল যে,
তাল্লাই যেই লেঙীয়া হেই লেঙীয়া থাঅন্ ভালা।
তাহার লাগি সেই নেংটিওয়ালা (= দরিদ্র) সেই নেংটিওয়ালা (= দরিদ্র) থাকা ভাল।

পাত্তরগান্ লই তে বারীৎ আ'-ই তার্ বউঅরে বেআগ্গিন্
পাথরখানা লইয়া সে বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে সমস্তই
ভাঁ'-ই চুরি কইল্। তার্ বউএ হক্কলাইন্ ফুনিয়ারে কয় যে,—
ভাঙ্গিয়া চুরির কথা কহিল। তাহার স্ত্রী সকল বিষয় শুনিবার পর কহে যে,—
"অ পোরা কোআল্! নঅয় পারাইল্যা হক্কল্ ডাঁঅর্ মানুষ্
"ও পোড়া কপাল! না হয় প্রতিবেশী সকলে ডাঙ্গর (= বড়) মানুষ
হইব হক্ হেনা; আঁরাঅত চাইর্গুয়া সুক্কে খাইত্ পাইজ্জম্;
হইবে হউক না; আমরাও ত চারিটি সুখে খাইতে পারিব;
উআস্-কাআস্ মরণত্তুন্ সুক্কে চাইর্গুয়া ভাত্ খাঅন্ ভালা
উপবাসে মরা হইতে সুখে চারিটা ভাত খাওয়া ভাল
নয় না?" ফইরা তেইর্ হেইসব্ কথাৎ এক্বেরেঅ কান্ ন
নয় কি? ভিক্ষুক তাহার (= স্ত্রীলোকটির) সেই সমস্ত কথাতে একেবারেও কান না
দেঅনে, তেই এঅনে পাইত্ত ন দেইয়ারে, তেইর্ জামাইরে
দেওয়াতে, সে (স্ত্রীলোক) এমনভাবে পারিবে না দেখার পর, তাহার (স্ত্রীলোকটির) স্বামীকে
ফুইস্বাইত লাইল্। ফুইস্বাই-ফাইস্বাই আস্তে আস্তে তেই
ফুসলাইতে লাগিল। ফুসলাইয়া-ফাসলাইয়া আস্তে আস্তে সে (স্ত্রীলোক)
পাত্তরগান্ হাত্ করি ফেলাইল্।
পাথরখানা হাত করিয়া ফেলিল।

ফইরা বেডা একদিন্ রাতিয়া ঘুম্ গেইয়ে আর্, তেই
ভিক্ষুক বেটা একদিন রাত্রে ঘুম গিয়াছে পর, সে (স্ত্রীলোক)
কেঅন্ কইল্ল, তরাতরি উডি পাত্তরগান্ লই মেডিৎ এক্ ঘআ
কেমন করিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাথরখানা লইয়া মাটিতে এক ঘা

দিল্। থিআর্-ভিতর্ দেঅউয়াঅ আঁই হাজির্ হই গেলগৈ।

দিল। হঠাৎ দৈত্যটিও আসিয়া হাজির হইয়া গেল গিয়া।

দেঅ হাজির্ হইয়ে আর্, তেই হাতাই-মাতাই কিচ্ছু ন পাই,

দৈত্য হাজির হইয়াছে পর, সে (স্ত্রীলোক) হাতড়াইয়া-মাতড়াইয়া (১) কিছুই না পাইয়া,

হিতারে কয় যে,—"আঁরে এক্ লাক্ টেঁআঁ দে।" দেঅএ

তাহাকে (=দৈত্যকে) কহে যে,— "আমাকে এক লক্ষ টাকা দে। দৈত্য

হাঁচামতন্ তেইরে এক্ লাক্ টেঁআঁ দি ফেলাইল্; আর ফিরি

সত্যসত্যই তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিয়া ফেলিল, আর ফিরিয়া

যাইতেগৈ তেইর্ পারাইল্যা বেআগ্ গুনরে দুই লাক্ করি দি

যাইবার কালে তাহার (স্ত্রীলোকটির) প্রাতবেশী সকলকে দুই লক্ষ করিয়া দিয়া

গেলগৈ।

গেল গিয়া।

ফইরা বেডা বেইন্না ঘুমত্তুন্ উডি চায় যে, তার্ ঘর্ টেঁআঁয়

ভিক্ষুক বেটা প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া চাহে যে, তাহার ঘর টাকায়

ধোপ্ হই গেইয়ে। টেঁআঁ দেতন্ মাত্র পাত্তরর্ কথা তার্

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। টাকা দেওয়া মাত্র পাথরের কথা তাহার

মনৎ পড়ি গেল্। তে আতাইক্কা "বাইজ্জা খোদা" করি,

মনে পড়িয়া গেল। সে হঠাৎ "আল্লাহ-তালা!" বা বলিয়া,

মেল্কারী এক্ চীক্কর্ মারি, কোআলৎ ধুম্মুর্ করি এক্ চোয়ার্

উৎকট এক চিৎকার ছাড়িয়া, কপালেতে দুম করিয়া এক চড়

---

(১) হাতাই-মাতাই ঃ— এই কথাটি [illegible] ... হিতারে নিয়ান্ পাই-ইলাম্ হাতাই-মাতাই লই-ইলাম্— তাহার নিকট [illegible]।

(১) বাইজ্জা খোদা ঃ—ইহা "বারি তায়ালা খোদা" এর [illegible] সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহার অর্থ "মহান পরমেশ্বর"। ইহা [illegible] মুসলমানেরা [illegible] ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার ব্যবহারিক অর্থ "হা হতোস্মি"।

দি উডি কয় যে,—"অ খান্‌কী! আঁাই বেআগ্‌গিন্‌ বুঝ্ঝি;
দিয়া উঠিয়া কহে যে,— "ওগো খানকী! (=বেশ্যা) আমি সমস্তই বুঝিয়াছি;

তুই ত কোআল্‌ পুইজ্জছ্‌; তুই যেতুয়া পাইঅছ্‌, তোর
তুই ত কপাল পুড়িয়াছিস; তুই যতগুলি পাইয়াছিস, তোর

পারাইল্যা লাংহক্কলে ত তাদ্দুনা পাই গেইয়েগৈ।" তার
প্রতিবেশী, না / উপপতি, সকলে ত তাহার দ্বিগুণ পাইয়া গিয়াছে গিয়া।" তাহার

বউএ কয় যে, "আল্লার্‌ কাইৎ চাইতে, পাইল্‌ না ন পাইল
স্ত্রী কহে যে,— "আল্লার দিকে চাহিতে, (১) পাইল কি না পাইল

চাইই আইঅগৈ না, আগে ক্যা ফালাফালি করর্‌?" হাঁচামতন্‌
চাহিয়া আগে দেখ না, আগে কেন লাফালাফি করিতেছ?" সত্যসত্যই

ফইরা কেঅন্‌ কইল্ল, তরাতরি তার্‌ ঘরর্‌ টেঁআ ফেলাই,
ভিক্ষুক কেমন করিল, তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের টাকা ফেলাইয়া,

পারাইল্যা হক্কলে পাইয়ে না নঅ পায় পইট্টালি চাইত গেল্‌।
প্রতিবেশীরা সকলে পাইয়াছে কি না পাইয়াছে তালাস করিয়া চাহিতে গেল।

ইন্দি তার্‌ বউএ কেঅন্‌ কইল্ল তরাতরি পাত্তর্‌গান্‌ টানি
এদিকে তাহার স্ত্রী কেমন করিল তাড়াতাড়ি পাথরখানা টানিয়া

লই মেডিৎ আর্‌ এক্‌ ঘআ দিল্‌। দেঅ হাজির হইয়ে আর্‌
লইয়া মাটিতে আর এক ঘা দিল। দেও হাজির হইবার পর

তেই কয় যে,—"আঁারে এক্কান্‌ এক্‌মাআলা বারী বানাই
সে স্ত্রীলোক কহে যে,— "আমাকে একখানা একতালা বাড়ী বানাইয়া

দে।" তেই ত চৌগর্‌ পলক্‌ নঅ ফিত্তে এক্‌মাআলা
দাও।" সে (স্ত্রীলোক) ত চোখের পলক না ফিরিতেই একতালা

বারী পাই গেল্‌গৈ; ফোঁয়ারে ফোঁয়ারে তেইর্‌ পারাইল্যা
বাড়ী পাইয়া গেল গিয়া; সঙ্গে সঙ্গে তাহার (স্ত্রীলোকের) প্রতিবেশী

হক্কলেঅ দোমাআলা বারী পাই ফেলাইল্‌।
সকলেও দোতালা বাড়ী পাইয়া ফেলিল।

(১) **আল্লার্‌ কাইৎ চাইতে**ঃ—ইহার অর্থ "ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া"। বক্তা যখন কোন কাজ নিজের শক্তিতে বা অনুরোধে অপর দ্বারা করাইয়া লইতে অসমর্থ হয়, তখন স্বীয় অক্ষমতাজ্ঞাপক এই বাক্য বলিয়া শ্রোতাকে শেষ-অনুরোধ করে মাত্র।

উন্দি ফইরা পারাৎ ঘুইত্তে ঘুইত্তে আতাইক্কা চায় যে,
ঐদিকে ভিক্ষুক পাড়াতে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ চাহে যে,

পলগর্ ভিতর্ পারাহুদ্দা বেআগ্ গুণত্তে দোমাআলা বারী হই
পলকের ভিতর পাড়াশুদ্ধ সকলের নিকট দোতালা বাড়ী হইয়া

গেল্গৈ। ফইরা তিলিচ্ মাতী বেআগ্ গিন্ বুঝি ফেলাইল্।
গেল গিয়া। ভিক্ষুক ইন্দ্রজাল সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল।

কতক্কন্ ঝিমথাই তে কয় যে,—"রঅ, আঁই এইবেরা
কতক্ষণ ঝিম্ ধরিয়া থাকিয়া সে কহে যে,— "রও, আমি এইবার

দেখাইঅম্, পারাইল্যা কেঅনে আঁ'র্তুন্ ডাঁঅর্ হয়।"
দেখাইব, প্রতিবেশীরা কেমনে আমা হইতে ডাঙ্গর (বড়) হয়।"

তার্ বা'-দে তে কেঅন্ কইল্ল,—বারী উজু লর্ দিল্।
তার বাদে সে কেমন করিল,— বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

ঘরৎ পাঁরা নঅ দিতে তার্ বউঅরে চোক্ লাল্ করি কয়
ঘরেতে পদচিহ্ন না দিতেই তাহার স্ত্রীকে চোখ লাল (রাঙাইয়া) করিয়া কহে

যে,—"ভালা চাছ্ ত জল্তি আঁ'র্ পাত্তর্ দে।" মাইরর্ ডরে
যে,— "ভাল চাহিস ত শীঘ্র আমার পাথর দে।" মারের ডরে

তার্ বউএ তরাতরি পাত্তর্গান্ নেঅলাই দি ফেলাইল্।
তাহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি পাথরখানা বাহির করিয়া দিয়া ফেলিল।

পাত্তর্গান্ লই, তে কেঅন্ কইল্ল,—মেডিৎ এক্ ঘঅ দিল্।
পাথরখানা লইয়া, সে কেমন করিল,— মাটিতে এক ঘা দিল।

দেঅ হাজির্ হইয়ে আর্, তে কয় যে,—"তোরে ডাক্কি যে
দৈত্য উপস্থিত হইয়াছে পর, সে কহে যে, "তোমাকে ডাকিয়াছি যে

আঁ'র্ ঔগ্ গুয়া চোক্ কানা করি দিবাল্লাই।" হাঁচামতন
আমার একটি চোখ কানা করিয়া দিবার লাগিয়া।" তৎক্ষণাৎ

দেঅএ তার্ এক্ চোক্ কানা করি দিল, আর্ তার্ পারাইল্যা
দৈত্য তাহার এক চোখ কানা করিয়া দিল, আর তাহার প্রতিবেশী

বেআগ্‌গুণর্ দুই চৌক্ আঁধা করি দি চলি গেল্‌গে। ফইরা
সকলের দুই চোখ অন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল গিয়া। ভিক্ষুক

চায় যে,—তে এইবেরা এক্ চোগে দুন্নাই বেআগ্‌গুয়া দেখে,
চাহে যে,— সে এইবার এক চোখে দুনিয়া(র) সমস্তটা দেখিতে পায়,

আর্ তার্ পারাইল্যা হক্কলে কিচ্ছু ন দেখে। তই তে
আর তাহার প্রতিবেশী সকলে কিছুই না দেখে। তারপর সে

খুশীয়ে থাইত্ ন পারি পোঁদৎ চোয়ার্ মারি উডি কয় যে,—
আনন্দে থাকিতে না পারিয়া পোঁদেতে চড় দিয়া উঠিয়া কহে যে,—

"এ্যাঁ, এইবেরা না ঠিক্ হইয়ে! চা, আঁধার দেশৎ আঁই কানা
"আঁ!, এইবার না ঠিক হইয়াছে! দেখ, অন্ধের দেশেতে আমি কানা

রাজা।"*
রাজা হইয়াছি।"

চাটগাঁ বুলি কি বাঙ্গালা নহে?

৫। চট্টগ্রামের নিজস্ব স্বর যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উপরে যে গল্পটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে, এ জেলার লোকের কথায় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য কোথায়। ইহাকে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার অপরাপর জেলার লোক চট্টগ্রামের কথা মোটেই বুঝিতে পারে না। কোন চট্টগ্রামবাসী অপরের নিকট উদ্ধৃত গল্পটি পাঠ করিয়া দেখেন, এ বিষয়ে বেশ প্রতীতি জন্মিতে পারে। তবে কি চট্টগ্রামী বুলি, বাঙ্গালা নহে? অন্য জেলার লোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারুক বা না পারুক, চট্টলার প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ লোকের এই বিশিষ্ট স্বরভঙ্গি-প্রকাশক বুলি যে সাধু বাঙ্গালার একটী স্থানীয় বিকাশ (dialect) তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালা দেশের সর্বত্রই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। চট্টগ্রামও বাঙ্গালার একটি জেলামাত্র। সুতরাং এ জেলার বুলিকে বাঙ্গালা ভাষার সীমা হইতে দূরে সরাইয়া দিলে চলিবে না। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে স্থানভেদে সাধু বাঙ্গালা ভাষার স্থানীয় বিকাশ (বিকার বলা সমীচীন নয়) দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত,—"ওগো, কোথায় যাইবে?" এই অতি ক্ষুদ্র বাক্যটি পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারে বিকাশ পাইয়াছে, দেখিতে পাই; যথা—

কলিকাতায়	"ওগো, কোথা যা'বে?"
২৪ পরগণায়	"হাঁগা, কম্নে যা'বে গা?"
পাবনায়	"দেহো, কোনে যা(ই)বে?"

* এই গল্পটি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বখ্‌তপুর গ্রাম নিবাসী জনাব মুন্সী আহমদুর রহমান (মিস্ত্রি) সাহেবের মুখে শুনিয়া লিখিত।

মালদহে	"কোঠৈ যাইবা জী?"
নদীয়ায় (কুষ্টিয়ায়)	"এবা, কতি যাবা?"
রংপুর (গাইবান্ধায়)	"কোন্টে যাবা বাহে?"
ঢাকা (বিক্রমপুর)	"অই, কই যাবি?"
ফরিদপুর	"আরে, কোহানে যাবআ?"
নোয়াখালীতে	"এরই, কোন্‌আনে যাবি?"
চট্টগ্রামে	"ওবা, কণ্ডে যাইবা?"

এই যে সাধু বাঙ্গালা ভাষার এবংবিধ বিকাশ-বাহুল্য, ইহাতে বাঙ্গালার এক জেলার লোকের পক্ষে অন্য জেলার কথা ভাষা বুঝিবার পক্ষে অল্পবিস্তর বেগ পাইতে হইলেও বাঙ্গালার সকল জেলার লোক তাহাদের কথা ভাষাকে সাধু বাঙ্গালা ভাষার সন্তান বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে বঙ্গদেশে যাহাকে "সাধু ভাষা" নামে অভিহিত করা হয়, তাহা সংস্কৃতের ন্যায় একটি পুস্তকে স্থাপিত পণ্ডিতী ভাষা। ইহা বাঙ্গালা দেশের কোন জেলায় বলা হয় বলিয়া আমার জানা নাই, অথচ ইহা সকল জেলায় সমভাবে লিখিত হয়। ইহার বিকাশ লোকের মুখে নহে, লেখকের কলমে ও পুস্তকের পৃষ্ঠে। ইহা "কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই" ঠিক এমনই একটি ভাষা। ইহাকে "সাধু ভাষা" Classical Bengali নাম দিয়া সর্বদাই পুস্তকের জন্য সসম্মানে রাখিয়া দেওয়া হয় মাত্র। তথাপি ইহার আবশ্যকতা যথেষ্ট; ইহা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী বাঙ্গালাভাষী বাঙ্গালীর লেখার ভিতর দিয়া ভাব আদান-প্রদানের সর্বোৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় যোগসূত্র। এই যোগসূত্র ছিন্ন করিলে, বাঙ্গালী বাঙ্গালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তাই বলিয়া কি শুধু "সাধু ভাষা"কেই বাঙ্গালা ভাষা বলিব? যদি তাহাই হয়, তবে বাঙ্গালার কোন চলিত বুলিকেই 'বাঙ্গালা' বলা যায় না। এই হিসাবে চট্টগ্রামের বুলিও বাঙ্গালা নহে।

চট্টগ্রামী বুলি বাঙ্গালা ভাষারই চট্টগ্রামী রূপ।

৬। সত্যকথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালার কোটি কোটি লোকের মুখে মুখে যে ভাষা স্থানীয় আবশ্যকতানুযায়ী রূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহার যে সর্ববাদিসম্মত রূপ (এবং তাহাই "সাধু ভাষা") তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা। এই সর্ববাদিসম্মত রূপ অর্থাৎ যাহাকে "সাধু ভাষা" বলা হয়, তাহা কোন স্থানেরই স্থানীয় বুলির (dialect) সহিত হুবহু খাপ খায় না। চট্টগ্রামী বুলির রূপের সহিতও ইহার মিল সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে না। তথাপি চট্টগ্রামী বুলির সহিত বাঙ্গালা ভাষার যে মিল রহিয়াছে, তাহাই চট্টগ্রামী বুলিকে বাঙ্গালা ভাষার পর্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছে। চট্টগ্রামী বুলি বাঙ্গালা ভাষার অন্যান্য স্থানীয় বিকাশের ন্যায়, একটি বিশিষ্ট স্থানীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ইহার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য (Phonetical peculiarities) ও শব্দ-সংক্ষেপ-পদ্ধতি (manner of the contraction of words) কদাচিৎ মূল বাঙ্গালা হইতে পৃথক হইলেও, মূলতঃ পৃথক ত নহেই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক। সাধু বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের কথ্য ভাষার জন্মদাত্রী, ঠিক সেইরূপ ইহা চট্টগ্রামী বুলিরও জননী। মূলতঃ সাধু বাঙ্গালা ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা আপনাকে বিকাশিত করিয়াছে। উপরে উদাহরণ স্বরূপ সাধু বাঙ্গালা ভাষার যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের কথ্য বুলির বাক্যগুলি ব্যাকরণ-লক্ষণে

হুবহু সেই বাক্যটিরই অনুরূপ। যাহা কিছু পার্থক্য ও বৈষম্য, সে কেবল শব্দ বিকাশের দিক দিয়া। দুইটি মানুষের চেহারায় যেমন হুবহু সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ দুইটি লোকের কণ্ঠস্বরেও হুবহু মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই লোকে প্রায়ই কণ্ঠস্বরে প্রিয়জনকে চিনিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং লোকের কণ্ঠে ভাষার যে বিকাশ হয়, তাহা যে বাহ্যিকভাবে একটু না একটু বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? চট্টগ্রামেও বাঙ্গালা ভাষার যে বিকাশ হইয়াছে, তাহা শব্দ-বিকাশ, শব্দ-সংক্ষেপ, ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিক হইতে হয়ত কোন কোন বিষয়ে সাধু বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক; কিন্তু ব্যাকরণ-বন্ধনে ইহাতে ও সাধু বাঙ্গালা ভাষায় কোন তফাৎ নাই। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে চট্টগ্রামী বুলির উচ্চারণ ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহা হইতে আমাদের বর্ত্তমান উক্তির পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। এইস্থলে এই সাধারণ আলোচনার মাঝখানে, সে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণা করিয়া রসভঙ্গ করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না।

৭। চট্টগ্রামের কথ্য বাঙ্গালা সাধু বাঙ্গালা ভাষার একান্তই মাতৃভক্ত সন্তান। অতি বেশীদিনের কথা নয়, আধুনিক উড়িয়া ও অসমীয়া (আসামী) ভাষা বাঙ্গালা ভাষার ক্রোড়ভ্রষ্ট করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে চট্টগ্রামে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার যে নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কোন চট্টলবাসী কর্ত্তৃক তাড়াতাড়ি পঠিত হইতে শুনিলে, হঠাৎ ইহাকে সাধু বাঙ্গালা ভাষা হইতে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া আপাত-ভ্রম হওয়া একান্তই স্বাভাবিক; এবং তাই আজ পর্য্যন্ত নগণ্য ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন ভিন্ন জেলাবাসী শ্রোতাদের মুখ হইতে, এইরূপ ভ্রমাত্মক মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। চট্টলবাসীরা আপন বুলির এই আপাত বৈষম্যটুকুর সুযোগকে গ্রহণ করিয়া, আজ পর্য্যন্ত কোনদিনই, সাধু বাঙ্গালা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই চট্টগ্রামে সাহিত্য-সাধনার প্রয়াস চলিয়াছে, সাধু বাঙ্গালা ভাষার সহিত এ জেলার প্রচলিত বাঙ্গালার নানা বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, চট্টলবাসী হিন্দু-মুসলমান সাধু বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক পত্রিকাদি রচনা করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধেয় মৌলবী **আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ** সাহেবের '**বাঙ্গালা প্রাচীন পুথীর বিবরণ**" পাঠ করিলে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিবে না। চট্টলবাসীরা ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সাধু বাঙ্গালা ভাষার বিরুদ্ধে বিপক্ষতাচরণ করিলে, অনেকদিন পূর্ব্বে সাধু বাঙ্গালা ভাষাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানাইয়া, তাঁহাদের কথ্য বুলির ন্যায় একটি তেজস্কর ও স্বাধীন লেখ্য ভাষার সৃষ্টি (যেমন আসামীরা করিয়াছেন), এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অমর প্রতিভাদীপ্ত উচ্চ-সাহিত্যের জন্মদান করিতে পারিতেন। কেননা এযাবৎ চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেক অমর প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভা এদিকে নিয়োজিত হইলে, চট্টগ্রামী বুলিতে উচ্চ ভাব-সম্পদে সম্পদশালী সাহিত্যের সৃষ্টি অনায়াসেই হইতে পারিত। কিন্তু এ জেলার মাতৃভক্ত বাণীপুত্রগণ, চিরদিনই মাতৃভক্তিকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন, এবং আজও দিতেছেন;—ইহাই চট্টলার প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ বাঙ্গালাভাষী লোকের সাহিত্য-সাধনার বৈশিষ্ট্য।

চট্টগ্রাম পল্লী ও বাঙ্গালার মাতৃভক্তি।

৮। বর্ত্তমানে নানা কারণে কলিকাতা বাঙ্গালাদেশের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই, বাঙ্গালার নানা স্থানের সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ ভাষায় মৌলিকতা বা আধুনিকতা আমদানীর অনুচিত প্রলোভনে বশীভূত হইয়া, কলিকাতার স্থানীয় লোকের কথ্য ভাষাকে

মৌলিক সাধুভাষা বলিয়া ভুলক্রমে গ্রহণ করিয়া বসায়, কলিকাতার তথাকথিত কথ্য সাধুভাষার আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, তাঁহাদের এই শোচনীয় অনুকরণের চমৎকার নমুনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে, সত্যকার কলিকাতাবাসীর কথা দূরে থাকুক, আমাদের ন্যায় কলিকাতা-প্রবাসীদেরও হাসি সংবরণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। এহেন শোচনীয় অনুকরণের দ্বারা কলিকাতার কথ্য সাধুভাষা সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং যথেষ্ট বিশ্রীভাবে অপমানিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতার কথ্য সাধুভাষার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের লোকের পক্ষে কলিকাতার কথ্য ভাষার অনুকরণ করিতে যাওয়া যে কি বিড়ম্বনা, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। চট্টগ্রামের, শুধু চট্টগ্রামের নয় বাঙ্গালার অন্যান্য জেলারও, লোকের পক্ষে কলিকাতার কথ্য ভাষার 'রাবীন্দ্রিক' অনুশীলন একপ্রকার অসম্ভব, ইহাকে ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস বই আর কিছুই বলা চলে না। কলিকাতার কথ্য ভাষার যে বৈশিষ্ট্য, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা বিকাশের ধারায় অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকিলে তাহাকে বুঝিতে পারা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মহাশয়-গণই কলিকাতার কথ্য ভাষাকে নানাভাবে সুন্দররূপে কথ্য ভাষার অনুরূপ করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, অপর কয়জন লোক পারেন, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই কথ্য ভাষাটি এখনও তরল অবস্থায় (fluid stage) রহিয়াছে,—একটি বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। সুতরাং অপর লোক যখন ইহাকে গ্রহণ করিতে চায়, তখন ইহা তাহার মুঠার মধ্য হইতে যেভাবে পলাইয়া যায়, তাহাকে পুনরায় ধৃত করিবার মত শক্তি অপর লোকের পক্ষে দূরে থাকুক, কয়জন কলিকাতাবাসীরও যে আছে, তাহা বলা যায় না। এমন অবস্থায়, চট্টগ্রামের আধুনিক লেখকদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার কথ্য ভাষার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা যে কিরূপ শোচনীয় গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অনুকরণপ্রিয় লেখকদের কাহারও কাহারও মধ্যে যে প্রতিভা দেখা যাইতেছে, তাহা ভাষার দিকদিয়া সৎ ও সরল পথ গ্রহণ করিলে আরও ভাল হইত না কি?

চট্টগ্রামের কোন কোন লেখকদের কলিকাতার কথ্য-ভাষা-প্রীতি

৯। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামী বুলিতে কলিকাতার কথ্য ভাষার প্রভাবের কথাও একটু উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যেই সূত্র ধরিয়া কলিকাতার কথ্য ভাষা চট্টগ্রামী বুলিতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা চট্টলবাসীর দাম্পত্য ও চাকরীর বন্ধন বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই, অধুনা চট্টলবাসী শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পরিবারে চাকরী ও দাম্পত্য-সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া কলিকাতার কথ্য ভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কলিকাতার কথ্য সাধুভাষার অনুকরণ করিতে গিয়া, এমন কি এই আদবকায়দা-সংস্কার-ভাবাপন্ন পরিবারগুলির উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত, উচ্চারণ-পদ্ধতি ও শব্দ-ব্যবহারের ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে অসাবধানতাপ্রযুক্ত স্বাভাবিক দোষে যেরূপ শোচনীয়ভাবে নিজেকে ধরা দিয়া ফেলিতে বাধ্য হন, তাহা লক্ষ্য করিলে শিখী-পুচ্ছে দাঁড় কাকের ময়ূর সাজিবার কথা মনে পড়ে।

চট্টগ্রামী বুলিতে কলিকাতার কথ্য ভাষার প্রভাব।

দাম্পত্য ও চাকরীর বন্ধনে শৃঙ্খলিত চট্টলবাসী হিন্দু-মুসলমানদের কথা বাদ দিয়াও, চট্টগ্রামের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক যুবতীদের মধ্যে কলিকাতার কথ্য ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন বিলাত-ফেরৎ ব্যক্তি ইংরেজী বুলির অপ্রত্যর্পণ সাহেবী অনুকরণ হইতে

আরম্ভ করিয়া, রং-ঢং, হাসি-তামাসা, এমন কি কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীবকেও সঙ্গে লইয়া বেড়ান পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে দেখা যায়। চট্টগ্রামের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই, কলিকাতার প্রবাস-জীবন-অনুকরণ-সম্পর্কে এই বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেব-ব্যক্তিদের সহিত অনায়াসেই তুলিত হইতে পারেন। কেননা, চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান যুবক-যুবতীদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানার্জ্জন বা অর্থোপার্জ্জন-ব্যপদেশে যখন কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন, তখন প্রবাস-জীবনে কলিকাতার কথ্য ভাষা, চলিত আচার ও নিয়ম ইত্যাদি অনুকরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রবাস-জীবনের মাঝে মাঝে বা শেষে যখন বাড়ী ফিরেন, তখন দেশে প্রবাস-জীবনের অভিনয় আরম্ভ করেন। হয়ত ইহা তাঁহাদের দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের অভ্যাস-বশে স্বভাবতঃই অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফল এখন দেশে সংক্রামক ব্যাধির মতই ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাড়া-গাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেরা, সর্ব্বদা শিক্ষিত ও শহরে লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপ অনুকরণের ফলে, চট্টগ্রামের নিজস্ব বুলি ধীরে ধীরে শক্তি হারাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুই একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চট্টগ্রামের নিজস্ব বুলিতে যাহা মাত্র ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে "আতাইক্যা" বা "আতাইক্কা" (অ = নয় ; তাকান + কা = যাহা। না তাকাইতেই অর্থাৎ তাকাইবার আগেই ঘটে অর্থাৎ হঠাৎ বা আচম্বিতে ঘটে) বলিয়া প্রকাশ করা হইত, তাহা এখন স্ত্রীলোক ও নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এবং তৎস্থলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা "হঠাৎ" বা তদ্ভাবপ্রকাশক অন্য শব্দই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মাত্র একযুগ পূর্ব্বে, মুসলমানেরা আদবের খাতিরে "আজ্ঞা" শব্দের ভাবজ্ঞাপক "লব্ব" শব্দ ব্যবহার করিত। এখন এই "লব্ব" শব্দের জীবিত রাখিবার ভার নিরক্ষরদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তৎস্থলে শিক্ষিত মুসলমানগণ "জী" বা "হুজুর" ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, "লব্ব" শব্দটি আরবী "লব্বয়ক্" (لبيك) শব্দের অপভ্রংশ। পরে ফারসী "পরওয়া" (پروا) শব্দ "পর্ব্বা"র আকারে (যেমন—পর্ব্বা আইসসে পর্ব্বা কি? = চিন্তা আসিয়াছে চিন্তা কিসের?) "চিন্তা", "ভাবনা", "উৎসুকা", "ভরসা" প্রভৃতি অর্থে খুবই ব্যবহৃত হইত। এখন শিক্ষিত লোক তৎস্থলে "চিন্তা", "ভরসা" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। "আদর-অভ্যর্থনা"র অর্থে চট্টগ্রামী "লুইত্ করা" বা "লুইত্-সুইত্" ইত্যাদি শব্দ এখন কদাচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শিক্ষিত লোক এই নিজস্ব শব্দ ত্যাগ করিয়া "আদর-অভ্যর্থনা" শব্দাদি ব্যবহার করিতেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক শব্দ প্রায় অচল (obsolete) হইয়া পড়িয়াছে, যেমন "পেঁচেলাঁই" (পেঁচাল + আমি = পেঁচালামি = পেঁচেলাঁই অর্থাৎ কথায় পেঁচাল লাগান), ইহার অর্থ "কুতর্ক", "বাজে কথা", "দুষ্টামি"। "খাদ্যায়া" বা "খাঅইদ্যা" (খাদ + উয়া = খাদ বড় আছে এমন, অর্থাৎ বড় খাদক, যেমন—"খাদ্যায়া গোঁরা বা "খাদ্যায়া কোআল্"); "হুইন্দাল্" বা "হুইন্দাল্" ("সিঁদেল" কথার অপভ্রংশ); ইহার অর্থ "দুষ্ট লোক" "বদমায়েস", "চোর" ইত্যাদি। এইরূপ শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই শব্দগুলির কথা বাদ দিয়াও অনেক ভাব এবং ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিতেও কলিকাতার চাপ দেখিতে পাওয়া যায়। আপাততঃ তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা বড়ই কম।

১০। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কেবল কথা শুনিয়া চট্টগ্রামবাসীর জাত বা শ্রেণী নির্ণয় করা অসম্ভব না হইলেও একপ্রকার দুঃসাধ্য। কিন্তু তাহাদের কথা শুনিয়া, জেলার কোন্ অংশে কে বাস করে, সে বিষয় নির্ণয় করা অনেকটা সহজসাধ্য। স্থানভেদে চট্টগ্রামী বুলির মধ্যেও উচ্চারণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, অবশ্য এই বৈষম্য যে খুব বেশী তেমন নহে। জেলার লোক ব্যতীত অপর ব্যক্তির কাণে এই উচ্চারণ-বৈষম্য মোটেই ঠেকিবে না বলিলেও চলিতে পারে। এই উচ্চারণ-বৈষম্য যে খুব বেশীসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত, তেমনও নহে; তবে চট্টগ্রামের নানা অঞ্চলে কোন কোন শব্দ ও ক্রিয়াপদের উচ্চারণে, বেশ একটু অনুভব্য পার্থক্য দেখা যায়।

চট্টগ্রামী বুলির উচ্চারণ বৈষম্য।

সীতাকুণ্ড পাহাড়মালা উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীরস্থ ভূভাগকে পূর্ব্ব-পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই পাহাড়শ্রেণীই চট্টগ্রামী বুলির সাধারণ থাক। এই থাক চট্টগ্রামী বুলিকে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সীতাকুণ্ড পাহাড়মালার পশ্চিম দিকস্থ ভূভাগ **"নাদামপুর"** (লেখ্যরূপ **"নেজামপুর"**) অঞ্চল নামে খ্যাত। এই অঞ্চলের চট্টগ্রামী বুলি চট্টগ্রামের অপর সমুদয় স্থানের বুলি হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক। ইহা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামী বুলির ঠিক মাঝামাঝি স্বতন্ত্র ভাব-সম্পন্ন একটি বুলি। এই বুলির সহিত চট্টগ্রামী বুলির সামঞ্জস্য যত কম, নোয়াখালী বুলির সামঞ্জস্য তত বেশী।

সীতাকুণ্ড পাহাড়ের পূর্ব্ব হইতে মাতামুহুরী নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগের প্রচলিত বুলিকেই **চট্টগ্রামের সাধু বুলি** নামে অভিহিত করা চলে। এই **চট্টগ্রামী সাধু বুলি** মাতামুহুরী নদী পার হইয়া কক্সবাজার সাব-ডিভিশনে প্রবেশ করিয়াছে। কক্সবাজার সাব-ডিভিশনে প্রবেশ করিয়াই ইহার সাধুতা অর্থাৎ বিশুদ্ধতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ, আরাকানের বা **রোসাঙ্গের** (প্রাচীন **"রোখাম", "রোখাইং"** বা কথ্য **"রোয়াং"**) প্রভাব। এই রোসাঙ্গের প্রভাব টেকনাফ অঞ্চলে খুব বেশী এবং চকরিয়া অঞ্চলে খুব কম।

কক্সবাজার সাব-ডিভিশনের নানাস্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে, এবং পটিয়া, সাতকানিয়া ও বাঁশখালীর কোন কোন স্থানে একশ্রেণীর মুসলমান বাস করে, ইহারা **"রোয়াইঙ্গা মানুষ"** নামে পরিচিত। এই **"রোয়াইঙ্গাদের"** বুলি চট্টগ্রামী সাধু বুলি হইতে কোন কোন বিষয়ে বেশ পৃথক। এমন কি, যে পাড়ায় একদল **"রোয়াইঙ্গা"** এবং অপরগুলি চট্টগ্রামী, তথায় বেশ সুন্দর-রূপে **"রোয়াইঙ্গাদের"** উচ্চারণ ভঙ্গী ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ এই স্থানে দুইটি কথার নমুনা প্রদত্ত হইল। চট্টগ্রামের সাধু বুলিভাষীরা যেখানে বলিবে,—**"ওবা, ভাত্ ন খাইবা না?"** অর্থাৎ "ওগো ভাত খাইবে না কি" সেখানে বিশিষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গীসহকারে **"রোয়াইঙ্গারা"** বলিবে,—**"অবা, ভাত্ ন খাইব নে?"** আর চট্টগ্রামের সাধু বুলি ভাষীরা

যেখানে বলিবে,—"কণ্ডে যাইবা ?" অর্থাৎ "কোথায় যাইবে ?" সেইখানে "রোয়াইঙ্গারা" বলিবে,—"কন্দে যাইব ?" কথিত আছে, এই "রোয়াইঙ্গারা" নাকি পূর্ব্বে মঘ্ ছিল, এবং আকীয়াবই তাহাদের বাসস্থান ছিল; তাহারা কালক্রমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নিজ বাসস্থানে বাস করিতেছিল। সুলতান শাহ্ শুজার হত্যার পর, আকীয়াবের মুসলিম-বিদ্বেষী মঘ্‌দের অত্যাচারে, তাহারা আকীয়াব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নাই, কেননা, এখনও "রোয়াইঙ্গাদের" আচার-পদ্ধতি এবং জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিলে মনে হয়, ইহারা এককালে মঘ্ ছিল। চট্টগ্রামের সর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তবর্ত্তী "মংডু"ই "রোয়াইঙ্গাদের" সর্ব্বপ্রধান উপনিবেশ।

চট্টগ্রামের সাধু বুলি সীতাকুণ্ড পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে কতদূর পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সীতাকুণ্ড হইতে পাহাড়তলী পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া সীতাকুণ্ড পর্ব্বতমালার যে শেষঅংশটুকু বিদ্যমান তাহা দুর্লঙ্ঘ্য নহে। পর্ব্বতের এই অংশ ডিঙ্গাইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের মধ্যে আজকাল যেমন হয়, পূর্ব্বেও তেমনই বিবাহ সম্বন্ধ, ব্যবসা, বাণিজ্য ও ভাবের আদান-প্রদান হইত। ইহারই ফলে পাহাড়তলী হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত কুমীরা পর্য্যন্ত, চট্টগ্রামের সাধু বুলি, আপন অধিকার সীমা বাড়াইয়া লইয়াছে। তবে কুমীরার আশে-পাশে গিয়া চট্টগ্রামের সাধু বুলি যে বেশ একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সীতাকুণ্ড হইতে ফেণী নদীর তীর পর্য্যন্ত নোয়াখালী বুলির প্রভাব অত্যধিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় নানা প্রভাব।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালা সাধু বাঙ্গালা ভাষার এক বিচিত্র সৃষ্টি। যেদিক হইতেই বিচার করিতে বসি, এই বৈচিত্র্য সেইদিক হইতে আরও বৈচিত্র্যময় হইয়া ফুটিয়া উঠে। বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্য—এই বৈচিত্র্য যেন ফুরাইতে চাহে না। এই স্থলে ইহার মধ্যস্থ নানা ভাষার প্রভাব-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যে সকল ভাষার প্রভাব চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় আছে বলিয়া অনুমান করিতে পারি, তাহাদের সকলগুলিতে সম্যক্ অধিকার না থাকায়, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবু, ভবিষ্যতের পথ-নির্দ্দেশক হিসাবে নিম্নে আমরা কয়েকটি ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চট্টগ্রামী বুলিতে নানা প্রভাবের পূর্ব্বাভাস।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালাকে একভাবে মিশ্রিত বুলিও বলা যাইতে পারে। ইহা যেন নানা ভাষার প্রভাবের যৌগিক সংমিশ্রণ হইতে সমুদ্ভূত। বলাবাহুল্য, "চট্টগ্রামের ভাষার উপর বহু উপদ্রব হইয়াছে, বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, বহু ভাষার সংঘর্ষে আসিয়া ইহার বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে।" ইহাকে বর্ত্তমানে যেভাবে আমরা দেখিতেছি, তাহা তিলোত্তমারই মোহিনী রূপ মাত্র। বহু ধর্ম্মাবলম্বী বহু জাতি বহু ভাব ও ভাষা সম্পদের পশরা লইয়া, তাহা হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ পূর্ব্বক চট্টল-বুলিকে মনোরমা তিলোত্তমায় পরিণত করিয়া তোলার পর, ইহা আজ এই বিচিত্র রূপ ও রস লইয়া চট্টলার প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ লোকের প্রাণকে তৃপ্ত এবং মনকে রসায়িত করিয়া তুলিতেছে। এতগুলি "বৈচিত্র্য ও ভাব-সম্মিলনের মধ্যে একটা ভাষা ও একটা চিত্ত-চমৎকারী গ্রাম্য সাহিত্য কি প্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। ভাষাটি বাঙ্গালা হইলেও, ইহার উপর পালি, আরবী, ফারসী, মঘী, সকল ভাষা কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।" এই প্রভাবগুলিকে নিতান্তই নগণ্য বলিয়া উল্লেখ করা যায় না।

এই সমুদয় প্রভাব-প্রবেশের পথ।

সে যাহা হউক, চট্টগ্রাম নানা বর্ণভুক্ত, বহু ভাষাভাষী, এবং বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী মানবজাতির মিলনের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া, এ জেলার ভাষায় এত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের এই সীমান্ত জেলাটি, প্রাচীনকাল হইতেই নানা মানব-জাতির আশ্রয়-স্থল রূপে পরিণত হইয়াছে: মগধ ও গৌড়-রাজ্য-তাড়িত বৌদ্ধগণ এ জেলায় আশ্রয় লইয়াছেন; রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পলাতক এবং পাঠান ও মোঘল শাসনকালে রাজকার্য্য ব্যপদেশে আনীত ভদ্র হিন্দুগণ এ জেলায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন, ব্যবসা, বাণিজ্য ও রাজ-শাসন-সূত্রে আরবী, ফারসী, তুর্কী, পাঠান, মোঘল, পর্ত্তুগীজ, ও ইংরেজ এ জেলায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং "রোখাম্" বা আরাকান রাজ্যের মঘগণ শাসক ও জলদস্যু হিসাবে এ জেলায় বাস করিয়াছে। এত প্রকারের লোকের মিলনক্ষেত্র বলিয়া, এ জেলার লোকের শোণিতেও নানা জাতীয় মানুষের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এ জেলার মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে, তাঁহাদের উদার দাম্পত্য-নীতির সূত্র ধরিয়া, আরবী, তুর্কী, পাঠান, মোগল, হিন্দু, বৌদ্ধ, মঘ ও বর্ম্মা

শোণিতের প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে মঘ ও জেলার পার্ব্বত্য জাতির অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের রক্ত যে বিস্তর মিশিয়াছে, তাহা জেলার পার্ব্বত্য জাতি এবং স্থানীয় বৌদ্ধ-হিন্দুদের চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে স্থানে এত জাত ও এত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিল, সে স্থানে ভাষা-সংমিশ্রণের কথা বলাই বাহুল্য।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে চট্টগ্রামে নানা জাতীয় আদিম অধিবাসী বাস করিত। এ জেলায় আর্য্য ও মুসলমান জাতির আগমনে, ইহারা এখন জেলার সমতল স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **দ্রাবিড়, চাক্‌মা, জুমিয়া, খুমী** বা **কুঁই, মঘ, আরকানী,** প্রভৃতি কয়েকটি চট্টলবাসী আদিম জাতির নাম করা যায়। পরবর্ত্তী যুগে, ইহাদের সহিত নবাগত নানা জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ফলে, চট্টগ্রামের আধুনিক কথা বুলিতে (dialect) এখনও ইহাদের ভাষার নানা শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। নিম্নে এহেন কতিপয় শব্দ নির্দ্দেশ করা হইল :—

চট্টগ্রামী বুলিতে আদিম অধিবাসীর প্রভাব।

কতিপয় অনার্য্য শব্দ

চট্টগ্রামে প্রচলিত শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীর শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীদের জাতীয় নাম।
ঢোঙ্কা (ভরি খাওন্)—আকণ্ঠ (পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করা)।	ঢোঙ্কা=ফাঁপা দেহ। (এই অর্থ হইতেই শব্দটি চট্টগ্রামী বাঙ্গলায় দেহের মধ্যস্থিত শূন্যস্থল অর্থাৎ "আকণ্ঠ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।	দ্রাবিড়।
নাশী=জল-নির্গমন পথ।	নিকাশি=বহির্গমন ; নির্গমন। "নিকাশি" শব্দের সঙ্কোচনে "নাশী"	দ্রাবিড়।
পোয়া=ছেলে, বালক ; [পোয়া ←পোলা ←পিল্লা]	পিল্লা=বালক, ছেলে।	দ্রাবিড়।
কুঁই=দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্দম, নির্দ্দয়, একগুঁয়ে। [উল্টা কুঁই—যে একগুঁয়ে লোক উল্টা কাজ করে। তে এক্‌বেরে কুঁই=সে একেবারেই নির্দ্দয়]	খুমী—পার্ব্বত্য জাতবিশেষ। কুঁকী←কুঁই=দুর্দ্দম পার্ব্বত্য জাতি।	নানা শ্রেণীর মঘদের মধ্যে এক গোত্রভুক্ত জাত।

চট্টগ্রামে প্রচলিত শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীর শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীদের জাতীয় নাম।
গম্—ভাল ; সুন্দর ; উত্তম ইত্যাদি। [মূল শব্দের "ক"-এর স্থানে "গ"]	**কোং** / **কুম্** —ভাল ; উত্তম ; বেশ।	বর্ম্মা বা আরকানী।
ছাম্মান্—ছোট ছোট তক্তার সংযোগে নির্ম্মিত এক প্রকারের দ্রুতগামী নৌকা।	**সম্ভান্**=নৌকা।	বর্ম্মা।
ছা—শাবক ; বাচ্চা।	**সা**—বাচ্চা, শাবক।	আরকানী।
জোম্ বা **জুম্**—পার্ব্বত্য জাতির চাষ-আবাদ ; খুব ফলন্ত চাষ আবাদ।	**জুম্**—"টুংচা" নামক পার্ব্বত্য জাতির চাষ আবাদ।	টুংচা এবং কুমিয়া।
টং—পাহাড়ে বাস করিবার উপযোগী বংশ বা কাষ্ঠ-দণ্ডের উপর সংস্থাপিত শূন্যে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহবিশেষ।	**টোং**=পর্ব্বত, পাহাড়, টিলা। (মূল শব্দের অর্থ পরিবর্দ্ধিত হইয়া চট্টগ্রামী টং)	আরকানী।
কেয়াং=বৌদ্ধ ধর্ম্ম মন্দির।	**কেয়াং**—পুণ্যস্থান, পাঠস্থল।	মঘা শব্দ।
রোয়াং—আরকান দেশ।	**রখাইং**—আরাকানের আদিম অধিবাসীর নাম। দৈত্য-নিবাস, যক্ষপুরী।	আরকানী।
দেয়াং=কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। মঘ জাতি আরকান হইতে সমুদ্র-পথে চট্টগ্রামে আসিতে গিয়া এই স্থলেই বিশ্রাম করিত বলিয়া ইহার নাম "দেয়াং" হয়।	**দেঅং** = বিশ্রামস্থল। পরবর্ত্তী ডিঅঙ্গা (Dianga) রূপ দ্রষ্টব্য। (ইহা "দেবগ্রাম" শব্দের অপভ্রংশ নহে)	মঘা শব্দ।
রোয়াজা (হাট)=রাঙ্গুনিয়া থানার ইছামতী খালের তীরে অবস্থিত একটী হাটের নাম।	**রোয়াজা**—আরকানবাসী মঘ জাতির গ্রাম্য মোড়লের উপাধি বিশেষ। "রোয়াজা"র দ্বারা স্থাপিত হাটের নাম "রোয়াজার হাট"।	মঘা শব্দ।

চট্টগ্রামে প্রচলিত শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীর শব্দ ও তাহার অর্থ।	আদিম অধিবাসীদের জাতীয় নাম।
রোয়াজা (পুকুর) = ফটীকছড়ি থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপুর গ্রামের একটি প্রাচীন পুকুর।	রোয়াজা—আরাকানবাসী মঘ জাতির গ্রাম্য মোড়লের উপাধি বিশেষ।	মঘা শব্দ।
মংডু—নাফ্ নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থানের নাম।	মংডু (অর্থ অজ্ঞাত)	মঘা শব্দ।
চাং = শিম বা লাউ লতা আশ্রয় করিবার উপযোগী মাচান বিশেষ।	চাং (অর্থ অজ্ঞাত)	মঘা শব্দ।
জুঁইর্ বা জঁইর্ = "কুরুকপাতা" নামক পার্ব্বত্য পত্র এবং বাঁশের বেত্রে নির্ম্মিত আজানুলম্বিত বৃষ্টিরোধী গাত্রাবরণ।	(আদি শব্দ অজ্ঞাত)	অনার্য্য শব্দ।
ম্যাঁও—বিড়াল; মেকুর।	মীঅং = বিড়াল; মার্জ্জার।	খুমী।
লাং = উপপতি	নেঙ্ = স্ত্রী, বিবাহ। (প্রাচীন শব্দ "নেঙ্"-এর অর্থ বিকৃতিতে চট্টগ্রামী "লাং")	খুমী।
পাং = নৌকার ছৈ।	ফং = নৌকা। (মূল শব্দের অর্থসঙ্কোচে চট্টগ্রামী "পং")	খুমী এবং আরকানী।
ডাং = ছেলেদের খেলার কাষ্ঠ-দণ্ড।	ডং = কাষ্ঠ-দণ্ড।	বর্ম্মা।
থামী = চট্টগ্রামী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র।	থামী = মঘ রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ।	মঘা শব্দ।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় এ জেলার আদিম অধিবাসীদের প্রভাবের পরে, বৌদ্ধ-প্রভাবের কথাই উল্লেখ করিতে হয়। এ জেলার বড়ুয়া (উচ্চারণ বরুয়া) আখ্যাধারী (১) বৌদ্ধগণই প্রাচীন আর্য্য-বংশধর।

বৌদ্ধ-প্রভাব—পালি শব্দ।

বড়ুয়া বা বৌদ্ধদের পূর্ব্বে এ জেলায় কোন আর্য্য-সন্তান পদার্পণ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী হইতে এ জেলায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ আগমন করিতে থাকে বলিয়া জানা যায়। এই সময়ের পর, এ জেলায় নানাভাবে নানা দিক হইতে বৌদ্ধ-প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং, কালক্রমে বৌদ্ধ-প্রভাব চট্টগ্রামের মজ্জাগত হইয়া যায়। এখনও চট্টগ্রামে যত বৌদ্ধ বাস করে, বাঙ্গালার কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ অর্থাৎ আধুনিক বড়ুয়াদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৌদ্ধ-সংস্কৃতির (Buddhist Culture) বাহন পালি ভাষাকে সঙ্গে লইয়াই চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—সন্দেহ নাই। তাই দেখিতে পাই,—এখনও চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় অনেক পালি শব্দ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। নিম্নে বৌদ্ধ-প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী পালি শব্দ উদ্ধৃত করিলাম:—

কতিপয় পালি শব্দ।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল পালি শব্দ ও তাহার অর্থ।
উজু = সোজা, সরল। [যেমন—উজু পথ = সোজা পথ; উজু কথা = সোজা কথা]	উজু = [সং, ঋজু > উজু] সোজা।
উদ্ = মাছখাদক বিড়াল, উদ্বিড়াল।	উদ্ = উদ্বিড়াল।
উজ্ঝাতি = বাদপ্রতিবাদ; তর্কবিতর্ক। [যেমন—পুড়া, উজ্ঝাতি ন করিচ = বেটা, তর্কবিতর্ক করিস্ না।]	উজ্ঝাতি = তর্কবিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ।

(১) "বড়ুয়া" চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের ধর্ম্মজ্ঞাপক উপাধি হইলেও, ইহা অনেক হিন্দুরাও ব্যবহার করিয়া থাকে। "বড়ুয়া" উপাধিধারী অনেক হিন্দুদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উভয় শ্রেণীর লোকই পাওয়া যায়। সুতরাং, চট্টগ্রামে "বড়ুয়া" শব্দের অর্থ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী লোক হইয়া পড়ায়, বড়ুয়া" শব্দের অর্থসঙ্কোচ ঘটিয়াছে। "বড়ুয়ার প্রকৃত অর্থ "শ্রেষ্ঠ" বা "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি", যেমন:—

একে কুলনারী কুলে আছে বৈরী,

তাহে "বড়ুয়া"র বধূ। (চণ্ডীদাস)

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল পালি শব্দ ও তাহার অর্থ।
দুতায় — দ্বিতীয়। [যেমন—দুতীয় বিআ— দ্বিতীয় বিবাহ। দুতীয়ার চান্—দ্বিতীয়ার চাঁদ]	**দুতীয়** — দ্বিতীয়।
তিতীয় — তৃতীয়। [মূল শব্দের "দ"-এর স্থানে "ত"]	**তিদীয়** — তৃতীয়।
চউত্থ — চতুর্থ।	**চউত্থ** — চতুর্থ।
মাংগুয়া — তেজোহীন, দৈন্য। [যেমন— (১) ইতে একুবেরে মাংগুয়া—এই লোকটি একেবারেই দৈন্য। (২) মাংগুয়া গাউর কন কামর ন— তেজোহীন লোক কোন কাজের নয়।]	**মঙ্কু** — তেজোহীন; নির্বীর্য্য। [পালি "মঙ্কু" শব্দের সহিত "উয়া" প্রত্যয় যোগে চট্টগ্রামী "মাংগুয়া" শব্দ গঠিত।]
মাইজ্ঝা — মধ্যম, মেজো।	**মজ্ঝিম** — মধ্যম।

এইস্থলে **রাঅলী, রাবালী** বা **রাউলী** শব্দটির প্রতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহার অর্থ "বৌদ্ধ ভিক্ষু"। ইহা যে বৌদ্ধ শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কোন পালি রূপ আছে কি? হিন্দী **রাওল্** [যেমন, **রাওল্ ঠাকুর**—প্রধান ঠাকুর] অর্থ, "রাজা", এবং সংস্কৃত **রাভুল** [> **রাউল্** > **রাউলী** ?] অর্থ, "পবিত্র", প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়।

চট্টগ্রামের মুসলমানেরা "মোরগ"কে **রাঅল্ কুরা** বা **রাভা কুরা** বলে। এই **রাঅল্** শব্দের সহিত কি হিন্দী **রাওল্** বা সংস্কৃত **রাভুল্** শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই? পুং কুক্কুটগুলি কুক্কুট জাতির মধ্যে দেখিতে "প্রধান" ও বলিষ্ঠ" বলিয়া **রাওল্** বা **রাউল্** হইতে পারে।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় অনুসন্ধান করিলে এহেন অনেক পালি শব্দ পাওয়া যাইবে। ইহারা কথ্য বুলির সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ইহাদিগকে এখন আর পালি শব্দ বলিয়া মনে হয় না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, শব্দগুলির পালি রূপ ও চট্টগ্রামী রূপ অদ্যাপি প্রায় একরূপ।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় যতগুলি ভাষার প্রভাব রহিয়াছে, তন্মধ্যে আরবী, ফারসী ও হিন্দীর (তথাকথিত উর্দ্দুর) প্রভাবই আশাতিরিক্ত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামের অন্যতম সাহিত্যিক কাট্টলী গ্রাম-

চট্টগ্রামী বুলিতে মুসলমানী প্রভাব।

নিবাসী জনাব **মৌলবী তমীজুর্ রহ্‌মান্** সাহেব, অধুনালুপ্ত **"আল্-এস্‌লাম্"** মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে, চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবহৃত অনেক আরবী ও ফারসী শব্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তিনি স্বপ্রয়াসে প্রায় চারি হাজার আরবী ও ফারসী শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় হিন্দী ভাষার প্রভাব খুব বেশী দিনের নয়। মোঘল আমলের শেষ যুগে এই প্রভাব চট্টগ্রামে পশ্চিমা রাজকর্মচারীর সূত্র ধরিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং একভাবে হিন্দী প্রভাবকেও মুসলমানী প্রভাব বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। চট্টগ্রামী বুলিতে মুসলমানী প্রভাব আশাতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হইলে, এ জেলার বুলিতে মুসলমানী প্রভাবের প্রকৃত কারণ জানিতে কোন কষ্ট হইবে না। এই স্থলে, এই সমুদয় বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অতি সংক্ষেপে নিম্নে আমরা তাহার আভাস মাত্র প্রদান করিলাম।

আরবী প্রভাব।

চট্টগ্রামী বুলিতে মুসলমানী প্রভাবের মধ্যে আরবী ও ফারসী প্রভাবই প্রধান, আবার আরবী ও ফারসী প্রভাবের মধ্যে আরবী প্রভাবই সবচেয়ে প্রাচীন এবং জেলার বুলির সহিত নানারূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফারসী প্রভাব মুসলমান শাসনকাল হইতেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে, ফারসী ভাষাভাষী কোন লোকের সহিত চট্টগ্রামের কোনরূপ সন্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল কিনা, সে বিষয় এখনও জানিতে পারি নাই। যে জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৩ জন মুসলমান, সে জেলায় মুসলমানদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, শাসন ও সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দের বহুল প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক। এই সমস্তের মধ্যদিয়াও যে কম আরবী ও ফারসী শব্দ চট্টগ্রামে আমদানী হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে চট্টগ্রামে অন্যপথেও আরবী ভাষার প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী হইতে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত আরবদের বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। এই বাণিজ্য ভারতের উপকূল দিয়াই চলিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দর আরবদের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন আরব-পর্য্যটকদিগের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে একমাত্র চট্টগ্রামই আরবদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক আরবী বণিক, চট্টগ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বঙ্গ-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, প্রাচীন আরবেরা যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় স্থানীয় রমণীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চট্টগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল কি? চট্টগ্রামের অনেক মুসলমান এখনও এই আরবদের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

ঘটনাক্রমে, চট্টগ্রাম সদরের নিকটবর্ত্তী **"সুলুক্ বহর্"** নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম চট্টগ্রামের সহিত আরবদের প্রাচীন সন্বন্ধের সূচনা করিতেছে। এই **"সুলুক্ বহর্"** আরবী **"সুলুকু'-ল্-বহর্"** বা **"সমুদ্র পথ"** হইতেই যে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত **"সমুদ্র-পথে"** আরবের যে সন্বন্ধ ছিল, সে সন্বন্ধের ফলে, ভারতের পূর্ব্বদিকের শেষ বিশ্রাম স্থল চট্টগ্রাম,

"সুলুক্ বহর্" নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। কথিত আছে, এই **"সুলুক্ বহরে"** আরবদের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। ইহা আরবীয় বণিকদের একটি পোতাশ্রয় ছিল বলিয়াও জানা যায়। এখনও এই গ্রামে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন-কালে প্রাচীন জাহাজের সামগ্রী পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে চট্টগ্রামের সহিত আরবদের সম্বন্ধ যে অক্ষুন্ন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এ জেলার মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে এমন কি কোন কোন খেলায়-ধূলায় পর্য্যন্ত আরবীয় মুসলমানদের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, চট্টগ্রামের মুসলমান রমণীদের কাপড় পরিধান করিবার রীতি, এবং পুরুষদের **"পর্ খেলার"** কথা উল্লেখ করিতে পারি। চট্টগ্রামের মুসলমান রমণীরা কটিদেশ হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকিয়া একটি কাপড়, এবং কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া আর একটি পৃথক কাপড় পরিধান করিয়া থাকেন। ইহারা সাধারণতঃ অঙ্গরাখা দিয়া গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া থাকেন, তৎপর অঙ্গরাখার উপর মস্তক হইতে কোমর পর্য্যন্ত আর একটি কাপড় জড়াইয়া দেন। গরমের দিনে অঙ্গরাখা ব্যবহার না করিলেও, উপরের কাপড়টি কখনও পরিত্যক্ত হয় না। এইরূপ অঙ্গরাখার উপরে একটি অতিরিক্ত কাপড় পরিবার প্রথা আরবী মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। **"পর্ খেলা"** নামক খেলাটি চট্টগ্রামেরই বৈশিষ্ট্য। ইহা বাঙ্গালার অপরাপর অঞ্চলে প্রচলিত আছে কি? এই খেলায় মাটিতে লম্বা লম্বা রেখা কাটিয়া কামরা কাম্রা করা হয়, এবং প্রত্যেক দুই পার্শ্ববর্ত্তী দুই কামরা এক একজন **"ছাব্"** রক্ষা করে। দুই কাম্রার মধ্য যে লম্বালম্বি রেখা থাকে, তাহাতে প্রতিপক্ষের একটি লোক ছুটাছুটি করিয়া দুই কাম্রার লোককে পৃথক রাখিবার চেষ্টা পায়। যে লোকটি ছুটাছুটি করে, তাহাকে **"মঅইল্ল্যা"** বলে। এই খেলার সাধারণ নিয়ম হইল,—একদল লোক প্রতিপক্ষের সতর্কতাকে এড়াইয়া তাহাদের সুসজ্জিত ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ভাবে একদল লোক অপরদলের সতর্কতাকে এড়াইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে বলিয়া, এই খেলার নাম **"পর্ খেলা"**। ইহা আরবী **"ফর্রা"** বা "পলায়ন করা" হইতে গৃহীত হইয়াছে। পলায়নপর সঙ্গীয় লোকজনকে **"ছাব্"** বা আরবী **"সাহেব"** "অনুচর", "সহচর" নামে অভিহিত করা হয়। **"মঅইল্ল্যা"** শব্দটি **"মোহাল্লা"** বা আরবী "স্থান" শব্দ হইতে গৃহীত। **"মঅইল্ল্যা"** স্থান রক্ষা করে বলিয়া **"মোহাল্লা"** বা স্থানরক্ষাকারী বলিয়া বলা হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানদের অতিথি পরায়ণতা চির প্রসিদ্ধ। তাহাদের সংশ্রবে চট্টগ্রামের হিন্দুদের মধ্যেও অতিথি পরায়ণতা কম নয়। ইহা আরবী মুসলমানদের নিকট হইতে চট্টগ্রামী মুসলমানগণ পৈতৃকসূত্রে লাভ করিয়া থাকিবে।

এই সমুদয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে পারি,—মুসলমানদের সাহিত্য, শাসন, ধর্ম্ম ও সভ্যতা-সম্পর্কে যত আরবী শব্দ জেলার বুলিতে প্রবেশ করে নাই, জেলায় মুস্লিম্ শাসন-সংস্থাপনের পূর্ব্ব হইতে আরব-বসতির ফলে, ততোধিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল।

ফার্সীর বেলায়ও এ কথা আংশিক পরিমাণে সত্য। বাঙ্গালায় তুর্কী ও মোঘল শাসনকালে, অনেক তুর্কী, পাঠান ও মোঘল চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চট্টগ্রামের ভদ্র মুসলমান পরিবারের প্রাচীন "শজর্‌" ও "কুর্সীনামা" (হিন্দুর কুলজী জাতীয় বংশ-বিবরণী) হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। "পাঠানটুলী", "পাঠানদণ্ডী", "মোঘলটুলী", "মোঘলের খিল্" প্রভৃতি গ্রাম আজও পাঠান এবং মোঘল-স্মৃতি বহন করিতেছে, এবং

যাবনী প্রভাব।

"চাক্তাই খাল্" ও স্থান এবং "রুমীঘাট" প্রভৃতি নাম তুর্কী নামেরই পরিচয় দিতেছে। তুর্কী, পাঠান ও মোঘল উপনিবেশের ফলে অনেক ফারসী শব্দ চট্টগ্রামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মুসলমানদের ধর্ম্ম, শাসন ও সভ্যতা-সম্পর্কিত শব্দগুলিকে বাদ দিয়াও এমন বিস্তর আরবী ও ফারসী শব্দ চট্টগ্রামী বুলিতে রহিয়াছে, যাহাকে **"ঘরোয়া শব্দ"** নামে অভিহিত করা সমীচীন। চট্টগ্রামের এই আরবী ও ফারসী **"ঘরোয়া শব্দ"**গুলি বাঙ্গালার আর কোথাও প্রচলিত আছে কিনা জানি না; তবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে প্রচলিত নাই, সে কথা বলিতে পারি। ইহা হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, চট্টগ্রামে আরব, তুর্কী, পাঠান ও মোঘলদের স্থায়ী বসতিস্থাপনের যে প্রবাদ জেলার নানা স্থানে প্রচলিত আছে, তাহা সত্য; কেননা তাঁহাদের মারফতে চট্টগ্রাম জেলায় এই **"ঘরোয়া শব্দ"**গুলির প্রচলন হইয়া থাকিবে। এইস্থানে এরূপ কতিপয় আরবী ও ফারসী **"ঘরোয়া শব্দের"** উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

কতিপয় আরবী "ঘরোয়া শব্দ"

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ।
অলুয়া = গতর খাটিয়া প্রাপ্য পারিশ্রমিক।	অলূফহ্ (عَلُوفَة) = দৈনিক বেতন।
আ'বাল্ = বিপদ, অবস্থা বিপর্য্যয়।	অহ্ওয়াল (اَحْوَال) = অবস্থা।
আচিল বা এয়াচিন্ } = বৃহৎ সদ্বংশজাত কুক্কুটের বিশেষণ; অর্থ "বৃহৎ" [যেমন —"আচিল্ কুরা"]	আচীল্ (اَصِيل) = সদ্বংশজাত।
ঔঝাপ্ = যে বস্তুর জন্ম বা আমদানীতে পরিষ্কৃত গৃহ বা স্থান অপরিষ্কৃত বা আবরিত হয়, তাহাকে "আউঝাপ্" বা "ঔঝাপ" বলে; আবর্জ্জনা; জঞ্জাল।	আহ্জাব্ (اَحْجَاب) = আবরণ মালা; পর্দ্দাগুলি।
কছুরী = দোষ, ত্রুটী, অপরাধ।	কসূরী (قُصُوری) = দোষ।
কদ্ধা = বাটি, পাত্র।	কদহ্ (قَدَح) = বাটি, পাত্র।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ।
কাআৎ – দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন।	কহ্‌ৎ (قحط)–দুর্ভিক্ষ।
কাপ্‌ বা কাব্‌ – সম্মিলিতভাবে আহারের উপযোগী বড় তামার বাসন।	কা'ব্‌ (قعب)–বড় থালা।
কাবিল–দক্ষ, চতুর, উপযুক্ত।	কাবেল (قابل)–উপযুক্ত।
কুর্বইত্যা–আশ্রিত, প্রত্যাশী। [পরর্‌ কুর্বইত্যা হঅন্‌ – অপরের আশ্রিত হওয়া]	কোর্‌বৎ (قربت)–নৈকট্য, সান্নিধ্য [এই "সান্নিধ্য" বা "নৈকট্য" অর্থ হইতেই বাঙ্গালা "ইয়া" প্রত্যয়যোগে বিশেষণ করিয়া চট্টগ্রামে "আশ্রিত" বা "প্রত্যাশী" অর্থে ব্যবহৃত হয়]
কোর্‌–ধার, কিনারা, নিকট।	কোর্‌ (قور)–ধার, কিনারা।
খইল্দা–ক্ষুদ্র থলিয়া বিশেষ।	খলীতহ্‌ (خايطة)–ক্ষুদ্র থলিয়া।
খুবিয়া / খুফিয়া –যাহা সাধারণের জন্য নয় এমন [যেমন, খুবিয়া পথ = রাস্তা] অপ্রকাশ্য।	খফীয়হ্‌ (خفية)–গুপ্ত, অপ্রকাশ্য।
গাঁরা–গর্ত্ত [বাংলা "গর্ত্ত" হইতে চট্টগ্রামে "গাঁৎ"]	গার্‌ (غار)–গর্ত্ত।
গর্বা–অপরিচিত বা পরিচিত অতিথি।	গোরবা (غرباء)=অপরিচিত ব্যক্তিগণ।
গোস্বা=রাগ, ক্রোধ।	গোস্‌সা (غصة)=ক্রোধ, রাগ।
ছৈল্‌, ছইল্‌ (করা)–ভিক্ষা (করা)	সওয়াল্‌ (سؤال)=যাচ্ঞা, ভিক্ষা, প্রশ্ন।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ।
তর্কা—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি বা ঐ সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু।	**তর্‌কহ্‌** (تركة)—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু।
তন্দুল্‌—রুটি সেঁকিবার চুল্লি।	**তন্নুর্‌** (تنور)—চুল্লি; উনুন; আকা।
তাআনা (দেওয়া)=টিট্‌কারীমূলক তুলনা (দেওয়া) [যেমন,—**তে আঁরে হিভার্‌ তাআনা কিল্লাই দিল্‌?**=সে আমাকে কি জন্য অমুকের শ্লেষাত্মক তুলনা দিল?	**তা'নহ্‌** (طعنة)=টিট্‌কারী
দমদমা=নীচে ফাঁকা রাখিয়া উপরে মাটি চাপা দিলে তাহাকে "দমদমা" বলে। এই শব্দ হইতেই **ডুম্‌ডুইম্ম্যা**—ফুলিয়া ফাঁপা হওয়া।	**দম্‌মহ্‌** (دمدمة)=ঢিবি; উচ্চস্থান (raised battery)
বাইন্দুয়ার্‌—বাসগৃহের পশ্চাৎস্থিত পাক ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্র গৃহ; রান্নাঘর।	**বয়ন-দ্‌-দার্‌** (بين الدار)=দুই গৃহের মধ্যবর্ত্তী (গৃহ)।
মনোছ বা **মনুছ**—দুর্ভাগা; ঘৃণ্য, নোংড়া	**মন্‌হুস্‌** (منحوس)=ঘৃণ্য; দুর্ভাগা।
মা'লৎ বা **মাআল্লা**—পাড়ার সমাজ	**মোহাল্লা** (محلة)=পাড়া।
মোহামইন্ন্যা—গৃহদ্বারকে ভিতরের দিক হইতে আটকাইয়া দিয়া বহিঃপ্রবেশ হইতে রক্ষিত রাখিবার জন্য দ্বারের দুই বাহুতে মৃত্তিকায় প্রোথিত যে বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড থাকে তাহাকে "মোহামইন্ন্যা" বলে।	**মোহায়মেনহ্‌** (مهيمنة)=রক্ষাকারী; ত্রাতা।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ।
লব্ব—"আজ্ঞা" কথার অনুরূপ ডাকার পর প্রত্যুত্তর।	**লব্বয়ক** (لَبَّيْكَ) = ডাকার পর প্রত্যুত্তর জ্ঞাপক শব্দ।
হাছিল্—সাময়িক বাজারের বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজানা বাবৎ "তোলা" উঠান।	**হাসেলহ** (حَاصِلَةٌ) = প্রাপ্য।
হাতিনা—বাসগৃহের সম্মুখবর্ত্তী যে ভাগকে পুরুষেরা ব্যবহার করে, তাহার নাম, "হাতিনা"	**হাতীম্** (حَطِيمٌ) — গৃহের বারান্দা বা দাওয়া ["ম" স্থানে চট্টগ্রামে "ন" হইয়াছে]
হানক্—আহারের জন্য ব্যবহৃত বড় মৃন্ময় পাত্র ; শানকী।	**হানক্** (حَنَقٌ) = আহারের জন্য ব্যবহৃত বড় পাত্র।
হরীপ্—চালাক, ধূর্ত্তব্যক্তি।	**হরীফ্** (حَرِيفٌ) = চালাক, শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, ; অংশীদার।
হরান্ (হওয়া)—পরিশ্রান্ত ; ক্লান্ত।	**হয়রান্** (حَيْرَانٌ) = কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ; পরিশ্রান্ত।
(কালা) **হাপ্‌শী** = (ঘোর) কৃষ্ণবর্ণ।	**হাব্‌শী** (حَبْشِيٌّ) — কৃষ্ণবর্ণ আবিসিনিয়া দেশবাসী।

এই প্রসঙ্গে, আরবী ভাষার শব্দ চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ চট্টগ্রামের সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যবহৃত ও সর্ব্বথা বহুপ্রচলিত **"নাইজ্জল্"** ("নাইর্‌গল্" বা "নাইর্‌কল্" ও বলা হয়) শব্দটির উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় **"নার্‌কোল্"** শব্দ আরবীর মুখে **"নার্‌জীল্"** (نَارْجِيلٌ) রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং এই পরিবর্ত্তিত **"নার্‌জীল্"**-এর প্রভাবে চট্টগ্রামী বাঙ্গালার **"নাইর্‌গল্"** (বাং—নারিকেল **"নাইজ্জল্"** হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামী বাঙ্গালার **"কঁত্তে"** (=কখন), **"যেঁত্তে"** (=যখন),

"এঁক্তে" (= এখন) প্রভৃতি শব্দ আশ্চর্য্যরূপে আরবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে ; এমন কি চট্টগ্রামী আরবী মুসলমানদের ন্যায় এই শব্দগুলির চেহারা পর্য্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাই, "কোন্ + অক্ত" (وقت) শব্দদ্বয় **"কঁক্তে"**, "যেই + অক্তে" = **"যেঁক্তে"**, "সেই + অক্তে" = **"কেঁক্তে"**, "এই + অক্তে" = **"এঁক্তে"** হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন বাঙ্গালা এবং আরবী শব্দের সংমিশ্রণে অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়াছে, চট্টগ্রামের আরবী মুসলমানদের বর্ত্তমান বংশধরেরাও, নানা রক্তের সংমিশ্রণে, অধুনা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কতিপয় ফারসী "ঘরোয়া শব্দ।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল ফারসী শব্দ ও তাহার অর্থ।
আরা = গাছ কাটিবার করাত।	অর্‌রহ্ (اره) = করাত।
আরাকশী = করাতী।	অর্‌রহ্‌কশী (اره کشی) = করাতী।
ওয়ার্ (দেখান) = তুলনা (দেখা)।	ওয়ার্ (وار) = তুলনা, সাদৃশ্য।
কোপ্ বা কোব্ = অপ্রণালী।	কোব্ (کوب) = আঘাত।
কোয়াশ্ বা কোয়াইশ্ = অভ্যাস [যেমন হিয়ান্ করন্ কোয়াশ নাই = সে কাজ করার অভ্যাস নাই]	খাহিশ্ (خواهش) = ইচ্ছা, অভিলাষ। (অর্থ বিকৃতির নমুনা)
গুইল্‌দা = হৃদপিণ্ড।	গোর্‌দহ্ (گرده) = যেকোন গোলাকার বস্তু ; মূত্রাশয়।
গেয়া = সংশয় বা দ্বিধাপ্রকাশক শব্দ। কোন কথা বলিবার অপেক্ষায় অর্থহীন উচ্চারিত শব্দ।	গেয়াহ্ (گیاه) = তৃণ। গাহ (گاه) = সময়, স্থান।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল ফারসী শব্দ ও তাহার অর্থ।
ছ'দী, ছেঅদী বা **ছোঅদী** = পানে ব্যবহৃত চূর্ণ [শুভ্রতার সাদৃশ্যের জন্য গৃহীত]	**সুফয়দী** (سفیدی) – শুভ্রতা। (অর্থের পরিবর্ত্তনে)
জঁঅরা বা **জঁরী** – ঝগড়াটে (মেয়ে)। [যেমন,—**আঁই হিতির্ নান্ জঁঅরা মাইয়ালা আর্ ন দে'ই** – আমি তাহার ন্যায় ঝগড়াটে মেয়ে আর দেখি নাই]	**জহরা** (زهره) – ধৃষ্ট ; সাহসী ; প্রগল্ভ্।
ত'মান্ বা **তঅমান্** = এই নামীয় পরিধেয় বস্ত্র ; ইহা কোমরের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া পরা হয়।	**তহ্বন্দ্** (تہبند) = কোমরের চারিদিক জড়াইয়া পরিবার কাপড়।
তলক্ = কড়া, উগ্র। যেমন,—**থাঁউ এইন্ তলক্ নাই** – তামাক এগুলি কড়া নয়]	**তল্খ্** (تلخ) = কড়া।
পাঅইশ্ = জুতা ["পইশ্"ও বলা হয়]	**পা-পোশ** (پاپوش) = জুতা।
পর্ব্বা – চিন্তা, ভাবনা, ভরসা। ["**গর্ব্বা আইলে পর্ব্বা কি?** – অতিথি আসিলে **চিন্তা** কিসের ?	**পরওয়া** (پروا) – চিন্তা ; ভাবনা।
পুস্তী – দক্ষ, অত্যধিক আসক্ত। [**থাঁউ খাঅনর্ পুস্তী** – তামাক বা ধূমপানে অত্যধিক আসক্ত !]	**পূস্তী** (پوستی) = অহিফেনসেবী ; মত্ত ; আসক্ত।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল ফারসী শব্দ ও তাহার অর্থ।
ফইর্ = পালক। [ফইর্ = ভিক্ষুক ; ইহা আরবী (فقير) ফকীর।]	পোর্ (پسر) = পালক।
ফান্ = ফন্দি, কৌশল, প্রতারণা।	ফন্দ্ (فند) — প্রতারণা, কৌশল।
ফুইস্বান্ — কথার দ্বারা ভুলান ; ফুসলান।	ফুস্সূন্ (فسون) = ইন্দ্রজাল ; প্রতারণা।
ফোক্চাইন্দা — এমন লোক যে সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ বাবুগিরিতে খরচ করিয়া ফেলে ; অমিতব্যয়ী ; ফুলবাবু।	ফওক-চুনিদাহ্ (فـرق چنيده) = বাছালোক ; সেরা ব্যক্তি। (Fxtremely select)
ফোঁয়ারে — সঙ্গে, সাথে, একত্রে ! ["হোঁয়ারে" ও বলা হয়।]	হম্রাহ্ (همراه) · সঙ্গে।
বরক্ বা বরগ — কলাপাতা।	বর্গ্ (برگ) = পাতা, পত্র।
(কুরার্) বাঁক্ = (মোরগের) ডাক্)	বন্গ্ (بنگ) — আওয়াজ, শব্দ।
রান্ = উরুদেশ (thigh)।	রান্ (ران) = উরুদেশ।
রেত্ বা রেক্ (বালু) = মোটা (বালি)	রেগ্ (ریگ) = বালি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রভাব অনেকটা আধুনিক। মোগল শাসনকালে পশ্চিমা রাজ-কর্ম্মচারীর বহুল আগমনে, চট্টগ্রামে হিন্দী-প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। এই প্রভাব তুলনীয়ভাবে (comparatively) আধুনিক হইলেও, চট্টগ্রামে ইহার শক্তি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তাহার একমাত্র কারণ,—শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর হইতে, চট্টগ্রামকে ফিরিঙ্গী জলদস্যুর হাত হইতে রক্ষিত রাখিবার জন্য, মোগলগণ চট্টগ্রামের নানা স্থানে অসংখ্য পশ্চিমা রাজকর্ম্মচারী ও বিরাট বাহিনী স্থায়ীভাবে রাখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিন্দী প্রভাব।

ইঁহারা জেলার লোকের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিতেন, এবং ইঁহাদের অনেকেই চট্টগ্রামে বিবাহ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের কথাভাষা উর্দ্দু তথা হিন্দী ছিল বলিয়া জেলার লোক তাঁহাদের মারফতে অনেক হিন্দী শব্দ লাভ করিয়াছে। এই হিন্দী শব্দ ব্যতীত এ জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালার অনেক শব্দও হিন্দীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও কোন কোন শব্দে তাহার রেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় শব্দস্থ "স", "শ", "ষ" সাধারণতঃ "হ"-এতে পরিণত হয় (যেমন—সাত = **হাত**; সন্তান = **হন্তান্**; শ্বশুর = **হউর্**; ষাট = **হাইট্** ইত্যাদি); কিন্তু হিন্দী প্রভাবের ফলে, কোন কোন শব্দায় "স", "শ", "ষ" অক্ষর "চ" অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। যেমন "সুপারী" শব্দটি চট্টগ্রামের সাধারণ উচ্চারণ পদ্ধতি অনুরূপ "হুআরী" না হইয়া "চুআরী" বা "ছোয়ারী" হইয়া পড়ে। এইরূপ অনেক শব্দের উদাহরণ পরে প্রদত্ত হইবে। এইস্থলে চট্টগ্রামে বহু প্রচলিত কতকগুলি হিন্দী শব্দের তালিকা দিলাম :—

কতিপয় বহুপ্রচলিত হিন্দী শব্দ

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল হিন্দী শব্দ ও তাহার অর্থ।
আলক্ = পৃথক; দূরে রাখা।	অলগ্ (अलग) = পৃথক।
উআ = সোজা; মাথা উপরের দিকে করিয়া থাকার অবস্থা।	উঁচা (ऊंचा) = উঁচু। [দুই স্বরবর্ণের ("উ" এবং "আ") মধ্যবর্ত্তী "চ"-এর লোপ]
ওক্ = বমি।	উক্না (ऊकना) = বমি করা।
কর্করা (ভাত) = বিনা জলে রাখিয়া দেওয়া বাসি ভাত অর্থাৎ যে ভাত বাসি হইয়া শক্ত হইয়াছে।	খুর্খুরা (खुरखुरा) = কর্কশ, কোঁকড়ান।
কাউআ = কাক; বায়স পক্ষী।	কৌয়া (कौआ) = কাক।
কাম্ড়া = ধনুক।	কম্ঠা (कमठा) = ধনুক।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল হিন্দী শব্দ ও তাহার অর্থ।
কুরকাল্ বা কুরগাল্–শ্যেন বা বাজ পক্ষী।	কুর্য়াল (कुरयाल)–শ্যেন বা বাজ-পক্ষী।
কোদাল্–খনিত্র (spade, pick-axe) মাটি কাটিবার চেপ্টা যন্ত্র।	কোদাল্ (कोद्दाल)–খনিত্র (spade)
খরঅ–টক (sour)। [খট্টা < খড়া < খরঅ]	খট্টা (खट्टा)=টক।
খত্তাল্ বা খর্ত্তাল্–ঝগড়াটে; কল্লাটে; উগ্রস্বভাবা; উচ্চভাষী।	খরতল্ (खरतल्)=স্পষ্টবাদী, স্পষ্ট-ভাষী। (candid)
(গড়) খাই, খা'ই=খাদ।	খাই (खाइ)–খাদ (ditch)।
খাম্বা–থাম, স্তম্ভ।	খম্ভ (खम्भ)–স্তম্ভ, থাম।
খারু–হস্তে পরিবার উপযোগী এই নামীয় অলঙ্কার বিশেষ।	খড়ুআ (खड़ुआ)–বালা (bangle)
খৈ–ধান ভাজা প্রস্ফুট চাউল।	খৈই (खोइ)–খৈ (swollen fried rice)
ঘুণ্ডী, ঘণ্ডী, ঘুড্ডী–উড়াইবার ঘুড়ী।	গুড্ডী (गुड्डी)–ঘুড়ী।
চতুরা (ঘর)=বাহিরের ঘর, যেখানে কর্ত্তা বসিয়া অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ করেন।	চবুতরা (चबूतरा)–বহিঃপ্রাঙ্গন, (পুলিশের আফিস গৃহ)
ঠাঠ্–বাহাদুরী; আড়ম্বর; খোলস; বাহিরের আবরণ।	ঠাঠ (ठाठ)–মর্য্যাদা, আড়ম্বর। pomp, dignity.
ডাকু–ডাকাত; দস্যু; তস্কর।	ডাকু (डाकू)=ডাকাত; তস্কর;

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল হিন্দী শব্দ ও তাহার অর্থ।
ডাবা=নারিকেলের হুকা।	ডব্বা (ডব্বা)=বৃহৎপাত্র।
ডাব্যআ—তরল বস্তু তুলিবার উপযোগী হাতল দেওয়া পাত্র।	ডব্বু (ডব্বূ)—বড় চামচে।
ডিব্বা—ডিবিয়া; ছোট পাত্র।	ডিব্বা (ডিব্বা)—ছোট পাত্র।
ডুলা—মাছ ধরিয়া রাখিবার বেত্রনির্ম্মিত পাত্র।	ডলিয়া (ডলিআ)—বড় পাত্র।
ঢেম্নী—উপপত্নী।	ঢেম্নী (ঢেমনী)—উপপত্নী।
ঢেঁডরা (দেওয়া)—ঢোল পিটাইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা।	ঢন্ঢরা (ঢংঢরা) — ঢোল পিটাইয়া প্রকাশ করা।
থাঁউ বা থামু—তামাক।	তমাকু (তমাকু)=তামাক।
(পথের) ধুর্—মাটির উপর হাটিতে হাটিতে ধূলা উঠিয়া যে রেখা পড়ে তাহার নাম।	ধুর্ (ধূর)—বালি, ধূলা।
পাঅনা—পক্ব। [কোথাও কোথাও "পাক্না"]	পক্না (পকনা)—পক্ব।
পোতলা=পুতুল, মূর্ত্তি।	পুত্লী (পুতলী)=পুতুল।
বঅরা, ব'রা—কালা (deaf)	বহ্রা (বহরা)—কালা (deaf)।
বয়ার্—বায়ু।	বয়ার্ (বয়ার)—বাতাস।
(ফল) বাতি (হওন্)—পাকিবার পূর্ব্বাবস্থা।	বতিয়া (বতিআ)—অপক্ব।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার অর্থ।	মূল ফারসী শব্দ ও তাহার অর্থ।
ভোক্ = ক্ষুধা, বুভুক্ষা।	ভুক্ (ভুখ) = ক্ষুধা।
মক্কা (গুলা) = ভুট্টা (maize)।	মকৈ (মকে) = ভুট্টা (maize)
মুইক্যা = মুষ্ট্যাঘাত।	মুক্কা (মুক্কা) = মুষ্ট্যাঘাত।
মুইট্ঠা = মুষ্ট্যাঘাত।	মুট্ঠি (মুষ্টী) = মুষ্টি।
রাঅল্ (কুরা) = মোরগ। [কোথাও কোথাও, "রাবাল, রাওল"]	রাওল্ (রাঅোল) = রাজা। "রাওল কুরা" = মোরগের রাজা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।
রাব্ = তরল গুড় (treacle)	রাব্ (রাব) = তরল গুড় (treacle)

উপরে যে সকল শব্দ প্রদত্ত হইল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, কোন কোন মূল শব্দের অর্থ হইতে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দের অর্থের কিঞ্চিৎ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহা তথা স্বাভাবিক, কেননা প্রত্যেক জীবন্ত বা সজীব ভাষায় ধার করা শব্দের অর্থের ও উচ্চারণ-পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। ভাষার বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও উচ্চারণের মধ্যে তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার কতিপয় বৈশিষ্ট্য।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালা বড় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা সাধু বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম সন্তান হইলেও, ইহাতে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান আছে, যাহা বাঙ্গালা দেশের অপরাপর অংশের প্রচলিত বাঙ্গালায় বড় বেশী চোখে পড়ে না। প্রধানতঃ, এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই চট্টগ্রামের প্রচলিত বাঙ্গালা, বাঙ্গালা দেশের সাধারণ চলতি ভাষা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। সাধু বাঙ্গালা ভাষার সহিত চট্টগ্রামী বুলির এই যে পার্থক্য, ইহা জেলার বাহিরের লোকের কানে অতি বড় করিয়াই শুনাইয়া থাকে।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালা অপর বাঙ্গালীর নিকট দুর্ব্বোধ্য ও দুরনুকরণীয় কেন?

কিন্তু চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নিকট কথ্য সাধুভাষা বুঝিবার পক্ষে ইহা খুব বড় বাধা নহে। ইহার একটি প্রমাণ,—বাঙ্গালার অপর জেলার কথা চট্টগ্রামের অশিক্ষিত কৃষক পর্য্যন্ত অতি সহজে ও অনায়াসে বুঝিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু চট্টলবাসীর কথা অপর বাঙ্গালী সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—বলিতে পারা ত একরূপ অসম্ভব। চট্টলবাসী যে উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ভাষা ভঙ্গিতে কথা বলেন, তাহা বাঙ্গালার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই চট্টগ্রামী বাঙ্গালা অপর বাঙ্গালীর নিকট দুর্ব্বোধ্য ও দুরনুকরণীয়। একদা দুই জন চট্টলবাসী ভদ্রলোক তাঁহাদের নিজস্ব বুলিতে আলাপ করিতে শুনিয়া কলিকাতার কোন শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাধু বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ জানিয়া লইয়া বিস্ময় প্রকাশচ্ছলে যে সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করেন, চট্টগ্রামী বাঙ্গলার দুর্ব্বোধ্য ও দুরনুকরণীয় স্বভাবের প্রতি তাহাতে বেশ উপভোগ্য শ্লেষব্যঞ্জক ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বাঃ, এযে চমৎকার ভাষা। ইংরেজীতে 'সর্ট্-হ্যাণ্ড্ (Short-hand) আছে; কিন্তু সর্ট্-মাউথ্ (Short-mouth) এ অবধি বেরোয় নি। চাটগেঁয়ে বাঙ্গালরা এ বিষয়ে ইংরেজদের ওপরও টেক্কা মেরেছেন; তাঁরা 'সর্ট্-মাউথ্' বের করে ফেলে, এরি সাহায্যে বাংলা বলে থাকেন। ভাই, এ বাংলা 'সর্ট্-মাউথ্' একটু শেখাতে পার? এতে কোল্‌কাতার বাজারে বড় মজা দেখান যাবে"।—

এই কথা কয়টীর মধ্যে বেশ একটু শ্লেষমিশ্রিত সত্যতা আছে। সত্যই চট্টগ্রামী বাঙ্গালার নানা বৈশিষ্ট্য, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার "সর্ট্-মাউথ্" সংস্করণে পরিণত করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মোটামোটি নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য মোটামোটি চতুর্ব্বিধ।

১। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য;

২। শব্দার্থ-বৈচিত্র্য;

৩। শব্দাবয়ব-সংক্ষেপ-পদ্ধতি;

৪। শব্দ-যোজন-রীতি।—

এই চতুর্ব্বিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গেলে, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিতে

হয়। সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া, নানা খুঁটিনাটি বিষয় না দেখিয়া, অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

১। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ—চট্টগ্রামী বাঙ্গালার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সাধু বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ না হইলেও, অনেক বিষয়ে পৃথক্। বাঙ্গালা বর্ণমালা চট্টলবাসীর কণ্ঠে যেরূপ আশ্চর্য্য প্রকারে ও ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, তাহা একমাত্র "গ্রামোফন্" বা স্বরধৃত যন্ত্র ব্যতীত আর কোন প্রকারে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নাই। অক্ষরে এই স্বর যতটুকু ধৃত করা যায়, বর্তমান পুস্তকে তাহার একটু চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

চট্টলবাসী কর্তৃক উচ্চারিত বর্ণমালার মধ্যে অল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণমালার প্রভেদ রক্ষা বা নির্দ্দেশ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইঁহাদের উচ্চারণ দৌরাত্ম্যে, অল্পপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত এবং মহাপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার মহাপ্রাণ বর্ণ প্রায়ই অল্পপ্রাণ হইতেও দেখা যায়, এবং অল্পপ্রাণ বর্ণ কদাচিৎ মহাপ্রাণ হইয়া থাকে। তাই, **"ক", "গ", "চ", "জ", "ট", "ড", "ত", "দ", "প", "ব"** প্রভৃতি অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ চট্টগ্রামে **"খ", "ঘ", "ছ", "ঝ", "ঠ", "ঢ", "থ", "ধ", "ফ", "ভ"** প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ-ঘেঁষা, এবং ঠিক এইরূপ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ-ঘেঁষা। আবার চট্টগ্রামী বাঙ্গালা উচ্চারণে **"পাখী", "বাঘ", "মাছ", "ঘুঁটিয়া"** বা **"ঘুঁটে"** প্রভৃতি শব্দ যখন যথাক্রমে, "পাইক্", "বাগ্", "মাচ্", "গোণ্ডা" প্রভৃতিতে পরিণত হয়, তখন মহাপ্রাণ **"খ" "ঘ" "ছ"** অল্পপ্রাণ **"ক", "গ", "চ"**, হইয়া যায়। এই শব্দ কয়টি হইতে দেখা যাইবে, সাধু বাঙ্গালা ভাষার শব্দান্তের মহাপ্রাণ অক্ষর হসন্তযুক্ত হইলেই, তাহা চট্টগ্রামীর মুখে অল্পপ্রাণতা লাভ করে। এই নিয়ম সর্ব্বত্রই শব্দান্তের হসন্তযুক্ত মহাপ্রাণ অক্ষরের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। এই জন্যই চট্টগ্রামীর মুখে বাঙ্গালা **"দুধ", "বধ", "মাঘ", "বৈশাখ"** প্রভৃতি শব্দ "দুত্", "বদ্", "মাগ্", "বৈশাক্" প্রভৃতিরূপে উচ্চারিত হয়।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালা উচ্চারণে কর্কশ স্বর মৃদু এবং মৃদু স্বর কর্কশ হয়। এই নিয়ম অনুসারে **"ত"**, বর্গীয় বর্ণের মৃদু স্বরগুলি কর্কশ এবং **"ট"**,—বর্গীয় বর্ণের কর্কশ স্বরগুলি মৃদু হইতে প্রায়ই দেখা যায়, যথা— **"তস্য", "তেয়াটিয়া", "তাড়ান", "দীঘল", "ডাল", "থই"**, প্রভৃতি শব্দগুলি যখন যথাক্রমে "টেইস্যা (হালা)", "টেঁআইট্যা", "ডেআন্", "ডীয়ল", "ঠাইল", "ঠাই" রূপে রূপ পরিবর্তন করে, তখন মৃদু **"ত", "দ", "ড"**, এবং **"থ"**, কর্কশ **"ট", "ড", "ঠ"**, বর্ণে আসিয়া দাঁড়ায়। আবার **"ড"**-র মৃদু **"ড়"** যখন চট্টগ্রামে নিয়মিতভাবে **"র"**-র মত **"র"** এতে পরিণত হয়, তখন কর্কশ **"ড়"** মৃদু **"র"** এতে পরিণত হয়; যথা—"কাঁরা", "কোঁআরা"—**"কুমড়া"**, "উরা" —**"উড়া"**, "বর"—**"বড়"**, "ভেরা"—**"ভেড়া"** ইত্যাদি।

চট্টগ্রামী উচ্চারণে, সচরাচর এক বর্গের বর্ণ অন্য বর্গের বর্ণের আকার, ভাব বা গুণ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই যে বর্গীয় বর্ণগুলির আত্মগোপন-প্রচেষ্টা বা বহুরূপ গ্রহণ, ইহাই প্রধানতঃ চট্টগ্রামী উচ্চারণকে সাধু

ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ হইতে অধিকাংশ বিষয়ে অদ্ভুত করিয়া তুলিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণগুলির বহুরূপ গ্রহণ সম্পর্কিত অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাইবে; তাহা হইতে বর্ণগুলির আত্মগোপন প্রচেষ্টার একটি ধারার আভাস ও মিলিবে, তাই এইস্থলে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল মাত্র; যেমন— পোগ্-পোকা, নোগ্, নোক্-নখ, হাপে ছক্কর ধরন্-সাপে ছত্র (ফনা) ধরা, গাছান্=গজান, হোর্গুচা=হাগার অশৌচ আ ইত্যাদি। ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যপদ ও অসমাপিকা ক্রিয়ার "এ"-কার লোপ পায় এবং শব্দান্ত্য বর্ণটি হসন্তযুক্ত হয়, যথা—বারীৎ-বাড়ীতে, ঘরৎ-ঘরেতে, করিত্ =করিতে, যাইত্=যাইতে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শব্দাদ্য "শ", "ষ", "স", নিয়মিতভাবে "হ" বর্ণে পরিণত হয় এবং বিকল্পে "ফ" ও "ছ" হয়; যথা— হউর-শ্বশুর, হালা-শালা, হাইট-ষাট, ছ=ষষ্ঠ, হাত-সাত, হক্কল হঅল=সকল, হাগ=শাক, ফুতা, হুতা-সুতা, ছাম্নে, ছাম্নে=সামনে।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় এইরূপ অনেক প্রকার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কোন-না-কোন ধারা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ধীর ও স্থির ভাবে ভাষাটির বিকাশ-রীতি লক্ষ্য করিলে, বৈশিষ্ট্যের ধারা সহজেই চোখে পড়ে। এবংবিধ নানা কারণে, চট্টগ্রামী বাঙ্গালা সাধু বাঙ্গালা ভাষা হইতে অনেক বিষয়ে যে পৃথক্ তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। শব্দার্থ-বৈচিত্র্য :—শব্দার্থের দিক হইতেও বিচার করিতে বসিলে দেখা যায়, চট্টগ্রামী বাঙ্গালা সাধু বাঙ্গালা ভাষা হইতে কোন কোন স্থলে বেশ একটু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শব্দার্থ বৈচিত্র্য।

এই স্বাতন্ত্র্যটুকুকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) সাধু ও চট্টগ্রামী বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত একই শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রাপ্তি; এবং (খ) কোন বিশিষ্ট দীর্ঘ ভাবকে সুন্দররূপে এক বা অল্প কথায় প্রকাশ করা'র ক্ষমতা অর্থাৎ ভাব-সংক্ষেপ।

(ক) সাধু ও চট্টগ্রামী বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত একই শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রাপ্তিও, সাধু বাঙ্গালা ভাষার চট্টগ্রামী বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর প্রত্যেক জীবন্ত ভাষায় পরিদৃষ্ট হয়। দেশের প্রাচীন ও নূতন ভাষায় ব্যবহৃত একই শব্দের ভিন্নার্থ প্রাপ্তি নূতন নহে। মানুষ যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত আপন বুদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্ত্তন করে, চলতি ভাষাও তদ্রূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু রূপ নয় ভাবেরও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকে। চট্টগ্রামী বুলিতেও ইহা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। নিম্নে এহেন কতিপয় শব্দের উল্লেখ করা হইল :—

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দের আকার এবং তাহাদের অর্থ।	সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আকার ও তাহাদের অর্থ।
আঁতুর — খঞ্জ, খোঁড়া।	আঁতুর — সূতিকাগৃহ।
আধার্ — মাছ বা পক্ষীর আহার্য্য বা খাদ্য।	আধার — স্থান, পাত্র, আলয়।
আপ্ = অভ্র ; [অভ্র শব্দের অপভ্রংশ]	আপ — আপনি, জলরাশি।
আলাত্ — মোটা রজ্জু।	আলাত — জ্বলন্ত অঙ্গার। [সংস্কৃত]
কশা — কৃপণ [হিতে বর্ কশা গাউর — সে বড় কৃপণ ব্যক্তি]	কশা = চাবুক, কোড়া, লাগাম।
কাঁচা — ধার, কিনারা।	কাঁচা — অপক্ক, অরক্ষিত।
খাপ — (দেঅন) = গোপনে উঁকি মারিয়া দেখা।	খাপ্ — অস্ত্রাদির আবরণ, পিধান।
খোল্ — কলাগাছের আচ্ছাদন, বাঁশ বা সুপারি গাছের আচ্ছাদন।	খোল — মৃদঙ্গ, ঢোলকবিশেষ।
গুটি, গুলা — বসন্ত রোগ।	গুটি, গুলা — বহু, সকল, সমস্ত।
গোঁজা (ফুটন) — কণ্টক বা শক্ত বস্তুর ক্ষুদ্র টুকরা (বিদ্ধ হওয়া)।	গোঁজা (খিল) — যাহা তাহা ঢুকাইয়া দিয়া (খিল দেওয়া)।
ঘোল্ = আবিল, ঘোলা, পঙ্কিল।	ঘোল = মথিত দধি, তক্র [চট্টগ্রামে ইহাকে "মাঠা" বলে]
চাই — মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।	চাই = চাই, দেখ, যাজ্ঞা করি।
চির্ — কৃমি।	চির — দীর্ঘকাল ; চীর — বস্ত্র।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দের আকার এবং তাহাদের অর্থ।	সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আকার ও তাহাদের অর্থ।
চৌর্ (মাবণ)—পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রেতার স্বীকৃত মূল্য হইতে অধিক দিবার প্রস্তাব।	চৌর=চোর, তস্কর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।
চুরা—চিঁড়া [পিটার অর্থও হয়]।	চূড়া—শীর্ষ, অগ্রভাগ।
ঝার্—বৃষ্টি, বাদল।	ঝড়—তুফান, জোরে বাতাস বহা।
ঝুরা—তন্দ্রাযুক্ত অবস্থায় ঢুলিয়া ঢলিয়া পড়া।	ঝুরা—কাঁদা, ক্রন্দন করা।
টাল্—স্তূপ, পুঞ্জ, গাদা।	টাল=এক পাশে হেলান।
টৌপ=টুপি, টোপর।	টৌপ=ছিপে মাছ ধরিবার সময় বড়শীবিদ্ধ আহার্য্য।
ঠঁক্, ঠমক্=ছল, ছুতা, আবদার।	ঠমক=তালে তালে নৃত্য ; চলন ভঙ্গি।
ঠোঁট্=পক্ষীর চঞ্চু।	ঠোঁট=ওষ্ঠ বা অধর।
ডোরা—মেয়ে লোকের মাথার চুল বাঁধিবার লাল সূতা।	ডোরা=রেখা।
ডৌল্—মত, ন্যায়, অনুরূপ।	ডৌল—সৌষ্ঠব।
ঢাক্, ঢাগ্ =পার্শ ; পঞ্জর ; পাঁজরা।	ঢাক=ঢোলকবিশেষ।
ঢিল্=ঢিলা, শিথিল।	ঢিল=ঢেলা, লোষ্ট্র।
তুল্—দাড়ি-পাল্লা ; বাটখারা।	তুল=তুলনা, সাদৃশ্য।
থোর্ =কলার মোচা বা ফুল।	থোড়—ফলন্ত কলাগাছের ভিতরের মজ্জা।

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দের আকার এবং তাহাদের অর্থ।	সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আকার ও তাহাদের অর্থ।
ফুট্=কাদা, কর্দ্দম।	**ফুট**= প্রস্ফুট, ১২ ইঞ্চি পরিমিত পরিমাপ।
বিল্=মাঠ; মুক্ত প্রান্তর; শস্যক্ষেত্র।	**বিল**—জলময় নিম্নভূমি।
ভোগ্, ভোক্=ক্ষুধা।	**ভোগ**—বাসনা; সুখ-দুঃখানুভূতি।
মরিচ্=লঙ্কা; দেশে উৎপন্ন মরিচ।	**মরিচ**—গোলমরিচ।
বাঁআল, বাঙাল=মূর্খ; অভদ্র; ছোট লোক।	**বাঙ্গাল, বাঙাল**=পূর্ব্ববঙ্গের লোক।
সর্=নৌকার পাল।	**সর্**—দুগ্ধ বা তজ্জাতীয় তরল বস্তুর উপরে পতিত আচ্ছাদন।
হর্=কর্দ্দম; কাদা।	**হর**=মহাদেব।

(খ) চট্টগ্রামী বাঙ্গালার অনেক শব্দে বিশিষ্ট বিশিষ্ট দীর্ঘ ভাবকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট কথায় দীর্ঘ ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি মূল বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামী বাঙ্গালা কোথা হইতে এ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, বলিতে পারা যায় না। এক কথায় দীর্ঘভাব প্রকাশক শব্দ সৃষ্টি যেন চট্টগ্রামী বুলির স্বাভাবিক শক্তি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে এবংবিধ কতিপয় শব্দের আলোচনা করিলাম। বলা বাহুল্য, এই শব্দগুলি অদ্ভুতভাবে সঙ্কুচিত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে উদ্দিষ্টভাব প্রকাশ করে।

(i) ঠাইট্ ঃ—এই শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণরূপে সাধারণতঃ "মারা" ক্রিয়ার পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার গৌণ অর্থ "তৎক্ষণাৎ" এবং মুখ্য অর্থ (ঠাইট্ < ঠাইৎ < ঠাঁই + তে) "সেই স্থানে আছ ঠিক সেই স্থানেই।" চট্টগ্রামের লোক যখন বলে,—"**তোরে <u>ঠাইট্</u> মারি ফেলাইয়ম,**"—তখন সে অজ্ঞাতসারে ইহাই বুঝায়, তুমি যেখানে আছ সেখানে থাকিতেই নড়াচড়ার অবসর না দিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলাইব, অর্থাৎ সোজা কথায় "তোমাকে <u>তৎক্ষণাৎ</u> মারিয়া ফেলিব।"

(ii) জানে ঃ—ইহা ফারসী "জান" (=প্রাণ) শব্দের সহিত বাঙ্গালা সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নযোগে গঠিত এবং আবশ্যকমত ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার গৌণ অর্থ "একেবারে", এবং

মুখ্য অর্থ,—"প্রাণ থাকিবে কিন্তু সে প্রাণ থাকা-না-থাকা সমান এমন নিষ্ঠুরভাবে"। এই অর্থ হইতে "ধ্বংস করিয়া দেওয়া, সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেওয়া" প্রভৃতিও বুঝায়। উদাহরণ,—"চুরি হইয়ে যে না?—হিতারে জানে বোআই দিয়ে যে না" অর্থাৎ "চুরি হইয়াছে কি? তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে"। অথবা—"উইতারে জানে মারি ফেলাইল্, কি চাইয়ছ্ উজাচোনা" অর্থাৎ ঐ লোকটিকে একেবারে মারিয়া ফেলিতেছে, কি দেখিতেছ, অগ্রসর হওনা কেন?"

(iii) কৈছালি ঃ—এই শব্দটির গৌণ অর্থ "ছট্‌ফট্ করা", "মানসিক অস্থিরতা" প্রভৃতি। ইহার প্রকৃত অর্থ (**কৈছালি < কই + ছালি**), "কই মাছ ছালি বা ছাইয়েতে ফেলিয়া রান্নার জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিলে, কই ইন্দ্রিয় মৎস্যটি যেরূপ ছট্‌ফট্ করে, সেই সঙ্কটময় অস্থির অবস্থা"। শুধু "কই" এবং "ছালি" এই দুইটি শব্দের সংযোগে এই অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক শব্দটির সৃষ্টি। উদাহরণ,—"আঁ'র্ পরাণে কৈছালি করের্" অর্থাৎ "আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে।" অথবা—"ওরে যাদুর কৈছালি, বৈদ্য ধরি ন চা'লি", অর্থাৎ হায়রে যাদুর ছট্‌পট্! (কেহ) তাহাকে বৈদ্য (কবিরাজ) ডাকিয়া দেখাইল না।

(iv) মৈচালি ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "তোড়পাড় বা আলোড়িত করা"; প্রকৃত অর্থ (**মৈচালি < মৈ + চালি**) "সজোরে মই চালিত করিলে কর্ষিত জমি যেরূপ সমান হইয়া যায়, তদ্রূপ যাহা কিছু সম্মুখে পড়ে তাহা সবলে সমান করিয়া ফেলা"। শুধু "মই" এবং "চালি" এই দুইটি শব্দের সংযোগে এই সুন্দর শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণ,—"হিতে দুইন্নাই মৈচালি আইয়ের্" অর্থাৎ "সে পৃথিবী তোড়পাড় করিয়া আসিতেছে"।

(v) ভূইচাল্ ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "কোন কিছু করিয়া একাকার করিয়া ফেলা"; আসল অর্থ (**ভূইচাল < ভূমি + চাল**) "ভূমিকম্পের সময় মুহুর্মুহু ভূমি চালিত হইতে থাকিলে যে অবস্থা ঘটে, তদ্রূপ অস্থির অবস্থা প্রাপ্তি বা অস্থির অবস্থায় কিছু সম্পাদন করা"। উদাহরণ,—"ইতে কন যেঅন্ তেঅন্ কাম্মুয়া গাউর্ ন; কামৎ লাইলে এক্‌বেরে ভূইচাল্ করি ফেলায়" অর্থাৎ "এই লোকটি কোন যেমন তেমন কাজগরা লোক নয়; কাজ করিতে লাগিলে একেবারে **সমস্ত করিয়া একাকার করিয়া** ফেলে"। এই ভাব হইতে, এই শব্দের অর্থ "খুব বেশী" "যথেষ্ট পরিমাণ" প্রভৃতি হয়।

(Vi) ইত্তিয়ার ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "এই মুহূর্তে" ; প্রকৃত অর্থ (ইত্তিয়ার – এই + তৈয়ার) "পূর্ব্ব হইতেই করার অপেক্ষায় তৈয়ার"। উদাহরণ,—"ইত্তিয়ার আইস্যম্" অর্থাৎ "এই মুহূর্ত্তেই আসিব," অর্থাৎ আমি পূর্ব্ব হইতেই আসিবার জন্য প্রস্তুত আছি এমন শীঘ্র আগমনের ভাব লইয়া গিয়াই ফিরিয়া আসিব।

(Vii) মিন্ঘুচইর্গা বা মিন্ঘুচইজ্জা ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "নিরাশ", "নিরুৎসাহ ভাবে অবনত" ; প্রকৃত অর্থ (মিনঘুচইর্গা < মন + ঘুচ + ইয়া) "মন ঘুচিয়া অর্থাৎ দমিয়া গিয়াছে এমন"। উদাহরণ,—"হিতারে দেইখ্তে মিন্ঘুচইর্গা মিকা লাএ" অর্থাৎ "তাহাকে দেখিতে নিরাশ বা নিরুৎসাহভাবে অবনত বলিয়া বোধ হয়।

(Vii) ভর্বইর্গা বা ভর্বইজ্জা ঃ—এই শব্দটি সর্ব্বদা কাদার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার গৌণ অর্থ "টলটলে" ; প্রকৃত অর্থ (ভর্বইর্গা < ভার + বহা + ইয়া) "ভার বহনে অক্ষম এমন তরল"। উদাহরণ,—"তোরে ভর্বইজ্জা হরর্ ভিতর্ গাঁরাই, বাইজ্জাইতে বাইজ্জাইতে দইজ্জাৎ ফেলি দিঅম্" অর্থাৎ "তোমাকে টলটলে কাদার ভিতর পাড়িয়া, পিটাইতে পিটাইতে দরিয়ায় ফেলিয়া দিব।

(iX) উছাইগ্গা ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "অপব্যয়ী", প্রকৃত অর্থ (উছাইগ্গা < উচ্চ-হাতিয়া < উচ্চ + হাত + ইয়া) "যাহার হাত (ব্যয় করিতে) উচ্চ অর্থাৎ পটু"। উদাহরণ,—"তোন্না'ন্ উছাইগ্গা আঁই নঅ দে'ই", অর্থাৎ তোমার মত অপব্যয়ী আমি দেখি নাই। এই শব্দটির সহিত ফারসী "দরাজদস্ত্" এবং চট্টগ্রামী "খোলাহাত" কথা দুইটী তুলনীয়। [কেহ কেহ এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যরূপ করিতে চাহেন ; তাঁহারা বলেন যে (উছাইগ্গা < "উচ্ছেদ + করইয়্যা" < (উচ্ছেদ + করা + ইয়া) শব্দেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তাঁহাদের মতে ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে, "এমন লোক, যে সমস্ত বিষয় উচ্ছেদ অর্থাৎ অপব্যয় করিয়া ফেলে।

(X) লর্খইজ্জা বা লর্খইর্গা ঃ—ইহার গৌণ অর্থ নানাবিধ ; প্রকৃত অর্থ (লর্খইজ্জা < লর্ + খরিয়া < নড় + খড় + ইয়া) "খড়ের ন্যায় বাতাসে বা কারণে অকারণে নড়ন স্বভাব-প্রবণ।" এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই আবশ্যকমত গৌণ অর্থ হয়। উদাহরণ,—"লর্খইজ্জা পরাণ্ বুঝ ন মানে" অর্থাৎ "লুলুপ প্রাণ প্রবোধ বা বুঝ মানে না"। "লর্খইর্গা হঁঅডা" অর্থাৎ "দ্বিতীয়পক্ষের অকেজো স্বামী"।

(Xi) **লরাদইশ্যা** ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "হতভাগা" ; প্রকৃত অর্থ (লরাদইশ্যা > লরা + দশিয়া < নড়া + দশা + ইয়া) "অবিরত নড়াই যাহার দশা বা অবস্থা অর্থাৎ সকল বিষয়েই স্থিরতাহীন ব্যক্তি।" উদাহরণ,—"ওডা, তোয়ান্ লরাদইশ্যা গাউর্ আঁই নঅ দে'ই," অর্থাৎ "ও বেটা, তোমার মত হতভাগ্য ব্যক্তি আমি দেখি নাই।

(Xii) **লক্ঠইক্যা** ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "পড়পড়", প্রকৃত অর্থ (লক্ঠইক্যা < লক্-ঠাকিয়া < নখ + ঠেকা + ইয়া) "নখ ঠেকাইতেই পড়িয়া যাইবে এমন"। উদাহরণ,—"লক্ঠইক্যা ঘর" অর্থাৎ "পড়পড় ঘর"।

(Xiii) **মন্ঘূইর্গা** বা **মন্ঘূইজ্জা** ঃ—ইহার গৌণ অর্থ "অসরল", "কুটিল বা "বেআড়া বা খাপছাড়া প্রকৃতির লোক", ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (মন্ঘুইর্গা < মন্ + ঘুরইয়া < মন্ + ঘোরা - ঢাকা + ইয়া) যে মনকে 'ঘুরিয়া' অর্থাৎ ঢাকিয়া রাখে"। উদাহরণ,—"মন্ঘূইর্গা মানুষ্অ মানুষ্ না" ? অর্থাৎ "খাপছাড়া (যে অন্যলোকের সঙ্গে মিশে না) প্রকৃতির লোক কি (কোন কাজের) লোক ?"

৩। **শব্দাবয়ব-সংক্ষেপ** ঃ—দীর্ঘ বাঙ্গালা শব্দের অবয়ব সংক্ষেপ চট্টগ্রামী বুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চট্টলবাসীদের উচ্চারণ-ত্রস্ততার জন্যই শব্দাবয়ব আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়। শব্দাবয়ব ও ভাষার সঙ্কোচন ক্রিয়া ব্যস্ত ও ব্যবসায়ী লোকদেরই বৈশিষ্ট্য। আস্তে আস্তে বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলিবার মত অবসর ব্যস্ত ও ব্যবসায়ী লোকদের বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। চট্টগ্রাম প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুতরাং এ জেলার লোকদের মধ্যে যদি এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চট্টগ্রামে কোন্ কোন্ ধারা অবলম্বন করিয়া শব্দাবয়ব সঙ্কুচিত হয়, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এইস্থলে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিলাম ; যথা,—**উআস্**; **উয়াস্** < উপবাস ; **বিসিৎ** < বৃহস্পতি **জুনি** < জোনাকি ; **ভাইনী** < ভাগিনেয়ী ; **থাঁউ** < তামাকু < তম্বাকু ; **হত্তুই** < হরিতকি।

শব্দাবয়ব-সংক্ষেপ।

৪। **শব্দ-যোজন-রীতি** ঃ—অনেক শব্দের এক শব্দে পরিণতি চট্টগ্রামী বাঙ্গালার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাও চট্টলবাসীর উচ্চারণ-ত্রস্ততার জন্যই ঘটিয়া থাকে। চট্টলবাসীর কথ্যভাষা এখনও সম্যকরূপে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হয় নাই। সুতরাং কোন্ বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া সাধু বাঙ্গালার নানা শব্দ চট্টগ্রামে এক শব্দে পরিণত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শব্দার্থ বৈচিত্র্যের মধ্যে এইরূপ কতিপয় শব্দ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এইরূপ আরও কতিপয় শব্দ এইস্থলে প্রদত্ত হইল ; যথা—

শব্দ-যোজন-রীতি

ইন্দি = এই + থান + দি — এই + স্থান + দিয়া। (এইদিকে)

উন্দি = ঐ + থান + দি — ঐ + স্থান + দিয়া। (ঐদিকে)

হিতাল্লাই = হি + তার + লাই — সেই + তার + লাগি। (সেইজন্য)

ওম্মারেমা = ও + মা + রে + মা — ও + মাগো + মা। (বিস্ময়সূচক)

দেইন্নপারে = দেখিত্ + ন + পারে — দেখিতে + না + পারে। (ভালবাসে না)

হাম্বুরন্ = হাম্বুর্ + দেঅন্ — হামাগুড়ি + দেওয়া।

আঁওলা (ঘর) = আউন্ + অলা + (ঘর) — আগুন্ + ওয়ালা + (ঘর)। (রান্নাঘর)

কমন্ — ক + মন্ — কয় + মন।

ওবা — ও + বা — ওহে + বাবা। (ওগো)

ঘল্লা — ঘল্ + লা = ঘর্ + লওয়া। (ঢুকান)

ইক্কিনি — ই + কি + নি — এই + টুক্ + খানি। (এতটুকু ; সামান্য)

একানা — এ + ক + আনা — এই + টুক + খানা। (অতি অল্প)

ইক্কিনিতান্ — ই + কি + নি + তান্ — এই + টুক + খানি + স্থান। (অর্থাৎ যাহা অতি ক্ষুদ্র স্থান জুড়িয়া আছে ; তাই ইহার অর্থ অত্যন্ত ছোট)

কচ্চ্যাল্লাদা — কচু + আলু + আদা।

বিয়ান্ — বি + আন — বাচ্চা + দেওন। (পশুর বাচ্চা প্রসব)

এবেল — এ + বেল — এই + বেলা। (এখন)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার স্বর ও ব্যঞ্জনতত্ত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামী বুলির প্রধান কাঠামো সাধু বাঙ্গালা ভাষা। চট্টগ্রামী বুলির ভিত্তি সাধু বাঙ্গালা ভাষা হইলেও, ইহা নানাভাবে বিকশিত হইয়া যে সকল নূতন লক্ষণ-আক্রান্ত হওয়ায় সাধুভাষা হইতে নানা বিষয়ে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, এই স্থলে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করা হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, সাধু বাঙ্গালা ভাষাকে চট্টগ্রামী বুলির মূল হিসাবে ধরিয়া লইয়াই নূতন লক্ষণগুলির আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামী বুলিতে এই নূতন লক্ষণ-প্রকাশের ধারা আছে। যে সকল ধারা অবলম্বন করিয়া নূতন লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইলে অসংখ্য বিশিষ্ট চট্টগ্রামী শব্দ সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। প্রধানতঃ যে সকল প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পত্রাদি এবং আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়ন করিলাম, তন্মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ শব্দ সংগৃহীত না হওয়ায়, এ বিষয়ে আমরা কেবল আংশিক কৃতকার্য্যতার আশা করিতে পারি। ফলে তাহাই হইয়াছে। সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার সময় ও সম্ভবপরতার অভাব। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

সাধু ভাষা হইতে চট্টগ্রামী বাঙ্গালা শব্দ বিকাশের ধারা আছে।

স্বরবর্ণ।

(অ)

(i) (a) অ=আ। দ্ব্যক্ষরা শব্দের শেষের দুই অক্ষর সংযুক্ত হইয়া স্বরাশ্রিত হওয়া মাত্র প্রথম অক্ষরের "অ" স্বর দীর্ঘ অর্থাৎ "আ" হয়, যথা—লম্বা > **লাম্বা**; চম্পা > **চাম্পা**; দণ্ড > **ডাণ্ডা**; অগ্র > **আগা**; খম্বা > **খাম্বা**; সত্য > **হাঁচা**; গদী (হিঃ) > **গাদি**; সস্তা > **হাঅস্তা**; বর্গা > **বাগা** (ধান); বন্ধ্যা > **ভাঁঝা**; লড্ডু (হিঃ) > **লারু**; অগ্রিম > **আগাউ**।

(b) অ=আ। দ্ব্যক্ষরা শব্দের প্রথম অক্ষর যে কোন স্বরাশ্রিত হইয়া থাকিলে, শেষ অক্ষরের 'অ" স্বর দীর্ঘ অর্থাৎ "আ" হয়; যথা—ভাল > **ভালা**; কাল > **কালা**; ধন > **ধনা**; কাঁধ > (কলসীর) **কাঁধা**; জড় > **জরা** (বড়); ছিপ > **ছিবা**; নব > **নোয়া**; বক > **বোগা**; লৌহ > **লোহা**।

(c) অ=আ। কোন সংযুক্ত অক্ষরের পতন ঘটিলে, সেই পতনের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য পতিত অক্ষরের পার্শ্বস্থিত ব্যঞ্জনের "অ" স্বর দীর্ঘ অর্থাৎ "আ" হয়; যথা,—স্তূপ > **তূম্বা, তূপ্পা**; উত্তরণ > **উতরান্**; ডিম্ব > **ডিমা**; জীবন্ত > **জেঁওতা, জেঁঅতা**।

(ii) অ = ও। শব্দাদ্যের "অ" স্বরের পর ব্যঞ্জন এবং তৎপরে যে কোন স্বর থাকিলে, শব্দাদ্যের "অ" স্বর "ও" স্বরে পরিণত হয়, যথা—অর্শ > **ওরশ** ; কপাল > **কোআল্** ; মশারি > **মোশরি** ; নব > **নোয়া, নোআ** ; বক > **বোগা** ; প্রভাতিয়া > **পোঁআইতা** ; শকুন > **হোউন, হৌন্** ; মসুর > **মোসর** ; মশা > **মোশা** ; সভা > **সোভা** ; পদ্ম > **পোঁচা** ; মহা (বড়, শ্রেষ্ঠ) > **মোহা**, পলান > **পোলান**।

(iii) অ = এ। শব্দাদ্যের "অ" স্বরের পর হসন্ত বা "আ" স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে, শব্দাদ্যের "অ" স্বর "এ" স্বরে পরিণত হয় ; যথা—খড় > **খের** ; বক > **বেঁকা** ; [illegible] > **টেঁস্যা** ; কপাট > **কেবার** ; গজান > **গেঁজান** ; [এরণ্ড > **এরেণ্ডা**], মরা > **মেরা** (শব, কুণাপ)।

(iv) অ = ই। এই শব্দগুলিতে শব্দাদ্যের "অ" স্বর "ই" স্বরে পরিণত হইয়াছে, যথা—ফড়িং > **ফিরিং** ; ঝলক > **চিলক্** ; ফটকিরি > **ফিটকিরি** ; ব্যজনী > **বিচৈন্**।

(আ)

(i) (a) আ = এ। দ্ব্যক্ষর শব্দে "আ" আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পর "আ" অথবা "ই" আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণাশ্রিত "আ" স্বর "এ" স্বরে পরিণত হয়, যথা—কাঁচা > **কেঁচা** ; কাঁটা > **কেঁডা** ; কাথা > **কেঁথা** ; টাকা > **টেঁআ, টেয়াঁ** ; বাঁকা > **বেঁকা, বেঁআ** ; [illegible] > **ফেনা** ; গাঁদা > **গেঁদা, গেঁজা** ; [illegible] > **ঢেঁআঁ** ; [illegible] > **টেঁইল্** ; পাতি > **পোতি** ; [illegible] > **গেডি** ; কাচি > **কেঁচি**।

(b) আ = এ। এই শব্দগুলিতে প্রথমে বা মধ্যে আ = এ। [illegible] > **কেঁআইল্** ; কাঁকড়া > **কেঁঅরা** ; এবার > **এবেরা** ; [illegible] > **সে'ভারা** ; [illegible] > **ঢেআন্** ; কাহার > **কেআর**।

(ii) আ = অ। এই শব্দগুলিতে আদি বা মধ্য ব্যঞ্জন বর্ণাশ্রিত "আ" স্বর "অ" স্বরে পরিণত হইয়াছে ; যথা—খারাপ > **খরাপ** ; আগুন > **আউন, অইন, ঔন** ; মশারি > **মোশরি** ; উজ্জ্বল > **উজাল্** = মশাল ; আমলকী > **আঁলই, অঁলৈ, অঁলতি**।

(iii) আ = ই। ছাতা > **ছাতি** ; পাছে > **পিছে**। ([illegible]) উপর (= উপরি)। থল (= স্থল) > উইর্ + থল > **উইত্থল্**।

(iv) আ = ও। আনাস > **ভোআ, ভোয়া** ; মাঠান > **কৌরান**, [illegible] **হাঁচোর্** ; দাড়কাক > **ঢোর্ কাউয়া** ; আদ > **ওদা**।

(ই)

(i) ই=উ। এই শব্দগুলিতে আদি, মধ্য বা শেষ ব্যঞ্জন বর্ণাশ্রিত "ই" স্বর "উ" স্বরে পরিণত হইয়াছে ; যথা—চিড়া **চুরা** ; > চিমটা > **চুঁড', চিগুা** ; টিকটিকি > **টুক্‌টুই, টুট্টুই** ; উনিশ > **উন্নশ, উন্নুশ** ; বালিশ > **বালুশ** ; বালি > **বালু** ; লাটিম > **লাড়ুম** ; ডুবুরী > **ডুমালু** ; ইন্দুর > **উন্দুর্, উঁদুর্।**

(ii) ই=আ। ঝুঁটি > **ঝুঁডা** (খোপা) ; খুঁটি > **খুঁডা** ; নিকান > **নাতান্** ; নিকাশি > **নাশি** ; পিড়ী > **পিরা** (বসিবার কাষ্ঠাসন) চিবান > **চাবান।**

(iii) ই=অ। সিম, শিম > **ছৈঁ, ছুঁই** ; দাড়িম্ব > **ডালম** ; সিন্দুক > **হন্দুক্, ছন্দুক্** ; জীবিত > **জেঁঅভা।**

(iv) ই=এ। লিচু > **লেচু** ; জীবিত > **জেঁওতা, জেঁঅতা** ; পিপড়া > **পেঁঅরা** ; পিপাসা > **পেআছ, পেআস্।**

(উ)

(i) উ=অ। শব্দান্ত বা শব্দ মধ্য "উ" স্বরের পর "ই" স্বর বা "ই" স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, "উ" স্বর "অ" স্বরে পরিণত হয় ; যথা—ছাউনী > **ছাঅনী** ; বারুই > বারই > **বাটৈর** ; রাঁধুনী > **রাঁধনী** ; চৌধুরী > **চৈধরী** ; পুকুর > পইর=**টৈপর** ; চালুনী > চালইন্ > **চাটৈলন** ; মুগুর > মইর > **টৈমর।**

(ii) উ=আ। কুঁচ > **কাঁইচ** (গুলা) ; শুধু > **হুদা** ; উচ্ছিষ্ট > **আইগুা, আঁইডা** ; ডুবুরী > **ডুমালু।**

(ii) উ=ই। শব্দ মধ্যের "উ" স্বরের পূর্ব্বে "উ" বা "আ" স্বর থাকিলে, মধ্যবর্ত্তী "উ" স্বরটি "ই" স্বরে পরিণত হয়, যথা—উকুন > **উইন্** ; ডুমুর > **ডুঁইর্** ; পুকুর > **পইর্, টৈপর্** ; উবুৎ, উপুত > **উইৎ** ; মুগুর > **টৈমর্**, ভাসুর > **ভাইর্** ; চালুনী > **চালইন্, চাটৈলন্** ; জারুল > **জারইল্, জাটৈরল্**, কুড়ুল > **কুরইল্, কুটৈরল্** ; আগুন > **অইন্** ; মাগুর > **টুইর্** (মাছ)।

(iv) উ=ও। এই শব্দগুলিতে "উ" স্বর "ও" স্বরে পরিণত হইয়াছে ; যথা—জুতা > **জোতা**, জুটান > **জোটান্** ; তবু > **তও** ; কুয়াসা > **খোয়া, খোবা** ; সুন্দর > **সোন্দর্** ; কুমড়া > **কোঁ'রা, কোঁঅরা** ; উদরী (রোগ) > **ওদরী** ; মুষল (ঢেঁকির মোনা) > **মোষল্** (ইহার অর্থ চট্টগ্রামে "গণ্ডমূর্খ" ও হয়), উষ্ম > **ওম্** (ঈষদুষ্ণতা) ; ক্ষুরুণী > **ক্ষোরইন্, ক্ষোটৈরন্।**

(ঋ)

(i) ঋ=ই। ত্র্যক্ষরা শব্দের প্রথম অক্ষর "ঋ" স্বরাশ্রিত এবং দ্বিতীয় অক্ষর হসন্তযুক্ত হইলে "ঋ" স্বর "ই" স্বরে পরিণত হয়; যথা—বৃত্তি > **বিত্তি**; পৃষ্ঠ > **পিট্**, পৃষ্ঠা > **পিঠ্**, শৃঙ্গ > **শিং**, বৃষ্টি > **বিষ্টি**; তৃষ্ণা > **তিয়াস্**, কৃষ্ণ > **কিসন** (**কিসনর্ গরু চরান্**, **কিসনচূরা ফুল**) দৃষ্টি > **দিষ্টি** (পরণ—চোখলাগা), [তৃতীয় > **তিতীয়**], সৃষ্টি > **ছিষ্টি**, [illegible] > **চইন্**, **গৈন্**, **গোইন্**; (প্রকৃত > **পর্কিত্**); মৃগ > **মিগ** ([illegible] **বক্তিতা**)।

(ii) ঋ=ইর্, ইরি। স্বরাশ্রিত দ্বিতীয় অক্ষর সংযোগে [illegible] শব্দের প্রথম অক্ষরের সহিত "ঋ" আশ্রয় করিলে, "ঋ" স্বর যথাক্রমে "ইর্" বা "ইরি" রূপ ধারণ করে; যথা—কৃমি > **কির্মাই**; গৃধিনী > **গির্ধনী**, কৃপণ > **কির্পিন্**, ঘৃত > **ঘির্ত**, **ঘি**, মৃগাল > **মির্গাল্**, **মআল্** (মাছ), শৃগাল > **ছির্গাল্**, **ছির্কাল্**, (**ছিয়াল্**), গৃহী > **গিরী** [উদাহরণ—**টিপ্ ন বুঝে টাপ ন বুঝে তে কি গিরার্ মাইয়া? ধার ন বুঝে চর ন বুঝে তে কি নাওর নাইয়া?** অর্থাৎ টিপ্ টাপ্ (বা ইঙ্গিত-ইসারা) যে বুঝে না সে কেমন **গৃহস্থের মেয়ে?** আর যে মাঝী খালের কোন্ ধারে জল গভীর আর কোন ধারে চর আছে বুঝিতে পারে না, সে কেমন নায়ের মাঝী?]

(iii) ঋ=উ। ঋজু > **উজু**; বৃহস্পতি > **বিউস্সুৎ**, **বস্সুত**, **বিসিৎ**।

(iv) ঋ=অ। দৃঢ় > **দর**, মৃগাল > **মআল্** (মাছ)।

(এ)

(i) এ=ই। নিম্নলিখিত শব্দ কয়টিতে শব্দের আদ্যাশ্রিত "এ" স্বর "ই" স্বরে পরিণত হইয়াছে; যথা—ভেণ্ডি > **ভিণ্ডি**; সেখানে > **হিআন্**, **হিয়ান্**; সেই ব্যক্তি > **হিনা**; সে ব্যক্তি > **হিতে** (=সে ব্যক্তি), [illegible] > **ঘিরা** ([illegible]), এখানে > **ইআন্**; [illegible] > **ইতিন্**; এ + ব্যক্তি > **ইবা**।

(ii) এ=আ। এই শব্দগুলিতে শব্দের আদ্যাশ্রিত "এ" স্বর "আ" স্বরে রূপান্তরিত হইয়াছে; যথা—খেজুর > **খাজুর**; [illegible] > **জাঠিনা**; [illegible] > **গাঠিয়া**, [illegible] > **গাঁই** (**গা ঘাঁই যাজন্** [illegible] **মেঁ সন্যা** [illegible]) [illegible] > **নাইয়ান্**।

(iii) এ=অ। কোন কোন শব্দে চট্টগ্রামে "এ" স্বর "অ" স্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়; যথা—ঢেলা > **দলা**; নারিকেল > **নাইরকল**, **নাইকল্**, [illegible] > **আক্রন্**, আকেল > **আক্কল্ আকল্**।

(ঐ)

(i) ঐ = উ। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে নিয়মিতভাবে শব্দাদ্য "ঐ" স্বর "উ" স্বরে পরিণত হইয়াছে, যথা—ঐ + ব্যক্তি > **উইব্বা**; ঐ + তাহারা > **উইতারা**; ঐ + খান > **উঁইআন্**; ঐ + গুলিন্ > **উইউন্**, ঐ + সে > **উইতে**; ঐ + মুখিয়া > **উঁইক্যা**; ঐ + খান + দি > **উন্দি**।

(ii) ঐ = অ। সৈন্ধব (লবণ) > **ছন্দুক্** (নুন্)

(ও)

(i) ও = অ। চট্টগ্রামের কোন কোন শব্দে আদ্য ব্যঞ্জনাশ্রিত "ও" স্বর "অ" স্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়, যথা—বোতল > **বতল**, বোঁটা > **বঁডু**; বোনাই > **বনাই** (ভগ্নীপতি), মোদক > **মদক**, চোট > **চড** (চোড)।

(ii) ও = উ। শব্দান্তের ব্যঞ্জনাশ্রিত "ও" স্বরের পরেই "ই" স্বর থাকিলে, "ও" স্বরটি "উ" স্বরে পরিণত হয়, যথা—কোইলা > **কুঁইলা**, রোহিত (মৎস্য) > **রুইত্** (মাছ), রোগী > **রুগী**; কোষ্ঠী > **কুষ্ঠী**, দোনা > **ডুনা** (যেমন, **দোনাডুনা জবিন্** = দোনের পর দোন জমি); গোষ্ঠী > **গুষ্ঠি**, যোগী > **যুগী** (নাথ সম্প্রদায়), **যুই**, [দ্রষ্টব্য :—শোর > **ছুর**, জোনাকি > **জুনি** (পোকা), দোলনা > **ডুলইন্, ডুলৈন্**, কোরও > **কুরল্**।]

(iii) ও = ঐ। এই শব্দগুলিতে শব্দাদ্যের "ও" স্বর "ঐ" স্বরে রূপান্তরিত হইয়াছে; যথা—দোয়েল > **দৈঅল্**, তোয়ালে > **তৈলা**, পোয়ান > **পৈন্** (কুম্ভকারের মৃৎপাত্রাদি পোড়াইবার চুল্লি), মোরলা (মাছ) – **মৈল্যা** (মাছ), (এক) চোথা > (এক) **চৈক্যা**।

(ঔ)

(i) ঔ = অ। ঔষধ > **অষুধ্**; গৌরব > **গরব্**; মৌলবী > **মলই, মঁলই** [**"মুলুই"** শব্দও ব্যবহৃত হয়]; চৌমুহানী > **চমুহানী, চমুয়ানী**।

(ii) ঔ = উ। মৌখিক > **মুখিক্**, ঔমা > **উম্মা**; মৌরুসী > **মুরসী, মুরুছী** (সম্পত্তি), দৌড় (মারা) > **ডুঁর্** (মারন)।

(iii) ঔ = ঐ। রৌদ্র > **রৈদ্**; চৌধুরী > **চৈধরী**; চৌদোল > **চৈদল্** ["চোদল্" ও বলা হয়], মৌরলা (মৎস্য) > **মৈল্যা** (মাছ)।

(iv) ঔ = ও। লৌহ > **লোয়া, লোআ, লোহা**; চৌচালা > **চোচালা** (ঘর); চৌপাই > **চোথাই** (একচতুর্থাংশ), চৌদোল > **চোদল**; **চৈদল্**।

অই = ঐ

সইল (মাছ) > **হৈল্** ; খদির > খইর্ > **খৈর্** [চূণের সঙ্গে পানে ব্যবহৃত 'খদির', কিংবা মধুমক্ষিকার ময়লা] ; থলিয়া > থইলা > **থৈলা** , বদরি > বঅরি > বঅইর্ > **বরৈ** ; বকুল > বউল > বইল > **বৈল্** (ফুল) ; মুকুল > মুউল > মইল > **বৈল্** (আমের মোল) , কুড়ুল্ > কুড়ইল্ > **কুড়ৈল্** , নরুনী > নরইন **নরৈন্** ; আগুন > **আউন্, অইন্ > ঐন্** ; বেলুনী > বেলইন্ > **বেলৈন্** ।

অউ, আউ = ঔ

শকুনী > শউনী > **হৌন্** ; আগুন্ > আউন্ = **ঔন্** , শকুন > শউন্ > **ছৌন্** , রসুন > রউন্ > **রৌন্** , শামুক > শাঁউক > **হৌঁক্** ; সমুখ > হউখ > **হোঁগ্** ।

অয় = ঐ

ময়লা > **মৈলা** ; কয়লা > **কৈলা** , পগলা > **পৈলা** , ময়দা > **মৈদা** , ময়দান **মৈদান্** , পয়সা **পৈছা** চয়ন্ (ফাঃ) > **চৈন্** (যথা—"**খাই খাই (চইন্) চৈন করন না-ই তোঁআর কাম্ ?**" – খেয়ে খেয়ে স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ানই কি তোমার কাজ ?)

অনাদি স্বর

চট্টগ্রামের অনেক বাঙ্গালা শব্দে এমন কতকগুলি স্বর আসিয়া চট্টগ্রামী উচ্চারণে স্থান লাভ করে, যাহার আগমনের কোন মূল নির্ণয় করা যায় না। এই স্বরগুলিকে "অনাদি স্বর" বা আদিবিহীন অর্থাৎ বিনা কারণে আগন্তুক স্বর বলিয়া উল্লেখ করা যায়। চট্টগ্রামে এইরূপ "অনাদি স্বর" সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত স্বরগুলিই অনাদি স্বররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—

(i) ই। কাং > **কাইং** ; পাল্ > **পাইল্** , চাল (পাশা খেলার) > **চাইল্** (**চৈল্**) , ডাল > **ডাইল্** , দোলনা > **ডুলইন্** , আঠাশ > **আটাইশ্** , আড়াল > **আরাইল্** [জ্বালানি, ছাগল বা কাঠ রাখিবার ঘর] ; পক্ষ > **পইক্ক** , লক্ষ > **লইক্ক, জইক্ক** রাত > **রাইত** , হাট > **হাইট** , পাড় > **পাইর্** (কাপড়ের) ।

(ii) উ। (ভ্রাতৃজায়া) ভাজ > **ভাউজ** , মগ > **মাউক্** ; **মৌগ্** , ডগা > **ডাউগ্যা** ; টেকো > টাক্ – **টাউক্যা** , পেকো > **পাক্যা** ।

অন্ত্য স্বর-লুপ্তি

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার অনেক শব্দে অন্ত্য স্বরের লোপ হয়। এই অন্ত্য স্বর-লুপ্তির একটা ধারা আছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারা সাধারণভাবে চোখে পড়ে :—

(i). নাম পুরুষে অতীত এবং পরোক্ষ (Past perfect) ক্রিয়ার অন্ত্য "অ" স্বরের লোপ হয় ; যথা—করিয়াছিল>কইজ্জেল্, কইর্গেল্ ; মারিয়াছিল>মাইজ্জেল্, মাইর্গেল্ ; লাগিয়াছিল> লাইগ্‌গেল্, লাগ্‌গিল্ ; আছিল>আছিল্ ; চলিয়াছিল>চইল্লেল্, চল্লিল্ ; গেল> গেল্ ; মারিল>মারিল ; খাইল>খাইল্ ; উঠিল>উডল্।

(ii). শব্দান্তের "আ" স্বরের পূর্বে যে কোন স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, শব্দান্তের "আ" স্বর হসন্তে পরিণত হয়, যথা—বোরা>বোর ; পাকা>পাক্ [কিন্তু "পাক্ খাওয়া"র অর্থ "ঘুরা"] ; ডিমা>ডিম ; পৃষ্ঠ>পিঠ ; পিঠা>পিঠ ; ঘৃণা>ঘিণ ; ধূলা>ধূল্ ; পোকা>পোক্ ; (ঘাটের) পাষাণ>(ঘাট) পান্ ; উজান (বা উজ্বল)>উজাল=কপাল ; চুমা>চুম্।

(iii). সকল পুরুষে অসমাপিকা (Infinitive) ক্রিয়ার অন্ত্য "এ" স্বর লুপ্ত হয় ; যথা—আমি করিতে পারিব না="আঁই করিত্ (গরিত্) পাইত্তাম্ ন" ; তুমি যাইতে পারিবে="তুঁই যাইত্ পারিবা" ; সে দিতে পারিবে="হিতে দিত্ পারিব"।

(iv). বিশেষ্য পদের সহিত সপ্তমী বিভক্তির "তে" অথবা "এ" যুক্ত হইলে, তাহার "এ" স্বর লোপ পায় ; যথা—ঘরেতে>ঘরৎ ; বাড়ীতে>বারাৎ ; পর্বতেতে>পইরৎ ; বাঘে মানুষ খায়="বাঘ মানুষ খায়" ; হাতে আঘাত লাগিয়াছে="হাতৎ বারি পইজ্জে (পইর্গে)" অথবা হাতৎ চোট্ লাইগ্গে।"

স্বাধীনতাপ্রিয় স্বরবর্ণ

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় একটি স্বর বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়, এবং ইহা "ই"। এই "ই" নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণে স্বাধীনতালাভ করে :—

(i). "র", "ড়", এবং "ল" অক্ষর শেষ পদের "আ" স্বর থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণাশ্রিত "ই", ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার পূর্বে উপবিষ্ট হয়, যথা—চারি>চাইর্ ; সারি>সাইর্ ; আলি>আইল্ ; কালি (কল্য)>কাইল ; মারি>মাইর্ ; দাড়ি>দাইর, দাইর্ ; গালি>গাইল্ ; নালি (ঘা)> নাইল্ ; ডালি>ঠাইল্, ঠৈইল ; চালিতা>চাইল্‌দা ; [খলিতা (থলি)>খইল্‌দা]।

(ii). "ইয়া" ভাগান্ত শব্দেও 'ই' ব্যঞ্জন ত্যাগ করে, এবং পরিত্যক্ত ব্যঞ্জনটির সঙ্গে "য়া" 'যা'-এর আকারে যুক্ত হয়, যথা—বেনিয়া>বাইন্যা ; খুনিয়া>খুইন্যা ; হালিয়া>হাইল্যা ; তেলিয়া>তেইল্যা ; জালিয়া>জাইল্যা ; মালিয়া>মাইল্যা ; কালিয়া>কাইল্যা ; প্রভাতিয়া>পৌয় ইত্যা, পৌইত্যা ; বিদেশিয়া>বিদেইশ্যা ; ডুবারিয়া>ডুয়াইর্গ্যা ; দারালিয়া (বিদেশাগত এক শ্রেণীর চট্টগ্রামবাসী)>দারাইল্যা ; রেশমিয়া>রেশইম্যা ; আঁটিয়া>আঁইট্যা (কেনা) ; মাটিয়া>মাইট্যা, মেইট্যা ; মালিয়া (পীড়া)>মাইল্যা (পাঁরা)।

(iii). "ইলে" এবং "ইতে" ভাগান্ত ক্রিয়ার "ই" স্বর ব্যঞ্জনত্যাগ করে, এবং মূল ক্রিয়া পদটি "র" অথবা "ড়"-অন্ত্য হইলে, "ইলে" বা "ইতে"-এর "ল" বা "ত" দ্বিত্ব হয় ; যথা—হাঁটিতে>হাঁই

পারিলে>**পাইল্লে**; পালিলে>**পাইল্লে**; ভরিতে>**ভইত্তে**, করিতে>**কইত্তে, গইত্তে**; নড়িতে>**লইত্তে**; চলিতে>**চইল্‌তে**, ছিঁড়িতে>**ছিত্তে**, ছিঁড়িলে>**ছিল্লে**, ধরিলে>**ধইল্লে**; সাধিলে>**হাইদ্‌লে**; ভাঙ্গিতে>**ভাঁইঙ্গতে**, মারিতে>**মাইত্তে**।

(iv) পেশাজ্ঞাপক "য়াল্" ভাগান্ত বিশেষ্যের "ই" ব্যঞ্জনত্যাগ করে, এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন, তখন "য" বা "y" সংযুক্ত হইয়া "ই"-এর অভাব পূর্ণ করে; যথা—পাটিয়াল [=পাটি নির্মাতা]>**পাইট্যাল্**; মাটিয়াল>**মাইট্যাল্, মেইটাল্**, ঘাটিয়াল>**ঘাইট্যাল**; লাঠিয়াল>**লাইঠ্যাল্**; ক্ষেতিয়াল>**খেইত্যাল্**; ফন্দি+আল=**হইন্দাল্, হুইন্দাল্** (অর্থাৎ এমন লোক, যে দুরভিসন্ধি করে=**বদমায়েস**)।

ব্যঞ্জন বর্ণ।

উচ্চারণ-বিধি

সাধু ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালার সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয় না। আবার কতকগুলি কেবল সাধু ভাষার উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কতকগুলি সাধু ভাষা হইতে বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়, আর কতকগুলি আবশ্যক মত সাধু ও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। এই যে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির উচ্চারণ-বৈষম্য, ইহা অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে দেখান শক্ত, এমন কি অসম্ভব। তাই বাধ্য হইয়া, এই বৈষম্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য স্থানবিশেষে ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্য লইলাম। অগত্যাগতি অবস্থায় ইহাতে দোষের কোন কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রামী উচ্চারণে অল্প প্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মহাপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অল্পপ্রাণতা লাভ এ জেলার বুলির একটি বৈশিষ্ট্য। এতৎ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। যে সকল উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পরে করা হইয়াছে, তাহার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়াও, নিম্নে কতিপয় বিশিষ্ট উচ্চারণবিধি নির্দ্দেশ করিলাম:—

ক

(i) শব্দাদের "ক"-এর উচ্চারণ "খ"-ঘেঁষা, ইহার উচ্চারণ অনেকটা আরবীর "خ"="খে" অক্ষরের অনুরূপ হইয়া পড়ে, যথা—"**কঅল্**" (Khaal)=কপাল, "**কাঁছা**" (Khãchha)=কাঁচা, কিনারা; "**কাইম্**" (Khaim)=বাঁশের বাখারির ছোট টুকরা; "**কত্তর্**" (Khattar)=কবুতর, ইহাদের উচ্চারণ অনেকটা "**খঅল**", "**খাঁছা**", **খাইম্**", "**খত্তর**"—এর অনুরূপ।

(ii) শব্দের মধ্যবর্ত্তী সংযুক্ত "ক"-এর প্রথম "ক" অর্থাৎ হসন্ত "ক"-টি সাধুভাষার অনুরূপ উচ্চারিত হয়; ইহার উচ্চারণ ইংরেজীর "K"-এর ন্যায়। **এক্কে**=একে; **শুক্কর**<শুক্র; **ধাক্কা**; **দুক্ক** বা **দুক্খ**<দুঃখ; **চক্কর** (**রাধা চক্কর**=রাধাচক্র) (চক্র প্রভৃতি শব্দের "ক" ইংরেজীর "K" এর অনুরূপ।

(iii) শব্দাদ্যের "ক"-এর সহিত "ই", "উ", "এ" স্বর আশ্রয় করিলে, "ক" সাধু বাঙ্গালার অনুরূপ উচ্চারিত হয়; যেমন—"**কুঁআর্**" <কুমার <কুম্ভকার; **কুঁ'র্**<কুউর্<কুকুর. **কিচ্ছু কিচ্ছু**<কিছুই, কিছু, **কিল্লাই** (কি লাই <কিসের লাগি. **কৈঁঅরা, কেঁ'রা**<কাকড়া; **কৈঁথা, কেথা** (কাথা = কন্থা; **কেঁচা** (কাঁচা, **কুরল্**<কোরও. **কেঁআইল্**<কাকালি।

(iv) শব্দাদ্যের "ক"-এর সহিত "ও" স্বর আশ্রয় করিলে, "ক"বর্ণ "খ"-ঘেঁষা হইয়া উচ্চারিত হয়. যথা— "**কোঁয়া**", "**কোঁআ**" (কোন + আ. "**কোদাল**". "**কোঁরা**"<কুমড়া. "**কোপ্**" প্রভৃতি শব্দের "ক" অনেকটা "খ"-এর অনুরূপ।

(v) শব্দান্তের হসন্ত "ক"-টি সর্বদা সাধু বাঙ্গালার অনুরূপ উচ্চারণ লাভ করে; কিন্তু বিকল্পে কোন কোন শব্দে "গ" হইতেও দেখা যায়। তাই "**ঙক্**" (বাঁক); "**হাক্**"<শাক, "**পাইক্**"<পাখী; "**ছক্**" (ছক. **নরক্** (কলাপাতা); "**পোক্**"<পোকা. "**চাক্**" (পার্শ্ব); "**চিলক্**" (ঝলক) প্রভৃতি শব্দের "ক" উচ্চারণে সাধু ভাষার অনুরূপ। আবার বক্তার ইচ্ছানুসারে ইহাদের কোন কোন শব্দের "ক" "গ"-রূপে উচ্চারিত হইতেও দেখা যায়. যথা—"**পাক্**" বা "**পাগ্**"<পাখা. "**চাক্**" বা "**চাগ্**". "**পোক্**" বা "**পোগ্**". "**হাক্**" বা "**হাগ্**"। বলা বাহুল্য, এই সকল শব্দের "ক" যখনই "ক"রূপে উচ্চারিত হয়, তখনই ঠিক সাধু ভাষার অনুরূপ উচ্চারিত হয়।

চ

তালব্য "চ"-এর উচ্চারণ সম্বন্ধে ও সর্বদা দন্ত্য 'স' অর্থাৎ ইংরেজীর 'S"-এর অনুরূপ; যথা—**চাঅর** (Saar) চাকর; **খরচ্** (Kharas), **হাঁচি** (Hāsi), **লাচার** (Lāsar)<নাচার; **আঁচার্** (Āsar), **বিচার্** (Bisar); **কচু** (Khasu); **চেলা** (Sela); **চৈল্, চইল্** (Saii)<চাউল, **চৈধরী** (Saidhari)<চৌধুরী, **চিনি** (Sini), **চীনা** (Sina); **চোরা** (Sora), **চোলা** (Sola)—কাঠবিড়ালি।

ছ

(i) তালব্য "ছ", শব্দের প্রথমে থাকিলে অনেকটা হাল্কাভাবে তাহার তালব্য উচ্চারণ রক্ষা করে; কিন্তু তাহার মহাপ্রাণত্ব বিশেষভাবে খর্ব হইয়া যায়, যথা—**ছাঅনী** (Chaani)<ছাউনী (Chhauni), **ছাতি** (Chati)<ছাতা (Chhata); **ছোড** (Choda)<ছোট (Chhoṭa); **বিছান্** (Bichan)<বিছানা (Bichhana); **ছডাক্** (Chadak)<ছটাক (Chhaṭāk)।

(ii) তালব্য 'ছ", শব্দের শেষে থাকিলে, তাহা দন্ত্য "স" অর্থাৎ ইংরেজীর "S"-এর অনুরূপ উচ্চারণ লাভ করে; যথা—"**মাচ্**" (Mās)<মাছ (Machh); "**মাচি**" (Māsi)<মাছি (Māchhi); "**আচি**", "**আছি**" (Āsi); **বারীচ্** (Bāris)<বাড়ীর পিছ্ (Baḍdir Pichh)।

জ = য

বর্গীয় "জ" এবং অন্তস্থ "য" এর উচ্চারণে চট্টগ্রামে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই দুই বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজীর "Zeal"—'জীল্' শব্দের "Z"-এর ন্যায়। তাই **"মা'জন্"** (Ma'zan) < মহাজন (Mahazan) এবং **"যজ্জান্"** (Zazzan) < যজমান (Jazman) প্রভৃতি শব্দগুলি জ = Z এবং য = J অক্ষরের মধ্যে কোন উচ্চারণ বৈষম্য লক্ষ হয় না। **"জন"**—Zan, **"যুদি"** (Zudi) < যদি (Jadi), **বজ্জাতরা** (Bazzatara) < বরযাত্রী (Bar-jatri)।

ট এবং ঠ

এই দুই ব্যঞ্জন বর্ণ যখন দুই স্বরের মধ্যে স্থাপিত হয়, তখন নিয়মিতভাবে "ড" বর্ণে পরিণত হয়; যথা—বেটা (Beta) > **বেডা** (Beda), মিঠা (Mitha) > **মিডা** (Mida), উঠান > **উড়ান**; পাটা > **পাঁডা**; পেটেতে > **পেডৎ**, ঘাটেতে > **ঘাঁডৎ**; ছোট (Chhota) > **ছোড, ছড** (Choda, Chada)।

ঙ, ঞ, ণ

এই তিন বর্ণের ব্যবহার বা উচ্চারণ চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় নাই। সাধু ভাষায়ও ইহাদের উচ্চারণ এবং শব্দের আদ্য অক্ষররূপে ব্যবহার বিরল।

ত

শব্দের শেষে ব্যবহৃত স্বরাশ্রিত "ত" বর্ণ "দ" বর্ণে পরিণত হয়, যথা—খন্তা > **খন্দা**, চাইলতা > **চাইল্দা**, খলীতা (আঃ) > **খইল্দা**, বালতি > **বাল্দি**, ফালতু (অতিরিক্ত) > **ফাল্দু**।

দ এবং ধ

হসন্তযুক্ত শব্দান্ত "দ" এবং "ধ" নিয়মিতভাবে "ন" বর্ণে পরিণত হয়, যথা চাঁদ > **চান**, পোদ > **পোন্** (গুহ্যদেশ), বাঁধ > **বান্**; কাঁধ > **কান্** [যেমন—"**ভার্ বইতে বইতে কান্ ফাড়ি গেইয়ে**"—ভার বহন করিতে করিতে **কাঁধ** ফাটিয়া গিয়াছে]। ফাঁদ > **ফান্**, নন্দ > **ননন্**, রাঁধ > **রান্** (পাক কর)।

ন এবং ল

"ন" এবং "ল" আবশ্যকমত পরস্পরের স্থান অধিকার করিতে দেখা যায়, যথা—নড়া > **লরা**, নামা > **লামা**, লেবু > **লেঁউ, লেউঁ**, নুলা > **লুলা**, রণ > **বরল্**, লাঙ্গল > **নাঅল্**, নাচার > **লাচার**, নারাণিয়া পীড়া > **মাইল্যা পীরা**; লোণা > **নুনা**; লবণ > **নুন্**, লেজ > **লেজ**, নোলক > **লোলক** (নাকের অলঙ্কার)।

প

(i) শব্দান্ত বা শব্দ মধ্য "প", স্বরাশ্রিত হইলে "প"-এর উচ্চারণ "ব" হয়, যথা—ছাপান > **ছাবান্**; টুপী > **টুবী**; চাপা > **চাবা**; ছিপ > **ছিবা**; চম্পা > **চাম্বা**; চিপা (= সঙ্কীর্ণ) > **চিবা**; কাঁপা >

জিরপা, জীরফা, [জীরগুয়া] ; চাপি > চাবি (ধরণ) ; [পণা > পচ্ছ > বচ্ছ > বাছা]; প্রলেপ > পল্লব্ [মাথাৎ পল্লব্ দেঅন্—মাথায় প্রলেপ দেওয়া]।

(ii) অনেক সময় শব্দান্তের হসন্তযুক্ত "প্" বর্ণ আবশ্যকমত "ফ" বর্ণে পরিণত হয়, যথা—শাপ্ > হাঁফ্ ; সাপ > হাফ্ ; ঝাপ্ (দেওয়া) ঝাফ্ (দেঅন্) ; মাপ্ > মাফ্ ; বাপ্ > বাফ্ ; চুপ্ > চুফ্ ; জপ্ > জফ্।

(iii) শব্দান্তের "প", যে কোন স্বরাশ্রিত হইলে 'প' এবং "ফ"-এর মাঝামাঝি উচ্চারণ অর্থাৎ ইংরেজী "f" বর্ণের উচ্চারণ লাভ করে, যথা—পাগল (pagal) > পাঅল্ (faal), স্পষ্ট (spasta) > পষ্ট (fost), পুকুর (pukur) > পইর্ (fair); প্রত্যয় (pratyay) > পইত্য (faitya); পাড়ালিয়া (paraliya) > পারাইল্যা (farailya), পাছে (pachhe) > পিছে (fiche); পুত্র (putra) > পুত্ (fut), পিপড়া (pipra) > পেঁঅরা (feara); প্রভাতিয়া (prabhatiya) > পোঁয়াইত্যা (foyaitya)।

র এবং ড়

চট্টগামী বুলিতে "র" এবং "ড়"এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া, উভয় বর্ণ আবশ্যকমত "ল" বর্ণে, এবং "ল"-ও আবশ্যকমত 'র" বর্ণে রূপান্তরিত হয় ; যথা—গজার (মৎস্য) > গজাল্ (মাচ্) ; খোয়াড় > খোয়াইল্ ; দাড়িম্ব > ডালম্ ; চারা (ধানের) > জালা (ধানের) ; কেলেঙ্কার > কেরেঙ্গাল্, কেরেঙ্কাল্ ; নালিতা > নারিচ ; নালিশ > নারিশ্ ; মূল > মূর্ ; (= গভীরতা ; যেমন, "পইর্‌গুয়া ব'র্ মূর্" পুকুরটি বড় গভীর)।

শ, ষ, স

এই ত্রিবিধ বর্ণের উচ্চারণ সাধারণতঃ একরূপ বলিয়া, চট্টগামী বুলিতে সাধুভাষার এই বর্ণত্রয় একরূপেই পরিবর্ত্তিত হয়। নিম্নে এই বর্ণত্রয়ের পরিবর্ত্তনের ধারা নির্ণীত হইল।

(i) "শ", "ষ", "স" শব্দের প্রথমে থাকিলে, নিয়মিতভাবে "হ" বর্ণে পরিণত হয় ; যথা—শালা > হালা ; শামুক > হঁউক্ ; সম্মুখে > হঁউগে ; সিঞ্চন > হিচন্ ; সিঞ্চনী > হিচৈন্ ; শিথান > হিআন্, হিয়ান্, হিথান্ ; শ্বশুর > হউর্, হো'র্ ; শোওয়া > হুতা ; সাঁজ > হাঁজ ; সাঁজনিয়া > হাঁজইন্যা ; সাজান > হাজান্ ; সইল (মৎস্য) > হৈল্ (মাচ্) ; সঞ্চার > হঁচার্ ; সাধ > হাদি ; শৃগাল > হিআল্ ; সিদ্ধ > হিঁজা, হিঁঝা ; শুষ্ক > হুদা ; ষাট > হ'ইট্ ; ষোল > হোল ; সমান > হোয়ান্, হোআন্ ; শোলা > হোলা, [ফোলা] স্বাদ > হোয়াদ্ [ফোয়াদ্ ; শোর > হুর্ ; শিখণ্ডী > শিখড়ী = হিঁঅরী ; সামাল > হাগাল্ ; সিঁদেল > হুইন্দাল্।

(ii) কোন কোন স্থলে শব্দান্তের 'শ', "স" বর্ণ "উ" স্বরাশ্রিত হইলে বিকল্পে "ফ" হয় ; যথা—শুঁকিয়া > ফুঁই ; শুকান > ফুআন্ ; সূতা > ফুতা ; শুচি > ফুঁচি ; সুদিন > ফুদিন্ ; শোলা > ফোলা ; স্বাদ > ফোয়াদ।

দ্রষ্টব্য ঃ—বলা বাহুল্য, এই সকল ক্ষেত্রে "ফ" ও "হ" সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(iii) "শ", "ষ", "স" বিকল্পে "ছ" হয়। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে হিন্দী প্রভাবের ফলে "স"-গুলির এই অবস্থা ঘটিয়াছে; এবং দন্ত্য, তালব্য ও মূর্দ্ধন্য "ষ" ত্রয়ের কোন উচ্চারণ-পার্থক্য না থাকায়, সমস্ত "স", "শ" "ষ" এর একই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। উদাহরণ—সেঁক> **ছৈক্**; সিম> **ছঁই**; সাবান> **ছঅন্, ছাঅন্**; সামনে> **ছাম্নে, ছম্মে**; **ছিমাইল্** (তুলা)>শিমুল; শন> **ছন্** (একপ্রকার বৃহৎ আকারের মোটা উলু খড়); ষষ্ঠ> **ছ**, ষণ্ডা> **ছাণ্ডা**; শাবক>শাঅক শাও> **ছা** [অথবা অনার্য্য অর্থাৎ মঘা "সা" (অর্থ শাবক) শব্দ হইতে], প্রস্তাব> **পরছতাপ**; শেল> **ছেল্**, সূত্র> **ছুতা** [চট্টগ্রামে "ছুতা" শব্দের অর্থ "ছল্"; ইহাকে গৌণ অর্থ (Secondary Meaning) বলিয়া উল্লেখ করা যায়; ইহার প্রকৃত অর্থ, "সূত্র"; যেমন,—"**হিতে বেয়ারামর্ ছুতা ধরি পরি রইয়ে যে।**">সে রোগের **সূত্র বা ছল্ ধরিয়া** পড়িয়া রহিয়াছে।]; উৎসব> **উচ্ছব্**; শিকল> **ছিঅল্**; বসা> **বোচা, বোছা** (=চেপ্টা; যেমন "**বোচা নাক্**">চেপ্টা নাক); ঘুস> **ঘুচ্, ঘুছ্** (উৎকোচ)।

হ

চট্টগ্রামী উচ্চারণে "হ" বর্ণ প্রায়ই "অ" স্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও এই "অ" স্বর একেবারে বিলীন হইয়া যাইতেও দ্বিধা প্রকাশ করে না। উদাহরণ—"**কাম্ ন হইল না? কাম্ নঅইল্ না**"?>কাজ হইল না কি? হাড়> **আঁড়**; পাসরণ>পাহরণ> **পাঅরন্, পঅরণ**; কাহার> **কেআর্**; পহিলা>পঅইলা> **পৈল্লা**; প্রহরী> **পঅরী**; পশর পহর> **পঅর্** (আলো); প্রহরিয়া> **পইর্য্যা** [যেমন "**তিন্ পইর্য্যা দিন্**>তিন প্রহরের দিন"], অরহর> **অরল্**; মহিষ> **মইষ্, মৈষ্**।

ছদ্মবেশী ব্যঞ্জন-বর্ণ

চট্টগ্রামে এক ব্যঞ্জন-বর্ণ আরও বহু প্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাকে ব্যঞ্জন-বর্ণের ছদ্মবেশ ধারণ বলা যায়। ব্যঞ্জন-বর্ণগুলির এহেন ছদ্মবেশ ধারণের ফলে, সাধু ভাষার অনেক শব্দ চট্টগ্রামী উচ্চারণে সাধু ভাষার শব্দ কি না চিনিয়া লওয়া বা বুঝিয়া উঠা শক্ত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এ-যাবৎ যথোপযুক্ত চট্টগ্রামী শব্দ সংগৃহীত না হওয়ায়, বিশেষতঃ চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায় কোন লিখিত পত্রকাদি নাই বলিয়া, আমরা এই উচ্চারণ-বিধি নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কোন্ কোন ব্যঞ্জন-বর্ণ অধিকভাবে কি অক্ষরে পরিণত হয়, নিম্নে তাহার একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল :—

(সাধু বাঙ্গালা) **ক = গ** (চট্টগ্রামী)

কুঁজা<কুব্জ; **(কাম) গরা**<(কাজ) করা; **বোগা**<বক; **গোঁচ্**<কোঁচা, কাছা; **বুগ্**<বুক; **নাগ্**<নাক; **ছাগ্**<শাক; **চোগ্**<চোক, চোখ।

(সাধু বাঙ্গালা) **ক = খ** (চট্টগ্রামী)

খোয়া, খোবা < কুয়াসা ; **বাখল্, বাকল** < বল্কল ; **খিল্** < কিলক ; **খামার** > কামাগার > কর্ম্মাগার ; **নখল্** < নকল্।

(সাধু বাঙ্গালা) **ক, খ = গ** (চট্টগ্রামী)

"ক" এবং "খ" বর্ণান্ত্য শব্দের সহিত অধিকরণ বাচক "তে" অথবা সম্বন্ধ-নির্দ্দেশক "র" যোগ হইলে, "ক" অথবা "খ" বর্ণ নিয়মিতভাবে "গ" বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়. যথা—পোকার > **পোগর্** ; জোঁকের > **জোগর্** ; শাকেতে > **হাগৎ** ; চাকেতে > **চাগৎ** ; সম্মুখেতে > **হুঁউগে ; হোঁগে ; হোঁগে** পাকেতে > **পাগৎ** ; চোখেতে > **চৌগৎ** ; সুখেতে > **সুগৎ** ; পাখাতে > **পাগৎ** ; মুখেতে > **মুগৎ**।

(সাধু বাঙ্গালা) **খ = ক** (চট্টগ্রামী)

সাধু বাঙ্গালা শব্দান্ত্য হসন্তযুক্ত "খ" চট্টগামী উচ্চারণে প্রায়ই "ক্" বর্ণরূপে উচ্চারিত হয় ; যথা—রাখ্ > **রাক্** ; মাখ্ > **মাক্** ; সুখ > **সুক্** ; দুঃখ > **দুক্** ; মুখ > **মুক্, মু** ; বৈশাখ > **বৈশাক্** ; নখ > **নউক্, নৌগ্** ; (পাখা > **পাক্।**)।

(সাধু বাঙ্গালা) **গ = ক** (চট্টগ্রামী)

যোগ্ > **যোক্** ; রোগ্ > **রোক্** ; ভোগ্ > **ভোক্** ; বেবাগ্ > **বেয়াক্** (সকল) ; পাগল > **পাকল্, পাখল্, পাঅল্** ; লাগ্ > **লাক্** ; (ধানের) গুচ্ছ > (ধানের) **কোঁচা**।

(সাধু বাঙ্গালা) **চ = জ** (চট্টগ্রামী)

হোচট্ > **উজট্** ; চারা > **জালা** (ধানের) ; **বৈজ্জাল্** (খের) > বিচালি (খড়)।

(সাধু বাঙ্গালা) **জ = চ** (চট্টগ্রামী)

কাগজ > **কাঅচ্, কাবচ্** ; বাজনী > **বিটৈন্, বিচইন্** ; গজান > **গাচান্** ; তেজ > **তেচ্** ; বীজ > **বীচ্, বিচ্** ; বুঝ্ > **বুচ্** ; কাজ > **কাচ্** ; সাঁজ > **হাঁচ্** ; লাজ, লজ্জা > **লাচ্** ; তরমুজ > **তর্মুচ্**।

(সাধু বাঙ্গালা) **ড = ঠ** (চট্টগ্রামী)

ডাল, ডালি > **টাইল্, ঠৈল্**।

(সাধু বাঙ্গালা) **ঢ = দ** (চট্টগ্রামী)

ঢেলা > **দলা**।

(সাধু বাঙ্গালা) **দ = ড, ঢ** (চট্টগ্রামী)

দহি, দগ্ধ > **ড'ই** (যথা—"**পরাণ ড'ই গেল্**" > প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল, দোলা > **ডুলি** ; দীঘল > **ডিঅল, ডীঅল্** (যথা—"**দাঅজুন্ ডাঁট্ ডীঅল্**" > দা নামক অস্ত্রের চেয়ে তাহার হাতল দীর্ঘ) ; খাদ-ই > **খাডি** ; দোলনা > **ঢুলইন্, ঢুলৈন্** ; দণ্ড > **ডণ্ডু** ; দাড়িম্ব > **ডালম্**

দাড়(কাক)>ঢোর্(কাউয়া); দণ্ড>ডাণ্ডা ; দেহরী>ডেঅরী (ঘর), দেবা>ডেয়া (গরুর বাছুর); দৌড়ে>ডোঁরে ; ধাক্কা>; ঢেক্কা ; (ঘরের) দাবা, দাওয়া>ডেইনা।

(সাধু বাঙ্গালা) **ধ = জ** (চট্টগ্রামী)

বন্ধ্যা>**ভাঁজা, ভাঁঝা** ; সন্ধ্যা>**হাঁজ** ; বন্ধন>**বাঝন্** (যেমন—**জালৎ মাচ্ বাঝন্**) ; বাদ্য>**বাজা**। বাধ্য (-বাধকতা)>**বাঝা**(-বাঝি) [যেমন,— **তল্লয় কন বাঝা-বাঝি নাই**]।

(সাধু বাঙ্গালা) **ব = ফ, প** (চট্টগ্রামী)

নিবান>**নিফান** ; বোঝা>**ফোঁঝা** ; [তুলনীয়, পুঞ্জ>**ফোজা**] ; নিব (nib)>**নিপ্, নিফ্** ; (পানিতে) ডুবান্—(পানিৎ) **ডুপান্**।

(সাধু বাঙ্গালা) **ব = ম** (চট্টগ্রামী)

ডুব>**ডুম্** ; ডুবুরী>**ডুমালু**।

(সাধু বাঙ্গালা) **ম = ব** (চট্টগ্রামী)

মুকুল>মৌল্>**বৈল্** (আমের ফুল); মল্ল>মাল>**বা'লা** [উদাহরণ—'**রাজারঅ বা'লা খাই খাই ফালা**">রাজাদের মল্ল খাইয়া খাইয়া লাফায়] [পশুর শিং দ্বারা আঘাত করাকেও "**বালা দেঅন্**" বলে ; এই "**বালা**">"ভল্ল", "বল্লম্" হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে]

ব্যঞ্জনবর্ণের বিলোপ

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার অনেক শব্দে সাধু বাঙ্গালা শব্দের ব্যঞ্জন লোপ পাইয়া থাকে। এই ব্যঞ্জন-লোপের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। নিম্নে এহেন শব্দের ব্যঞ্জন-লুপ্তির ধারা নির্ণয়ের চেষ্টা করিলাম।

(i) দুই স্বরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী অনুনাসিক ব্যতীত অপর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, সেই ব্যঞ্জনবর্ণ আত্মগোপন করে ; যথা—ঠাকুর>**ঠাউর্, ঠৌর্** ; ঠমক>**ঠঁঅক্** ; পাগল>**পাঅল্** ; বিভান (সংস্কৃত—প্রভাত-কাল)>**বেআন্** ; ছাগল>**ছাঅল্** ; ঢেকি>**ঢেঁই** ; সাঁকো>**হাঁও ; হঁও** ; ফাঁসি>**ফাঁ'ই** ; ফাগুন>**ফাউন্** ; আগুন>**আউন্, অইন্** ; আপনার>**আঅনার্, অ'নার্, আঅনর্** ; ভাগিনা>**ভাইনা** ; বাসি>**বাই** ; বাসা>**বাআ** ; লাগি>**লাই** ; নাপিত>**নাইত্** ; কাগজ>**কাঅচ্** ; কপাল>**কোয়াল্, কোআল্** ; ভগিনী>**ভইন্** ; আকুল>**আউল্, উল্** ; চিকন>**চিঅন্** ; ধমক>**ধঁঅক্**।

(ii) দুই স্বরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী অনুনাসিক বর্ণ থাকিলে, সেই অনুনাসিক বর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের মাথায় চন্দ্রবিন্দুরূপে উপবিষ্ট হয় ; যথা—কামর>**কাঁঅর** ; মাগু>**মাঁউ** ; ধুমান>**ধুঁআন্** ; চামড়া>**চাঁঅরা, চঁঅরা** ; ঘোমটা>**ঘোঁঅডা, ঘোঁডা** ; শামুক>**হাঁউক্, হাঁউগ্, হোঁগ্**, সমুখ>**হঁউগ্, হোঁগ** ; তোমার>**তোঁআর্** ; আমার>**আঁআর্, আঁ'র্** ; অঙ্গুল>**আঁউল্** ; মঙ্গল>**মঁঅল্** ; ডাঙ্গা>**ডেঁঅ** ; রাঙ্গা>**রাঁআ, রাঁ** ; ভোমরা>**ভোঁঅর', ভোঁরা**,

কমলা>কঁঅলা, কঁলা ; আমলকী>আঁঅলই, আঁঅটেল, অঁলতী ; চামর> চাঁঅর্, চোঁর্ ; ছেমর>ছেঁঅর্ (পিতৃ মাতৃ হীন) ; বিমুণ্ডী> টেঁঅরী বা টিঁঅরী (চুলা) ; মন্থন>মথন্ ; গ্রন্থন> গাঁথন্।

(iii) উচ্চারণকে সহজ করিবার জন্য কোন ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হইলে, তাহার বিলোপ-নির্দ্দেশার্থে পূর্ব্ব শব্দের মাথায় অনুনাসিক বসিতে দেখা যায় ; যথা -কুঁর্<কুউর<কুকুর ; কুঁইলা<কোইলা< কোকিলা ; পিঁরা<পিঅরা<পিপড়া ; কোঁআ<কোয়া ; লেঁউ, লেঁউঁ<লেবু, নেবু ; গুঁজা< কুব্জ ; উঁট্<উষ্ট্র ; ওঁট্<ওষ্ঠ. হাঁতী<হস্তী ; হাঁচা<সাচা<সচ্চ<সত্য ; (ধানের) গোঁছা< গুচ্ছ ; (ধানের) কোঁচা<গুচ্ছ. হোঁত<স্রোত ; কঁইলা<কপিলা, কপিল।

অনুনাসিক

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার অনেক শব্দে অকারণে অনুনাসিক উচ্চারণ দেখা যায়। অনুনাসিক উচ্চারণ-বাহুল্য চট্টগ্রামী বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য। চট্টলবাসীর এহেন অনুনাসিক উচ্চারণ-প্রীতির কারণ কি ? নিম্নের শব্দগুলিতে অনুনাসিক উচ্চারণের কোন কারণ আমরা এযাবৎ নির্ণয় করিতে পারি নাই।

কোঁঝা<বোঝা, পুঞ্জ ; ছেঁছেরান্<ছেচড়ান ; ছুঁই<শিম, সিম ; ভুঁইষ্<তুষ ; পোঁআইতা, পোঁইতা<প্রভাতিয়া ; ডেঁডা<ডাটা ; টেঁআঁ, টেঁয়া<টাকা ; হাঁঅলা< শাপলা ; পিঁধন্<পরন (পিন্ধন) ; ভিঁডা<ভিটা ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন

চট্টগ্রামে সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংযুক্ত অক্ষরযুক্ত শব্দাবলী বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। এই উচ্চারণের একটা বিশেষ ভঙ্গি ও পদ্ধতি আছে। এই ভঙ্গিগুলির প্রকাশ অসম্ভব ; তাই নিম্নে উচ্চারণ-পদ্ধতিই দেওয়া গেল।

(i) চট্টগ্রামী উচ্চারণে সংযুক্ত "ক" এবং "ষ" অর্থাৎ "ক্ষ" নিয়মিত ভাবে "খ"রূপে উচ্চারিত হয় ; যথা—ক্ষেত্র>খেত্ ; ভিক্ষা>ভিখ্. শিক্ষা>হিখা, হিআ (শিখা) ; ক্ষুর>খুর্ ; পক্ষী>পাইখ্, পইক্ ; ক্ষয়>খয় ; ক্ষুদ>খুদ্ ; লক্ষ>লাখ্, লাক্ ; রক্ষা>রক্‌খা।

(ii) শব্দের প্রথমে সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে না : হয় তাহাদের একটি লোপ পায়, নয় তাহারা বিপ্রকর্ষতা লাভ করে অর্থাৎ পরস্পর পৃথক হয় :—

(১) শব্দাদ্যের সংযুক্ত অক্ষর লোপ , যথা—স্পষ্ট>পষ্ট ; শ্রাবণ>শাঅন্ ; শ্মশ্রু>মশ্রু>মচ্ছ্ >মোচ্ ; শ্যাম>শাম্ ; স্থূল>থুল্ [যেমন "থুল্‌থুইল্যা">থুল্‌থুলে>মোটা] ; স্রোত> হোঁত্ ; স্নেহ>মনাই, ছেনা (লাগা). স্পর্শ>পরশ্ ; স্ত্রী>তিরী ; প্রতিদিন>পত্তিদিন্, পইত্তদিন্ ; প্রত্যয়>পইত্য ; স্নান>সেয়ান্ ["সেয়ান" অর্থ <u>চালাক</u>ও হয়] ; জ্ঞান< গেয়ান্ ; জ্ঞাতিগৃহ>নাতিঘর>নাইঅর>নাইঅর্ [মেয়ে লোকের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে

বেড়াইতে যাওয়া]; স্কুল্>**ইস্কুল**; খালন>**খালান্** [গরু, ছাগল ইত্যাদির চামড়া ছাড়ান]; (সংস্কৃত) স্ফারণ>**ফারন্** (যেমন "গাছ্ ফারন্")।

(b) **বিপ্রকর্ষ**; যথা—প্রাণ>**পরাণ**; স্মরণ>**সুমারণ**; স্নান>**সেয়ান** (স্নান, চালাক) জ্ঞান>**গেয়ান**; স্নেহ>**ছেনা** (ছেনা লাগন্=স্নেহ বঞ্চিত হইয়া মনোকষ্ট পাওয়া), শ্রী>**ছিরী**; ত্রিশ>**তিরিশ**; শ্রীফল>**ছিরফল্, ছীরফর্**; প্রেত্>**পেরত্**; ভ্রূ>**ভোঁর্**; প্রস্তাব>**পরছ্তাপ্**; প্লীহা>**পিলাই**, প্রবাসী>**পরবাসী**, প্রথম=**পরথম্**; ভ্রমণ>**ভরমণ্**; প্রচার=**পরচার্**।

(iii) শব্দাদ্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত "ব" অক্ষর পৃথক্ হওয়ার পর "ওয়া" রূপ ধারণ করে, এবং "ওয়া"এর "ও" পূর্ব্ব অক্ষরের সহিত সংযুক্ত হয়, যথা—শ্বাস>শওয়াস>**সোয়াস্**; স্বামী>সওয়ামী>**সোয়ামী**; স্বাদ=সওয়াদ>**হোয়াদ্, ফোয়াদ্**; দ্বার>দওয়ার>**দোয়ার্, দুয়ার্**; দ্বাদশী>দওয়াদশী=**দোয়াদশী**।

(iv) শব্দান্তের সংযুক্ত "র" পৃথক হয়, এবং পৃথক হওয়ার পর "র"-সংযুক্ত অক্ষরটি দ্বিত্ব হয়, যথা—শুক্র>**শুক্কুর্, শুক্কর্**; ছত্র>**ছত্তর্** [যেমন, **"হাপে ছত্তর্ ধইর্গে"** সর্প ছত্র অর্থাৎ ফনা ধরিয়াছে]; চক্র>**চক্কর্** [যেমন **"রাধা চক্কর্"** চক্রাকৃতি বাজি বিশেষ; কিংবা **"হাপর্ চক্কর্"** সর্পের চক্র]; বক্র>**বক্কর্** [যে লোক দুষ্ট, শঠ বা ধূর্ত্ত তাহাকে "**বক্কর্**" বলে; যেমন—**"হিতে মানুষ না? হিতেত উগ্গুয়া বক্কর্**—সে কি ভাল লোক? না সে যে একটি ধূর্ত্ত বা শঠ]; মন্ত্র>**মন্তর্**; যন্ত্র>**যন্তর্**; শাস্ত্র>**শাস্তর্**।

(v) নিম্নলিখিত শব্দ কয়টিতে বিকল্পে মধ্যম অক্ষর দ্বিত্ব হয়; যথা—উনিশ>**উন্নুশ্**, (**উনুশ**); শকুনী>**হক্কুন্, হৌন্**; মুলুক>**মুল্লুক্**; শালুক>**হাল্লুক্** (হালুক), সকল>**হক্কল্** (হঅল্); মাখম>**মক্কন্**।

বর্ণের পূর্ব্বাপর্য্য। (Metathesis)

চট্টগ্রামে ব্যবহৃত সাধুভাষার কোন কোন শব্দে ব্যঞ্জনবর্ণের অগ্রপশ্চাৎ গমন দেখা যায়। এহেন শব্দের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এইস্থলে ঈদৃশ কতিপয় শব্দ লিখিত হইল:—**ফাল্**=লাফ; **রীস্**=ঈর্ষা; **ছিলান্**=ছিনাল, ছেনাল; **বোচ্কা**=বোক্চা (بقچه); **বাক্ষ**=বাক্স; **উর্পে**=উপরে।

বর্ণ-সংযোগ।

পদ-নির্ব্বিশেষে চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় দুই বা ততোধিক শব্দ আবশ্যক মত মিলিত হইতে পারে। এইরূপ শব্দ সংযোগের কয়েকটি নিয়ম এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

(i) "র" এর পর "ল" থাকিলে, "র" বর্ণ "ল"-এতে পরিণত হইয়া সংযুক্ত হয়; যথা—তার্+লাগি=**তাল্লাই**; হাতীর্+লাগি=**হাঁতীল্লাথি**; নর্ (=নড়)+লর্=**লল্লর্**; মাইর্+লাম—

মাইল্লাম্ ; ঘর্ + লইয়ে — **ঘল্লইয়ে** ; ধইর্ + লাম্ — **ধইল্লাম্** ; তার্ + লাগৎ — **তাল্লৎ** ; ভালার + লাগি — **ভালাল্লাই** ; মরিলে — মইরলে — **মৈল্লে, মৈলে** ; ভরিলে — ভইর্‌লে — **ভৈল্লে।**

(ii) "র"-এর পর যে কোন বর্ণ থাকিলে, "র" লুপ্ত হয়, এবং পরবর্ত্তী অক্ষর দ্বিত্ব হয় ; যথা—বাঁধর্ + তলে — **বাঁধত্তলে** ; তার্ + তে — **তাত্তে** ; ফুলর্ + ছাতি — **ফুলচ্ছাতি** ; ঘরর্ + তলে — **ঘরত্তলে** ; ঘর্ + দুয়ার্ — **ঘদ্দুয়ার্** ; বর্ + দুয়ার্ — **বদ্দুয়ার্** ; বর + যাতরী — যাত্রী — **বজ্জাতরি, বয্‌যাতরী** ; ভর + ধরণ — **ভদ্ধরণ** ; [এই অনুসারে <u>**বর্ব্বর**</u> (যেন, "বর + বর" হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে এই অনুমানের উপর) শব্দ চট্টগ্রামে <u>"**বব্বর্**"</u> রূপে উচ্চারিত হয়] ; বড় + দাদা — **বদ্দা** ; বড় + দিদি — **বদ্দি** (ঠাট্টা করিয়া বলা হয়)

(iii) বিবিধ বর্ণ-সংযোগ :—পাশ্ + ছাতি — **পাশ্চাতি — পচ্ছাতি** (খড়ের ঘরের বেড়াকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাশে যে অতিরিক্ত চালা দেওয়া হয় তাহার নাম "**পচ্ছাতি**") ; পাক্ + ঘর — **পাগ্‌ঘর্** ; দেইত (দেখিতে) ন পারি — **দেইন্নপারি** ; আধ্ + খান্ — **আদ্ধান্** ; পাঅং + ধরন্ = **পাঅদ্ধরণ্, পদ্ধরণ্** ; আধা + গুলিন্ — **আধাগ্‌গিন্ ।**

(iv) "গ" অথবা "জ" যখন অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তখন সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে সাহায্য করিবার জন্য "গ" অথবা "জ"-সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে একটি "ই" স্বর আগমন করে, এবং "গ" অথবা "জ" একেবারে পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হয় ; যথা—**আইস্য** = আসিও, বা আসিয়াছে ; **মাইজ্জে** = মারিয়াছে ; **কইর্গ** — করিও, বা করিয়াছ ; **ধইজ্জম্, ধইর্গম** = ধরিব ; **বাইজ্জাই, বাইর্গাই** — পিটাইয়া ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শব্দান্ত্য বা শব্দাদ্য শব্দাবলী।

(Suffixes and Prefixes)

সাধু বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় চট্টগ্রামী বাঙ্গালায়ও শব্দান্ত্য বা শব্দাদ্য শব্দাবলীর অভাব নাই। ইহাদের অধিকাংশই এই জাতীয় বাঙ্গালা শব্দের অপভ্রংশ, আবার কতকগুলি অন্য ভাষা হইতে গৃহীত, আর কতকগুলির মূল নির্ণয় করা যায় না। এই শব্দগুলির সংযোগে চট্টগ্রামী বাঙ্গালা বিচিত্র ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এই স্থানীয় বিকাশকে দুর্বোধ্য করিবার পক্ষে শব্দান্ত্য ও শব্দাদ্য শব্দাবলীর প্রভাবও কম নহে। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে শুধু এহেন শব্দাবলীরই আলোচনা করা হইল।

(a) অ ঃ—ইহা বাঙ্গালা অধিকন্তু বাচক শব্দান্ত্য "ও" এরই কথঞ্চিৎ দীর্ঘ "অ" রূপ মাত্র। উদাহরণ—ঝড়েও – **ঝরেঅ** ; লাটিও – **লাড়িঅ** ; কথায়ও – **কথায়অ** ; চাউলও – **চৈল্অ** , পথেতেও – **পঁথৎঅ** ; লোহাও – **লোয়াঅ** ; ভাতও – **ভাত্অ।**

(b) অলা ঃ—ইহা হিন্দী "ওয়ালা" শব্দেরই অপভ্রংশ। ইহা বিশেষ্য পদের শেষে বসিয়া "মালিক" বা অধিকারী বুঝায়। উদাহরণ—ঘরওয়ালা – **ঘর্অলা** – ঘরের মালিক ; পয়সাওয়ালা – **পৈছাঅলা** – পয়সার অধিকারী অর্থাৎ ধনী ; টাকাওয়ালা – **টেঁআঅলা, টেঁয়াঅলা** – ধনী, মাথাওয়ালা – **মাথাঅলা** – বুদ্ধিমান ; ছাম্পানওয়ালা – **ছাম্পানঅলা** – মাঝি।

(c) আ ঃ—ইহা বাঙ্গালা নাস্তিবোধক শব্দাদ্য শব্দ মাত্র। উদাহরণ—"**আগাছা**" – ভাল গাছ নয় এই অর্থে অর্থাৎ বাজে গাছ ; "**আবাছা**" – অবচ্ছ – অপথ্য ; "**আনাইল্যা**" – নাল অর্থাৎ নিয়ম নাই এই অর্থে "**অতিরিক্ত**" ; "**আভাইক্যা**" – না ভাবাইয়েই যাহা ঘটে অর্থাৎ "হঠাৎ" "**আনুনা**" – লবণহীন ; "**আবিঅতা**" – অবিবাহিত ; **আভাইগ্যা** – হতভাগা।

(d) আলী ঃ—ইহা একটি বাঙ্গালা শব্দান্ত্য শব্দ, প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইহা যে বিশেষ্য পদের পরে বসে, সেই বিশেষ্য পদ-সংশ্লিষ্ট কাজ নির্দেশ করে, যথা—

ঠাউরালী – ঠাকুরের কাজ।

বাইন্দালি – বাঁদীর বা চাকরাণীর কাজ।

চাতুরালী – চতুরের কাজ।

মাইঝ্যালী – মাঝির কাজ।

গিরস্থালী – গৃহস্থ লোকের কাজ।

পাইজ্জালী – পাজির কাজ।

গাউরালী – "গাবুর" বা চাকরের কাজ।

মিতালী – (মিত্র + আলী) – বন্ধুত্ব।

দ্রষ্টব্য ঃ—"হিতে **হাউডালী-খাউডালী** করিয়ারে কন ডৌলে চাইর্‌গুয়া খার্‌"-সে প্রাণান্ত কষ্ট করিয়া বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিয়া কোন প্রকারে চারিটা খাবার জোটাইতেছে। এখানে নিম্নরেখ চট্টগ্রামী শব্দ দুইটির প্রকৃত অর্থ কি?

(e) উন্‌ ঃ—ইহা সাধু বাঙ্গালা ভাষার **"গুলিন্‌"** শব্দেরই অপভ্রংশ। ইহা হসন্তযুক্ত শব্দের শেষে সংযুক্ত হইলে, হসন্তযুক্ত বর্ণটিকে দ্বিত্ব করে; যথা—**গরুউন্‌**-গরুগুলি; **মাচ্ছুন্‌**=মাছগুলি; **পক্কীউন্‌**-পক্ষীগুলি; **পইক্কুন্‌**-পক্ষীগুলি; **গাচ্ছুন্‌**-গাছগুলি; **ভেরাউন্‌** ভেড়াগুলি; **মানুষ্যুণ**-মানুষগুলি।

(f) উয়া ঃ—ইহা নির্দ্দিষ্ট প্রাণী বা বস্তু নির্দ্দেশক শব্দ। বাঙ্গালা **"টা"** অথবা **"টি"** শব্দের শেষে বসিয়া যে অর্থ বুঝায়, ইহাও অবিকল সেই অর্থ নির্দ্দেশ করে। ইহা যে শব্দের শেষে যুক্ত হয়, তাহার গঠন অনুসারে, কয়েকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহার পদ্ধতি এইরূপ :—

(i) শব্দান্ত্য "র" বা "ড়" হসন্তযুক্ত হইলে, ঐ শব্দের শেষে যদি "উয়া" প্রত্যয় যোগ করা হয়, তবে "র" বা "ড"-এর হসন্ত উচ্চারণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি "গ"-এর আগমন হয়, এবং ঐ "গ"-এর সহিত **"উয়া"** যুক্ত হয়, যথা—ইন্দুর্‌+উয়া=**উন্দুর্‌গুয়া**; তীর্‌+উয়া=**তীর্‌গুয়া**; চারি=চাইর্‌+উয়া=**চাইর্‌গুয়া**; সারি=সাইর্‌+উয়া=**সাইর্‌গুয়া**, দাড়ি=দাঁইর্‌+উয়া=**দাঁইর্‌গুয়া** [**"পরখেলার"** অঙ্কিত কোঠার রেখা], কুকুর=কুঁর্‌+উয়া=**কুঁর্‌গুয়া**।

(ii) যে কোন হসন্ত অক্ষরান্ত শব্দের শেষে **"উয়া"** যোগ করিলে, হসন্ত অক্ষরটি দ্বিত্ব হয়; যথা—তিন্‌+উয়া=**তিন্নুয়া**, এক্‌+উয়া=**এগ্‌গুয়া=ঐগ্‌গুয়া**; মাছ্‌+উয়া=**মাচ্ছুয়া**; বাঁশ্‌+উয়া=**বাঁশ্‌শুয়া**; গাছ্‌+উয়া=**গাচ্ছুয়া**, বেবাক্‌+উয়া=**বেয়াগ্‌গুয়া**, শয়তান্‌+উয়া=**শতান্নুয়া**।

(iii) "আ" অথবা "উ" স্বরাশ্রিত অক্ষরান্ত শব্দের শেষে স্বচ্ছন্দের সহিত **"উয়া"** প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—বেটা+উয়া=**বেডাউয়া**; ভোমরা+উয়া=**ভোঁরাউয়া**; কাঁটা+উয়া=**কেঁডাউয়া**; গরু+উয়া=**গরুউয়া**, বউ+উয়া=**বউউয়া**; টাকা+উয়া=**টেঁআঁউয়া**।

(g) কন্‌, কন ঃ—এই শব্দ দুইটি যথাক্রমে সাধুভাষার **"কোন্‌"** এবং **"কোন"** শব্দদ্বয়ের অপভ্রংশ। শব্দ দুইটি নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় ব্যবহৃত হয়; যথা—**কন্‌ দুক্কে**=কোন্‌ দুঃখে; **কন সুক্‌ নাই**=কোন সুখ নাই; **কন কেঅন্‌**=কোন কেহ; **কণ্ডে**=কোন্‌+ঠাঁই; **কঁত্তে**=কোন্‌+অক্তে; **কন্‌ মানুষ্‌**=কোন্‌ লোক।

(h) কে ঃ—এই **"কে"** হিন্দীর অফুরন্ত ভাবজ্ঞাপক **"কে"** শব্দ বলিয়া মনে হয়। ইহা যখন কোন বিশেষ্য পদের শেষে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই বিশেষ্য পদটি আবার "কে"-এর পরে আসিয়া বসে। ইহার অর্থ "অনেক," "অফুরন্ত," "বহু" প্রভৃতি। যথা—

বিল্‌কে বিল্—অফুরন্ত বা অনেক বিল।

বন্‌কে বন্— " " " বন।

রাইৎকে রাইৎ—বহু বা অনেক রাত্রি।

মাইল্‌কে মাইল্— " " " মাইল।

(i) খান্ ঃ—বাঙ্গালা "খানা" শব্দটি চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় "খান্"-এর আকারে কয়েক ভাবে ব্যবহৃত হয়। যে কয়েকভাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা হইল।

(a) "র" ব্যতীত যে কোন ব্যঞ্জন বর্ণান্ত শব্দের শেষে "খানা" নির্দ্দেশক "খান্" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, মূল শব্দান্ত ব্যঞ্জনটির যেই অক্ষর হয়, "খান্" শব্দের "খ" ঠিক সেই অক্ষরে রূপান্তরিত হইয়া, মূল শব্দান্ত ব্যঞ্জনটির সহিত সম্মিলিত হয়; যথা—

তিন্ + খান্ – তিন্নান্।
সাত্ + খান্ – হাত্তান্।
পরাণ্ + খান্ – পরান্নান্।
ঠোঁট্ + খান্ – ঠোঁট্টান্।
কাম্ + খান্ = কাম্মান্।
বাঁক্ + খান্ – বাঁউক্কান্।

দশ্ + খান – দশ্‌শান্।
পাচ্ + খান্ = পাঁচ্চান্।
বিছান্ + খান – বিছান্নান্।
কুড়ুল্ + খান্ – কুরৈল্লান্।
মাপ্ + খান – মাপ্পান্।
বাপ্ + খান্ – বাপ্পান্।

(b) শব্দের শেষে "র" থাকিলে, "খান" শব্দের "খ" বর্ণ "গ" বর্ণে রূপান্তরিত হয়; যথা—

চারি + খান্ – চাইর্‌গান্।
ঘর্ + খান্ – ঘর্‌গান্।
জুঁইর্ + খান্ = জুঁইর্‌গান্।

খড় + খান্ – খের্‌গান্।
(তদেব) সর্ + খান – হর্‌গান্।
ভাঁইর্ + খান্ – ভাঁইর্‌গান্।

(c) স্বর শেষান্ত শব্দের শেষে "খান্" যোগ হইলে, "খান্" শব্দের "খ" বর্ণ একেবারে উঠিয়া যায়, এবং "খান্"-এর "আন্" টুকু অবশিষ্ট থাকে; যথা—ঐ + খান্ = (অইখান) ঐআন।

দুই + খান্ – দুইআন্।
ছ + খান্ – ছআন্।
দা + খান্ – দাআন্।

বই + খান্ = বইআন্।
ন + খান্ – নআন্।
সাজি + খান্ – হাজিআন্।

খন্তা + খান্ - খন্দাআন্ দড়ি + খান্ - দরিআন্।
ছুরি + খান্ - ছুরিআন। বৌটা + খান্ - বঁড়ুআন্।

(j) গাছ ঃ—চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় সাধু বাঙ্গালার "গাছি" শব্দ "গাছ্ হয়; যথা—একগাছি—এক্গাছ্; দুইগাছ্; তিন্গাছ্; চাইর্গাছ্; পাঁচ্গাছ্; বারগাছ্; কুরিগাছ্; খের্গাছ্; চুল্গাছ্।

(K) ত ঃ—ইহার উচ্চারণ "ত + অ" এর সমান। সাধু ভাষায় ভ্রাতৃ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য "তুত" শব্দ ব্যবহারের (যেমন, মাসতুত, খুড়তুত ইত্যাদি) যে নিয়ম আছে, এই "ত" তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। উদাহরণ—মামত, মাঁঅত = মামতুত; খুরত, খোঅত = খুড়তুত; জেঠত, জেঅত = জ্যেঠতুত; চাচত = খুরত = খুড়তুত; খালত = মাসতুত; তালত = তালইতুত [ভগ্নী বা ভ্রাতার শ্বশুরের পুত্র]

(l) ৎ, এ ঃ—অধিকরণ বাচক বাঙ্গালা "তে", চট্টগ্রামে হয় "ৎ" নয় "এ"রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের ব্যবহারের নিয়ম এইরূপ:—

(i) শব্দের শেষে স্বাধীন "উ" থাকিলে, অথবা একটী ব্যঞ্জনবর্ণ-সম্পন্ন স্বরাশ্রিত শব্দ হইলে তাহার শেষে "এ" যোগ হয়; যথা—বউএ; ঝিএ; বাঁএ = বামে; ঘিএ, রাএ = শব্দে; ঘাএ।

দ্রষ্টব্য ঃ—"নুনে-ফেনে" কথাটী ব্যতিক্রম। ইহার অর্থ "বেশ স্বচ্ছল অবস্থায়"; যেমন—

"হিতে চাইর্গুয়া নুনে-ফেনে খার্"—সে বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাইতেছে।

(ii) উপর্যুক্ত প্রকারের শব্দ ব্যতীত অপরাপর সকল শব্দে "ৎ" যুক্ত হয়। যে শব্দের সহিত "ৎ" যুক্ত হয়, তাহা হসন্তান্ত শব্দ হইলে, ঐ হসন্ত উঠিয়া গিয়া "ৎ" যুক্ত হইয়া থাকে; যথা—পঁথৎ = পথেতে; ঘাঁডৎ = ঘাটেতে; হাঁসিৎ = হাসি + তে; গরুৎ = গরুতে; কাঁশিৎ = কাশি + তে; মধুৎ = মধুতে।

(m) তুন্ ঃ—বাঙ্গালা "হইতে" বা "থেকে" অথবা "চাইতে" কি "চেয়ে" অর্থে শব্দের শেষে "তুন্" ব্যবহৃত হইলে, "তুন্" শব্দ "ত্তুন্" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা—

গাছত্তুন্ = গাছ হইতে।
মাঁউত্তুন্ - মামা হইতে।
গরুত্তুন্ - গরু হইতে।
মাইনষত্তুন্ - মানুষ হইতে।
বাঁশত্তুন্ - বাঁশ হইতে।
মধুত্তুন্ - মধু হইতে।
বিছানত্তুন্ - বিছানা হইতে।
ঘিঅত্তুন্ - ঘি হইতে।

"গরুত্তুন্ ছাঅল্ ছোড" = গরুর চেয়ে ছাগল ছোট।

"বউঅত্তুন্ ঝি বারে" = বউএর চেয়ে ঝি বাড়ে।

"মাত্তুন্ বউ বেশী না?" = মার চেয়ে বউ বেশী কি?

(n) তে :—ইহা "অধিকার" বা "নৈকট্য" বুঝায়। ইহা যখন শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়, তখন আবশ্যক মত "ত্তে" বা "অত্তে" রূপ গ্রহণ করে; যথা—

আঁত্তে = আমার + তে [আমার কাছে বা অধিকারে]

তোঁআত্তে = তোমার + তে [ঐ]

মাইন্ষত্তে = মানুষর + তে [ঐ]

গরুত্তে = গরুর + তে [ঐ]

বউঅত্তে = বউ + তে [ঐ]

(o) দি :—ইহা বাঙ্গালা "আনুকূল্য"-জ্ঞাপক "দিয়া" শব্দেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইহার ব্যবহার এইরূপ:—

(i) ইহা "র" অক্ষরান্ত শব্দের শেষে যুক্ত হইলে, "র" লোপ পায় এবং "দি" শব্দের "দ" দ্বিত্ব হয়; যথা—আঁদ্দি = আমার + দি; হিতাদ্দি = সেই + তার্ + দি; তোঁআদ্দি = তোমার + দি, বাঅদ্দি = বাপর্ + দি; মাদ্দি = মার্ + দি; ঘদ্দি = ঘর্ + দি; ভাদ্দি = ভার্ + দি; লদ্দি = লর্ + দি।

(ii) "র" অক্ষরান্ত শব্দ ব্যতীত অপর সর্ববিধ শব্দে "দি" যোগ করিতে হয়; যথা—গাছ্দি; বাঁশ্দি; পোয়াদি; বউদি; মধুদি, বরুকাঁদি = বঁড়শী দিয়া, হিয়াল্দি, কুঁর্দি।

(p) বা :— ইহা নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণী নির্দ্দেশক শব্দ। ইহা কেবল হ্রস্ব বা দীর্ঘ ইকারান্ত শব্দের শেষেই বসিয়া থাকে; যথা—"পাড়িবা" = পাটিটা বা পাটিটি, "ভারীবা" = ভার বহনকারী লোকটি; হাঁরিবা; ঘড়িবা; ঘরিবা; বাঁশীবা; লাড়িবা, বেডীবা।

(q) বে—"নাস্তি" অর্থে হিন্দী "বে" শব্দটি চট্টগ্রামেও "নাই" বা "নয়" অর্থে বহু ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যথা—

বেডৌল্ = সাধারণতঃ "ডৌল" বা শ্রী নাই অর্থে।

[ইহা কখন কখন "খুব বেশী" এই অর্থ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়; যেমন—"হিতে বেডৌল্ কাম করের্" = সে খুব বেশী কাজ করিতেছে।]

বেতাইল্যা—তাল নাই অর্থাৎ শৃঙ্খলা নাই এই অর্থে।

বেঢঙ্গা—বিশ্রী; ঢং নাই এই অর্থে।

বেদোমা—"দুবম" (ফা: دوم—দ্বিতীয়) বা দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধিতার দ্বিতীয় নাই এই অর্থে = অদ্বিতীয় নির্ব্বোধ।

বৈতাল্—বে + তাল; তাল নাই এই অর্থে। যে মেয়ে কোন তাল না রাখিয়া পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা মেয়ে।

(r) র ঃ—ইহা বাঙ্গালা সম্বন্ধ নির্দ্দেশক "এর্" শব্দের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। এই "র" চট্টগ্রামে দুইভাবে ব্যবহৃত; তাহা এইরূপ—

(i) হসন্তান্ত শব্দের শেষে "র" যোগ হইলে, হসন্ত চিহ্ন উঠিয়া যায়; যথা—**গাছর্** = গাছের; **বাঁশর্**—বাঁশের; **গরুর্; বাঁশীর্; হাতর্; বইর্; মার্; পইরর্**।

(ii) শব্দের শেষে স্বাধীন "উ" অথবা একটি ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত স্বরাশ্রিত শব্দ থাকিলে, সম্বন্ধের "র", "অর্" রূপে পরিণত হয়; যথা—**বউঅর্**—বধূর; **লউঅর্**—রক্তের, লহুর; **জাউঅর্; ঝিঅর্; ঘিঅর্; ঘাঅর্; নাঅর্**—নৌকার।

(s) রা ঃ—এই "রা", শব্দের শেষে ব্যবহৃত হইলে, শব্দ সংশ্লিষ্ট অর্থের "যুক্ততা", "সাদৃশ্য", বা "অভ্যস্ততা" নির্দ্দেশ করে; যথা—

চিত্তারা, চিতরা = চিত্রযুক্ত, দাগপড়া (Spotted)। **পুতারা, পুতরা** = পুত্রসদৃশ বা স্থানীয় [কন্যার দেবর বা পুত্রের শালার জন্য ব্যবহৃত হয়।]

পোক্করা, পোক্চরা = পোকাভক্ষবৎ; কীটভুক্ত সদৃশ।

(আগে) মাতরা == (সকলের আগে) কথা কহিতে অভ্যস্ত।

হাগরা = "হাগিতে" অর্থাৎ বাহ্য করিতে অভ্যস্ত।

মুতরা = "মুতিতে" অর্থাৎ প্রস্রাব করিতে অভ্যস্ত।

হাঁড়রা = হাটিতে অভ্যস্ত।

বাঁড়রা = বাটিতে হইবে এমন; বণ্টন করিবার উপযুক্ত।

(t) রঅ ঃ—সাধু ভাষার গোষ্ঠী নির্দ্দেশক "দের্" (যেমন—রামদের, সেনদের, মামাদের) চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় "রঅ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়; যথা—

কাজীরঅ – কাজীদের।
কাকারঅ – কাকাদের।
রামরঅ – রামদের।
পিআরঅ – পিসাদের।
সেনরঅ – সেনদের।
মঁাউরঅ – মামাদের।
শেখরঅ – শেখদের
ফুআরঅ – ফুফা – পিসাদের।

(u) রে ঃ—কর্ম্মকারক নির্দ্দেশক শব্দান্ত্য "কে" শব্দকে চট্টগ্রামে "রে" এবং "অরে" দিয়া প্রকাশ করা হয়। এই "রে" এবং "অরে" শব্দদ্বয়ের ব্যবহার বিধি, সম্বন্ধ-সূচক "র" এবং "অর্-"এর অনুরূপ; যথা—

"ধোআরে কাঅর্ দে" = ধোপাকে কাপড় দাও; গাছরে; বাঁশরে; বাঘরে; গরুরে; বউঅরে; ঝিঅরে; ঘাঅরে।

(v) হা ঃ—এই "হা" শব্দ অভাব নির্দ্দেশ করার জন্য শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—

হাভাত্ = ভাতের অভাব অর্থে।
হাফোয়াদ – স্বাদের " " ।
হাতেইল্যা – তৈলের " " ।
হামরিচ্যা – মরিচের " " ।
হানুনা – লবণের " " ।
হাদাইল্যা, হাদেইল্যা – দেখার অভাব অর্থে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াপদ।

বাঙ্গালার অপরাপর জেলার লোকের পক্ষে, চট্টগ্রামী বাঙ্গালা বুঝিবার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়,—ক্রিয়াপদের রূপ। ক্রিয়াপদের রূপগুলি অদ্ভুত হইলেও, উশৃঙ্খল নয়। সাধারণতঃ কোন না কোন ধারা অবলম্বন করিয়া চট্টগ্রামী বাঙ্গালার ক্রিয়াপদগুলি নানা কাল ও বিভিন্ন পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই ধারা নির্দ্ধারণার্থে নিম্নে আমরা কতকগুলি সাধারণ ক্রিয়া পদের ব্যবহার-বিধি লিখিয়া দিলাম।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান। (Present indefinite)

আঁই যাই	খাই	ধরি	উরি	আনি	মারি
তুঁই যাও	খাও	ধর	উর	আন	মার
হিতে (তে) যায়	খায়	ধরে	উরে	আনে	মারে

দ্রষ্টব্য ঃ—

(i) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান। ক্রিয়াপদগুলি সাধু ভাষারই অনুরূপ।

(ii) "আসি" ক্রিয়া উপর্য্যুক্ত রূপের ব্যতিক্রম। ইহার রূপগুলি এইরূপ :—

আঁই আ'ই—আমি আসি।

তুঁই আইঅ—তুমি আস।

হিতে বা **তে আইয়ে**—সে আসে।

(iii) কর্ত্তার বচন অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। সকল বচনে ক্রিয়া একরূপ থাকে।

বর্ত্তমান। (Present progressive)

আঁই যাইর্	করির্	দির্	মারির্	লইর্
তুঁই যাঅর্	করর্	দেঅর্	মারর্	লঅর্
হিতে যার্	করের	দের্	মারের্	লর্

দ্রষ্টব্য ঃ—উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে ধাতুর সহিত যথাক্রমে "ইর্" "অর্" এবং "এর্" যোগে বর্ত্তমান। ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

অনদ্যতনী (Persent perfect)

আঁই কর্গি, কজ্জি	মার্গি, মাজ্জি	ধর্গি, ধজ্জি	দিয়ি	লয়ি	খায়ি	গেয়ি
তুই কইর্গ, কইজ্জ	মাইর্গ, মাইজ্জ	ধইর্গ, ধইজ্জ	দিইঅ	লইঅ	খাইঅ	গেইঅ
হিতে, কইর্গে, কইজ্জে	মাইর্গে, মাইজ্জে	ধইর্গে ধইজ্জে	দিইয়ে	লইয়ে	খাইয়ে	গেইয়ে

দ্রষ্টব্য ঃ—

(i) উপরে দুই প্রকারের ক্রিয়া আছে। ইহাদের কতকগুলি "র"-কারান্ত (যেমন—করা, ধরা, মারা ইত্যাদি) এবং আর কতকগুলি "ওয়া"-অন্ত্য (যেমন—দেওয়া, খাওয়া, লওয়া প্রভৃতি)। "র"-কারান্ত ক্রিয়াগুলি ধাতুর সহিত উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে যথাক্রমে "গি"—"জ্জি", "ইর্গ"—"ইজ্জ", এবং "ইর্গে"—ইজ্জে" যোগে নিষ্পন্ন, এবং "ওয়া"-অন্ত্য ক্রিয়াগুলি ধাতুর সহিত "য়ি", "ইঅ" এবং "ইয়ে" যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(ii) "র"-কারান্ত ক্রিয়াগুলিতে যে "গি", "ইগ" এবং "ইগে" রূপ দেখান হইয়াছে, তাহা ফটিকছড়ী থানার প্রায় সর্ব্বত্রকে এবং ফটিকছড়ী থানার সীমান্তবর্ত্তী রাউজান ও হাটহাজারী থানার কতকাংশকে বাদ দিয়া চট্টগ্রামের যাবতীয় দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আছে।

(iii) উপরোক্ত দ্বিবিধ অনদ্যতনী ক্রিয়া ব্যতীত অপরাপর সকল অনদ্যতনী ক্রিয়ার অন্ত্য অক্ষর দ্বিত্ব হইয়া উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে যথাক্রমে "ই", "ইঅ", এবং "ইএ" যোগে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; যথা—

আঁই হাঁট্টি	রাক্কি	আস্সি	উট্‌ঠি	বাঁট্টি
তুঁই হাঁইট্ট	রাইক্ক	আইস্স	উইট্‌ঠ	বাঁইট্ট
হিতে হাঁইট্টে	রাইক্কে	আইস্সে	উইট্‌ঠে	বাঁইট্টে

পরোক্ষা (Past perfect)

আঁই কর্গিলাম, কজ্জিলাম্	মার্গিলাম	খা-ইলাম্	লই-লাম	হাঁটিলাম
তুঁই কর্গিলা কজ্জিলা	মার্গিলা	খা-ইলা	ল-ইলা	হাঁটিলা
হিতে কইর্গেল, কইজ্জেল্	মাইর্গেল	খাইএল্	লইএল	হাঁইট্টেল্

দ্রষ্টব্য ঃ

পরোক্ষা ক্রিয়ার রূপগুলি অনদ্যতনী ক্রিয়ার রূপগুলির সহিত "লাম", "লা" এবং "এল" যোগে নিষ্পন্ন হয়।

পুরানিত্যবৃত্তা

আঁই বইস্তাম্	চাঁইট্তাম	আইস্তাম্	কইত্তাম্	লইতাম্	দিতাম্
তুঁই বইস্তা	চাঁইট্তা	আইস্তা	কইত্তা	লইতা	দিতা
হিতে বইস্ত	চাঁইট্ত	আইস্ত	কইত্ত	লইত	দিত

দ্রষ্টব্য ঃ—

(i) "র"-কারান্ত ব্যতীত অপরাপর সকল পুরানিত্যবৃত্তা ক্রিয়ার রূপ, উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে যথাক্রমে "তাম", "তা", "ত" যোগে নিষ্পন্ন হয়।

(ii) "র"-কারান্ত পুরানিত্যবৃত্তা ক্রিয়াগুলি "ত্তাম" "ত্তা" "ত্ত" যোগে নিষ্পন্ন হয়।

ভবিষ্যতী (Future)

আঁই কইর্গম, কইজ্জম	মাইর্গম্	বইস্সম্	চাঁইট্টম্	খাইয়্যম্	যাইয়্যম্
তুঁই করিবা (গরিবা)	মারিবা	বইবা	চাঁড়িবা	খাইবা	যাইবা
হিতে করিব (গরিব)	মারিব	বইব	চাঁড়িব	খাইব	যাইব

দ্রষ্টব্য ঃ—ধাতুর সহিত "অম" "বা", এবং "ব" যোগে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষের রূপগুলি নিষ্পন্ন হয়।

সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়া

বর্ত্তমান কাল।	অতীত কাল।	ভবিষ্যৎ কাল।
আঅনে আস্তন্ = আপনি আসিতেছিলেন।	আঅনে আইস্তান্ আছিলান্ আপনি আসিতেছিলেন।	আঅনে আইবাক্ = আপনি আসিবেন।
তাঁই আস্তন্ = তিনি আসিতেছেন।	তাঁই আইস্তান্ আছিলান্ = তিনি আসিতেছিলেন।	তাঁই আইবাক্ = তিনি আসিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—ধাতুর সহিত বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে যথাক্রমে "তন্", "তান্ আছিলান" এবং "বাক্" যোগে সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অনুজ্ঞা (Imperative)

সম্ভ্রমার্থে	আঅনে আস্তক্	কর্ত্তক্	মার্ত্তক্	হাঁট্তক্	দেতক্	যাতক্
ঐ	তুঁই আইঅ	করঅ	মারঅ	হাঁটঅ	দেঅ	যাঅ
তুচ্ছার্থে	তুই আয়	কর্	মার্	হাঁট্	দে	যা
ঐ	হিতে আইয়ক্	করক্	মারক্	হাঁডক্	দেঅক্	যাঅক্

দ্রষ্টব্য ঃ—

(i) উত্তম পুরুষে সম্ভ্রমার্থে অনুজ্ঞায় "**তক্**" ভাগান্ত ক্রিয়া।
মধ্যম ,, ,, ,, "**অ**" ,, ,, ।
,, ,, তুচ্ছার্থে ,, সাধু ভাষার অনুরূপ।
নাম ,, ,, ,, "**অক্**" ভাগান্ত ক্রিয়া।

(ii) নাম পুরুষে সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদগুলিতে কোন প্রভেদ নাই ; যেমন—"**হিতে আইয়ক্**", "**তাঁই আইয়ক্**"। কিন্তু চট্টগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে নাম পুরুষে সম্ভ্রমার্থে এইরূপও দেখা যায়,—"**তাঁই আইয়ন্**"।

নিষেধিনী (Negative)

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় নিষেধসূচক শব্দ "**ন**", "**নঅ**", "**না**", "**ক্যা**" বা "**ক্যা**"। এই শব্দগুলির ব্যবহারে বেশ একটু তারতম্য দেখা যায়। ব্যবহার-বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(i) সাধারণভাবে অনিচ্ছা বা অসম্মতি প্রকাশ করিবার জন্য ক্রিয়ার আগে "**ন**" বসে ; যথা,—**ন যাই**=যাই না ; **ন করি**, ন গরি=করি না ; **ন মাজ্জিলা, ন মার্গিলা**=মারিয়াছিলে না ; **ন খাইয়ম্**=খাইব না।

(ii) ভবিষ্যৎকালে প্রবল অনিচ্ছা বা অসম্মতি (Emphatic negation) জ্ঞাপন করিবার জন্য পুরানিত্যবৃত্তা ক্রিয়ার পরে "**ন**"এর "**অ**" স্বর দীর্ঘ হইয়া "**নঅ**" হয়, যথা—**দিতাম্ নঅ**=(কিছুতেই) দিব না ; **মাইত্তাম্ নঅ**=(কিছুতেই) মারিব না, অথবা কথা বলিব না ; **যাইতাম্ নঅ, লইতাম্ নঅ**।

(iii) মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত অনুজ্ঞা ক্রিয়ার পর "**না**" বসিলে, ক্রিয়া সম্পাদনে কর্ত্তার

সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এমন বুঝায়; যেমন—"তুঁই যাঅ না" = তুমি ইচ্ছা করিলে যাইতে পার (না গেলেও পাঠাইবার অধিকার আদেষ্টার নাই)।

(iv) বক্তা যখন শ্রোতার কাছ হইতে অসম্মতিটী উত্তরস্বরূপ লাভ করিতে বাসনা করে তখন ক্রিয়ার পরে "না" বসে; যথা—

আঁই খা'ই না ? – আমি কি খাইয়াছি ? অর্থাৎ খাই নাই।

আঁই খাই না ? = আমি কি খাইয়া থাকি ? অর্থাৎ খাই না।

তুঁই গেইলা না ? – তুমি কি গিয়াছিলে ? অর্থাৎ যাও নাই।

তুই যাবি না ? – তুই কি যাবি ? অর্থাৎ যাইস্ না।

হিতে মারিব না ? = সে মারিবে ? অর্থাৎ মারিবে না।

তে লইব না ? – সে কি লইবে ? অর্থাৎ লইবে না।

(v) পুরানিত্যবৃত্তা ক্রিয়ার পর যখন "না" বসে, তখন বক্তা শ্রোতার আদেশ প্রার্থনা করে: যথা—

আঁই আইস্তাম্ না ? = আমি আসিব কি ? অর্থাৎ আদেশ পাইলে আমি আসিতে পারি, নতুবা নয়।

তুঁই কইতা না ? = তুমি বলিবে কি ?

হিতে আইস্ত না ? – সে আসিবে কি ?

(vi) "কা" বা "ক্যা" হিন্দীর "কেঁউ" (کیوں) শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অর্থ "কেন"। উদাহরণ—

আঁই হেঅন্ যাইয়ম্ কা বা ক্যা ? – আমি সেইরূপ যাইব কেন ?

হিতে আইয়ের্ কা ? – সে আসিতেছে কেন ?

তুঁই যাইতা ক্যা ? – তুমি যাইবে কেন ?

তে খায় ক্যা ? = সে খায় কেন ?

ক্রিয়া-সংক্রান্ত প্রত্যয়

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় ক্রিয়া-সংক্রান্ত প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব বেশী নয়। যে কয়েকটি প্রত্যয় সচরাচর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রধান: যথা—

(i) আই ঃ—এই প্রত্যয় বিশেষ্য পদ বা ধন্যাত্মক শব্দের শেষে বসিয়া, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করে: যথা—লাইত্থাই, লাইথ্যাই = লাথি দিয়া; ঘো'নাই – ঠোক্না দিয়া; মুইক্কাই – মুষ্ট্যাঘাত করিয়া; কইন্নাই – হাতের কনুই দিয়া আঘাত করিয়া; ছুর্‌ছুরাই – ছর্ ছর্ শব্দ করিয়া; এইরূপ—ফর্‌ফরাই; মর্‌মরাই; কর্‌করাই; ঝর্‌ঝরাই; ঝন্‌ঝনাই; ফোঁস্কাই – ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া; ধুঁয়াই – ধূম উদ্গীরণ করিয়া; ঝালাই – লাফাইয়া।

(ii) **ইন্যা** ঃ—এই প্রত্যয় ক্রিয়ার অন্তে বসিয়া কার্য্যের কারক বুঝায় ; যথা—**তোলইন্যা**—যে তোলে ; **মারইন্যা**—যে মারে ; **খাঅইন্যা**—যে খায় ; **যাঅইন্যা**—যে যায় ; **মূলাইন্যা**—যে দর করে ; **মরইন্যা**—যে মরে ; **ধরইন্যা**—যে ধরে ; **হাগইন্যা**—যে বাহ্য করে ; **দেঅইন্যা**—যে দিয়া থাকে, দাতা।

(iii) **চোনা** :—ইহা অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার শেষে সংযুক্ত হয় এবং ক্রিয়ার অর্থকে প্রবল (emphatic) করিয়া তোলে, যথা :—**ধা-চোনা**=অর্থাৎ পালাও পালাও, **আয়-চোনা**=আস না হে ; **যা-চোনা**=যাওনা হে।

(iv) **য়্যা=্যা** ঃ—এই প্রত্যয় শব্দের শেষে বসিলে নানা প্রকার অর্থ বুঝায়, তাহা এইরূপ :—

(a) ইহা ক্রিয়ার অন্তে বসিলে কার্য্যের কারক বুঝায় ; যথা,—**মারইয়্যা**=যে মারে ; **দেঅইয়্যা**—যে দিয়া থাকে ; **ভাঙ্গইয়্যা**—যে ভাঙ্গে ; **খাঅইয়্যা**—যে খায়।

(b) ইহা বিশেষ্য পদের অন্তে বসিলে, তাহাকে বিশেষণে পরিণত করে ; যথা,—**বাইগইন্যা**—বেগুনে ; **আজাইর্গ্যা**=আলসে [ইহা ফারসী "আজার"—কুষ্ঠরোগ হইতে উৎপন্ন] ; **বেয়ারাইম্যা**—রোগা ; **পীরাইল্যা**—অসুস্থ, (**এক**) **চইক্যা**—(এক) চোখে ; (**হরিণ**) **কাইন্যা**—উৎকর্ণ। **ঝাউল্যা**—ঝালযুক্ত ; **পাইন্যা**—পানসে।

(c) ইহা ধ্বন্যাত্মক শব্দের অন্তে বসিলে, সেই ধ্বনিসংশ্লিষ্ট গুণাত্মক বলিয়া বুঝায় ; যথা—

ঝুল্‌ঝুইল্যা—ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন।
পের্‌পেইষ্যা=অতিরিক্ত কথা বলে এমন।
মচ্‌মইচ্যা=মচ্ মচ্ শব্দ করে এমন।
পাট্‌পইট্যা—বেশ স্পষ্ট।
টিম্‌টিম্যা—পেট ভর্ত্তি হইয়াছে এমন।
পেচ্‌পেইচ্যা—ঝগড়াটে প্রকৃতির।
লল্লইষ্যা, লল্লইর্গ্যা—নড় নড় প্রকৃতির।
হরহইষ্যা, হরহইর্গ্যা—তরল ; টলটলে।
গুল্‌গুইল্যা—গোলাকার ; বর্তুলাকৃতিবিশিষ্ট।

(iv) **য়াল্=্যাল্** ঃ—ইহা বিশেষ্য পদের শেষে ব্যবহৃত হইয়া, তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যকারক বুঝায় ; যথা—

ঘাইট্যাল্—ঘাটিয়াল অর্থাৎ যে খেয়াঘাটের মাঝি বা পাটুনী।
পাইট্যাল্—যে পাটি প্রস্তুত করে।
মাইট্যাল্, মেইট্যাল্=যে মাটি কাটার কাজ করে।
লাইঠ্যাল্—যে লাঠি চালনা করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ্।

বচন, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম।

বচন

চট্টগ্রামী বুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে বচন তিনটি; কেননা চট্টগ্রামের লোকেরা তিন বা ততোধিক সংখ্যা বুঝান ব্যতীত অপর বিষয়ে বহুবচন ব্যবহার করেন না। "দুই" সংখ্যা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বদা এ জেলার লোক "দোন জন্", "দুনুয়া", "দুয়া" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। বহুবচন নির্দ্দেশের জন্য "হঅল্" (< সকল), "উন্" (< উলিন্<গুলিন) বহুল প্রচলন দেখা যায়। "উন্" শব্দটি সকল শব্দের পরে বসিতে পারে; কিন্তু "হঅল্" শব্দটি মনুষ্য বা তত্তুল্য উৎকৃষ্ট জীবের জন্য বসিয়া থাকে। নিম্নে বচনগুলির উদাহরণ প্রদত্ত হইল:—

একবচন।	দ্বিবচন।	বহুবচন।
দেঅতা—দেবতা	দেঅতা দোনজন্	দেঅতাহঅল্, দেঅতাউন্
মনুষ	মানুষ দোনজন্	মানুষ হঅল্, মানুষ্যুন্
পোয়া—ছেলে	পোয়া দুনুয়া, দুয়া	পোয়াউন্, পোয়াহঅল্
গরু	গরু দুনুয়া; দুয়া	গরুউন্ (গরু হঅল্)
গাছ	গাছ দুনুয়া, দুয়া	গাচ্ছুন্
দাঁত্	দাঁত্ দুনুয়া, দুয়া	দাঁত্তুন্
পাইক্—পাখী	পাইক্ দুনুযা, দুয়া	পইক্কুন্

দ্রষ্টব্য:—

(i) ইতর জীবের এক বচনের সহিত "উন্" শব্দের যোগে সাধারণতঃ বহুবচন করা হয়; কিন্তু "হঅল্" বা "হক্কল্" শব্দযোগে বহুবচন করিলে ইতর জীবের গুণসম্পন্ন মানুষ বুঝায়; যেমন—

(i) "ঐডা গরু হঅল্ (হক্কল্) তোয়া কিছু বুঝছ্ নি?"—হে গরুর মত নির্ব্বোধ লোকগণ, তোমরা কিছু বুঝ কি?

(ii) "হেই ফুঅর্ (হুঅর্) হঅলর্ কথা ন কঅ"—সেই শূকরের মত লোকগুলির কথা কহিও না।

(c) "বাঁদর্ হঅলর্ (হক্কলর্) জ্বালায় থাইত্ ন পারিব্"—বানরের মত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের যন্ত্রণায় থাকিতে পারিতেছি না।

(ii) নিম্নের কয়েকটি শব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসিয়া বহুবচন নির্দ্দেশ করে, কিন্তু বিশেষ্য পদটিতে বহুবচনের কোন চিহ্ন থাকে না। এইগুলি বিশেষণধর্ম্মী বহুবচনাত্মক শব্দ। শব্দগুলি এইরূপ :—

বৌৎ<বউৎ<বহুত [বৌৎ কথা কইয়ম্—অনেক কথা বলিব।]

কৌআ—কয়েকটা ["কৌআ বই আন্"—কয়েকটা বই আন।]

কদ্দুআ, কদ্দুগ্‌গা, কদ্দুউন্, কদ্দুনী—কতকগুলি।

কত্তাইন্, কত্তাক্কিন্—কত + খান, খানি।

হেত্তাইন্, হেত্তাক্কিন্, হেত্তাক্কাইন্=ততখানি।

[বেয়াগ্‌গুণ, বেয়াগ্‌গিন্, বেয়াগ্‌গাইন্—"বই বেয়াগ্‌গুণ লঅ" পুস্তক সকলগুলিন লও।]

(iii) এই প্রসঙ্গে এই শব্দ দুইটী আবশ্যকীয় :—

এই গুলিন্—ইউন্, ঈ'ন্।

ঐ গুলিন্—ঐউন্, ঐঈ'ন্।

বিভক্তি।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার বিভক্তির চিহ্নগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু বাঙ্গালা হইতে পৃথক; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু বাঙ্গালার ক্ষুদ্র সংস্করণ। নিম্নে চট্টগ্রামী বাঙ্গালার বিভক্তির চিহ্নগুলির যে "টেবল" প্রদত্ত হইতেছে, তাহা হইতে এ বিষয় বিশদভাবে পরিস্ফুট হইবে।

বিভক্তির চিহ্ন

বিভক্তি।	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	×	উন্; ইন্
দ্বিতীয়া	রে	উনরে; ইনরে
তৃতীয়া	দি	উন্দি; ইন্দি
চতুর্থী	রে	উনরে; ইনরে
পঞ্চমী	তুন্	উনতুন্; ইন্তুন্
ষষ্ঠী	র্, অর্	উনর্; ইনর্
সপ্তমী	অত্তে	উনত্তে; ইনত্তে

যে কোন প্রকারের শব্দের শেষে বিভক্তির এই চিহ্নগুলি যোগ করিলে শব্দরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভক্তির এই চিহ্নগুলির ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম আছে ; তাহা এই :—

(a) প্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে **"উন্"** এবং তজ্জাতীয় বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত হয় ; যথা— **মানুষ্যুন্ ; গরুউন্ ; ছাঅল্লুন্ ; মাচ্ছুন্ ; পাইক্কুন্** ইত্যাদি।

(b) অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে সাধারণতঃ **"ইন্"** এবং তজ্জাতীয় বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত হয়, যথা—**লউইন্ ; ঘিইন্ ; পানিইন্ ; জল্লিন্ ; গাচ্ছিন্ ; বাঁশ্শিন্** ইত্যাদি।

(c) অপ্রাণীবাচক হ্রস্ব বা দীর্ঘ ই-কারান্ত শব্দের বহুবচনে সর্বদা **"উন্"** এবং তজ্জাতীয় বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত হয় ; যথা—**মাডিউন্ ; পাডিউন্ ; খাডিউন্ ; গাদীউন্ ; বাজীউন্ ; হাজিউন্**—সাজিগুলি ; **বিরিউন্—বিড়িউন্ ; খিচিউন্**—আঁটিগুলি ; **তিসিউন্—তীউন্ ; ভাত্তীউন্**—হাঁপরগুলি।

(d) তরল পদার্থের জন্য সর্বদা **"ইন্"** এবং তজ্জাতীয় বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত হয় ; যথা— **দুদ্দিন্ ; জল্লিন্ ; পানিইন্ ; লউইন্ ; বরফ্ফিন্ ; চিনিইন্ ; দইইন্ ; শরবত্তিন্ ; মুত্তিন্**—প্রস্রাবগুলি ; **লেস্স্যায়াইন্**—লালাগুলি।

(e) গার্হস্থ্যজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলির জন্য বহুবচনে প্রায় **"উন্"** এবং তজ্জাতীয় বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত হয় ; যথা—**চৈল্লুন্ ; ধান্নুন্ ; বালুশ্শুন্ ; পাডিউন্ ; হাঁরিউন্ ; ভাত্তুন্ , পাতিলাউন্, ঘডিউন্ ; বাডিউন্ ; করাইয়াউন্ ; লাইউন্**—টুকরীগুলি।

(f) **"উন্"** বিভক্তির যোগে কখনও কখনও **"অকর্ত্তিত"** বা **"অসিদ্ধ"** অর্থ নির্দেশ করে, এবং **"ইন"** বিভক্তির যোগে **"কর্ত্তিত"** বা **"সিদ্ধ"** অর্থ বুঝায়, যথা—

মাচ্ছুন্— আস্ত মাছগুলি ; **মাচ্ছিন্**—কর্ত্তিত বা রন্ধিত মাছের টুকরাগুলি।
গাচ্ছুন্= " গাছগুলি ; **গাচ্ছিন্**=কর্ত্তিত এবং টুকরা টুকরা কাঠগুলি।
চা-উন্—অসিদ্ধ চা-গুলি ; **চা-ইন্**=খাইবার উপযোগী চা-গুলি।
আম্মুন্— আস্ত আমগুলি ; **আম্মিন্**—কর্ত্তিত ও খাইবার উপযোগী আমগুলি।
নাইর্কল্লুন্— " নারিকেলগুলি ; **নাইর্কল্লিন্**—নারিকেলের ভিতরের শাঁসগুলি।
মরিচ্চুন্— " মরিচগুলি ; **মরিচ্চিন্**—পেষা মরিচগুলি।
ফল্লুন্— " ফলগুলি ; **ফল্লিন্**—কর্ত্তিত ও খাইবার উপযোগী ফলগুলি।

শব্দরূপ

"পোয়া" শব্দের রূপ		"গরু" শব্দের রূপ	
পোয়া	— পোয়াউন্	গরু	— গরুউন্
পোয়ারে	— পোয়াউন্রে	গরুরে	— গরুউনরে
পোয়াদি	— পোয়াউন্দি	গরুদি	— গরুউন্দি
পোয়ারে	— পোয়াউনরে	গরুরে	— গরুউনরে

"পোয়া" শব্দের রূপ		"গরু" শব্দের রূপ	
পোয়াত্তুন্ —	পোয়াউনত্তুন্	গরুত্তুন্ —	গরুউনত্তুন্
পোয়ার্ —	পোয়াউনর্	গরুর্ —	গরুউনর্
পোয়াত্তে —	পোয়াউনত্তে	গরুত্তে —	গরুউনত্তে

"দুধ (দুধ)" শব্দের রূপ।

দুধ	—	দুধুন্
দুধরে	—	দুধুনরে
দুদ্দি	—	দুধুন্দি
দুধরে	—	দুধুনরে
দুধত্তুন্	—	দুধুনত্তুন্
দুধর্	—	দুধুনর্
দুধত্তে	—	দুধুনত্তে

সর্ব্বনাম।

সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সর্ব্বনামের চট্টগ্রামী সঙ্কোচনে চট্টগামী বাঙ্গালার সর্ব্বনাম পদগুলি গঠিত। চট্টগ্রামের অন্যান্য শব্দ যে নিয়মের অনুসরণ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে, সর্ব্বনাম পদগুলিও সেই নিয়মানুসারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। নিম্নের "টেবল"গুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(ক) ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম

(i) কর্তৃকারকে

আঁই <আমি।	আঁ'রা, আঁআরা <আমরা।
তুঁই <তুমি।	তোঁঅরা, তোঁআরা <তোমরা।
তে, হিতে = সে।	তারা, হিতারা = তাহারা।

দ্রষ্টব্য ঃ—

(a) নাম পুরুষের "তে" বা "হিতে" স্ত্রী লিঙ্গে, যথাক্রমে "তেই, তাই" বা "হিতী" হয়।

(b) "তুঁই" শব্দ সম্ভ্রমার্থক ও তুচ্ছার্থক শব্দের মাঝামাঝি ভাব প্রকাশ করে। ইহা পূর্ণ সম্ভ্রমার্থক ভাব প্রকাশের সময় "আঅনে" (আপনি) এবং পূর্ণ তুচ্ছার্থক ভাব প্রকাশের জন্য "তুই" রূপ ধারণ করে।

(c) সম্ভ্রমার্থে কর্তৃকারকে ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনামগুলির রূপ এইরূপ হয় :—

আঅনে <আপনি	—	আঅনারা <আপনারা।
তাঁই, তেঞি <তিনি	—	তানারা, তেনারা <তাঁহারা

(ii) কর্ম্মকারকে

আঁ'রে < আঁআকে < আমাকে।	আঁ'রারে < আমাদিগকে।
তোঁআরে < তোমাকে।	তোঁআরারে < তোমাদিগকে।
তারে, হিতারে = তাহাকে।	তারারে, হিতারারে = তাহাদিগকে।

(iii) সম্বন্ধ পদে

আঁ'র্ < আঁআর্ < আমার।	আঁ'রার্ < আমাদের।
তোঁআর্ < তোমার।	তোঁআরার্ < তোমাদের।
তার্, হিতার্ = তাহার।	তারার্, হিতারার্ < তাহাদের।

(iv) করণ কারকে

আঁ'দ্দি < আঁআর্দি < আ'মা দিয়া।	আঁ'রাদ্দি < আমাদিগের দিয়া।
তোঁআদ্দি < তোমা দিয়া।	তোঁআরাদ্দি < তোমাদের দিয়া।
তাদ্দি, হিতাদ্দি = তাহার দিয়া।	তারাদ্দি, হিতারাদ্দি = তাহাদের দিয়া।

(v) অপাদান কারকে

আঁ'ত্তুন্ = আমা হইতে।

তোঁআত্তুন্ = তোমা হইতে।

তাত্তুন্, হিতাত্তুন্ = তাহার হইতে।

আঁ'রাত্তুন্ = আমাদিগের হইতে।

তোঁআরাত্তুন্ = তোমাদিগের হইতে।

তারাত্তুন্, হিতারাত্তুন্ = তাহাদিগের হইতে।

(vi) অধিকরণ কারকে।

আঁ'ত্তে < আমার + তে = আমাতে।	আঁ'রাত্তে = আমাদিগেতে।
তোঁআত্তে = তোমাতে।	তোঁআরাত্তে = তোমাদিগেতে।
তাত্তে, হিতাত্তে = তাহার মধ্যে।	তারাত্তে, হিতারাত্তে = তাহাদের মধ্যে;

(খ) দিকজ্ঞাপক সর্ব্বনাম শব্দ

(i) ইন্দি – এই + থান + দি = এই + স্থান + দিয়া।
উন্দি – ঐ + থান + দি = ঐ + স্থান + দিয়া।
হিন্দি – হেই + থান + দি = সেই + স্থান + দিয়া।
কুন্দি = কোন্ + থান + দি – কোন + স্থান + দিয়া।
যিন্দি – যেই + থান + দি – যেই + স্থান + দিয়া।

(ii) ইঁ'ক্যা = এই + মুখিয়া – এই + মুখে (অভিমুখে)।
উঁ'ইক্যা – ঐ + মুখিয়া – ঐ + মুখে। [মিক্যা – মুখিয়া]
হিঁ'ক্যা – হেই + মুখিয়া – সেই + মুখে।
কুঁ'ইক্যা – কোন্ + মুখিয়া – কোন + মুখে।
যিঁ'ক্যা – যেই + মুখিয়া – যেই + মুখে।

(iii) এমুই – এই + মুখী। | ঐমুই – ঐ + মুখী
হেইমুই = হেই + মুখী। | কোন্মুই, কন্মুই – কোন + মুখী।
যেমুই, যেইমুই – যেই + মুখী।

(গ) স্থান বাচক সর্ব্বনাম

(i) ইঁঅৎ – এই + থানৎ – এই + স্থানেতে। [এই কাইৎ]
উঁইঅৎ = ঐ + থানৎ – ঐ + স্থানেতে। [ঐ কাইৎ]
হিঁঅৎ = হেই + থানৎ – সেই + স্থানেতে। [হেই কাইৎ]
কন্নৎ = কোন্ + থানৎ = কোন্ + স্থানেতে। [কন্ কাইৎ]
যিঁঅৎ = যেই + থানৎ = যেই + স্থানেতে। [যেই কাইৎ]

(ii) এণ্ডে – এই + ঠেঁ = এই + ঠাঁইতে। [এডে]
অণ্ডে = ঐ + ঠেঁ – ঐ + ঠাঁইতে। [অডে]
হেণ্ডে – হেই + ঠেঁ – সেই + ঠাঁইতে। [হেডে]
কণ্ডে – কোন + ঠেঁ = কোন্ + ঠাঁইতে। [কডে]
যেণ্ডে – যেই + ঠেঁ – যেই + ঠাঁইতে। [যেডে]

(iii) ইনী – এই + থানৎ + ই (নিশ্চিতার্থে) – এই + স্থানে + ই।
উনী – ঐ + থানৎ + ই („) – ঐ + স্থানে + ই।
হিনী – হেই × থানৎ + ই („) = সেই + স্থানে + ই।
যিনী – যেই + থানৎ + ই („) = যেই + স্থানে + ই।

(ঘ) বস্তুবাচক সর্ব্বনাম

এক বচন		বহুবচন
ইবা—ইহা ; এই ব্যক্তি	…	ইউন্—এইগুলি ; ইহারা।
উইখা—উহা ; ঐ ব্যক্তি	…	ঐউন্—ঐগুলি ; উহারা।
হিবা—তাহা ; সেই ব্যক্তি	…	হিউন্—সেইগুলি ; তাহারা।
কন্নুয়া—কোনটা …	…	কন্নুন্—কোনগুলি ; কাহারা।
যিবা, যেইবা—যেটি	…	যিউন্—যেগুলি ; যাহারা।

বহুবচনে কেবল বস্তুর জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

ঈইন্—এই বস্তুগুলি।
হিইন্—সেই বস্তুগুলি।
কন্নিন্—কোন বস্তুগুলি।
যেইন্—যেই বস্তুগুলি।

(ঙ) সময়জ্ঞাপক সর্ব্বনাম

কঁক্তে—কোন + অক্তে (وقت — সময়)।
যেঁক্তে—যেই + অক্তে।
হেঁক্তে—সেই + অক্তে।
এঁক্তে—এই + অক্তে।
অঁক্তে—ঐ + অক্তে।

দ্রষ্টব্য :—"যেঁক্তে", "হেঁক্তে", "এঁক্তে", "অঁক্তে" শব্দ চতুষ্টয়ের অনুনাসিক উচ্চারণের কারণ বোধ হয়, "কঁক্তে" শব্দের "ন" বিলুপ্তিসূচক অনুনাসিকের প্রভাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ—লিঙ্গ; সংখ্যা; তুচ্ছার্থক শব্দ; একটি গল্প; বার, মাস, পক্ষী ও মৎস্যের নাম; ফল, ফুল; তরকারী বিবিধ বস্তু।

এই পরিচ্ছেদে আমরা কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিব। চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যাবৃত বেড়াজালকে আরও রহস্যাবৃত করিবার পক্ষে এই সাধারণ বিষয়গুলির হাত কম নহে। সুতরাং ইহাদের বিষয় আলোচিত না হইলে, চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য সম্যক্‌রূপে উন্মোচিত হইবে না বলিয়াই, ইহাদের বিষয়ও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

লিঙ্গ

সাধু বাঙ্গালার ন্যায় চট্টগ্রামী বাঙ্গালা শব্দ পুং, স্ত্রী ও ক্লীব লিঙ্গে ত বিভক্ত আছেই, তদুপরি উভয় লিঙ্গের (Common gender) বাহুল্যও দৃষ্ট হয়। এই লিঙ্গ নির্দ্দেশের নানাবিধ সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। তবে লিঙ্গ পরিচিহ্ন করিবার মোটামোটি নিয়ম এইরূপ :—

(ক) মানুষ এবং তাহার সম্বন্ধবাচক শব্দের পৃথক পৃথক পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশক শব্দ আছে।

(খ) সমুদয় অপ্রাণীবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

(গ) কয়েকটি বিশিষ্ট প্রাণী ব্যতীত সমুদয় প্রাণীবাচক শব্দ উভয়লিঙ্গ। তাহাদের লিঙ্গ নির্দ্দেশ করিবার জন্য নানা সাঙ্কেতিক শব্দ আছে; যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

(ক) মানুষ সম্পর্কিত শব্দ

চট্টগ্রামে নানাভাবে মানুষ সম্পর্কিত শব্দের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সকল পন্থা অবলম্বনে লিঙ্গ নির্ণীত হয়, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ :—

(i) **বিভিন্ন শব্দের দ্বারা লিঙ্গ নির্ণয়।**

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ
পুত্‌ (পুত্র)	... ...	**ঝি** (কন্যা।
পুত্‌রা, পুতারা (পুত্রের সম্বন্ধী বা শালা এবং কন্যার দেবর বা ভাসুর)	...	**ঝিয়ারী** (পুত্রবধূর বড় বা ছোট ভগ্নী এবং জামাতার বড় বা ছোট ভগ্নী)
বেটা (পুত্র)	... ...	**মাইয়া** (মেয়ে)
তালৈ (ভাই বা ভগ্নীর শ্বশুর)	...	**মঁই, মোঁই** (ভাই বা ভগ্নীর শাশুড়ী)
গর্ব্বা (পুরুষ অতিথি)	...	**নাইঅরী** (মেয়ে অতিথি)
দেঅর্‌ (দেবর)	...	**ননন্‌** (ননন্দ, ননদ)
ভাইর (ভাসুর)	...	**নন্নশ্‌** (স্বামীর বড় বোন)

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ
বদ্দা (বড় দাদা ; বড় ভাই)	...	ভাউজ, ভৈজ (বড় ভ্রাতৃবধূ)
বনাই (ভগ্নীপতি)	...	ভাউজ (ভ্রাতৃবধূ)
হুজন্ (স্বজন্—স্ত্রীর ভগ্নীপতি)	...	হালী (শ্যালিকা) জেঠ্ঠোছ, জেট্টোছ (পত্নীর বড় বোন্)
দেওর্, ভাইর্	...	জাল্ (স্বামীর ভ্রাতৃবধূ)
জামাই (স্বামী)	...	বউ, বৌ (স্ত্রী)
ভাই (ভ্রাতা)	...	ভইন্, ভৈন্ (ভগ্নী)
নেক্ (স্বামী—খারাপ অর্থে)	...	মৌগ, মোগ (স্ত্রী—খারাপ অর্থে)
কাবিল ("চতুর" অর্থে পুরুষের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—তে বর্ কাবিল্ না'ই—সে (পুরুষ) কি বড় (চতুর্) ?	...	নেকাইন্ (চতুরা স্ত্রীলোকের বিশেষণরূপে)
লাং (উপপতি)	...	চেম্নী (উপপত্নী)

(ii) বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গবোধক "আনী" চট্টগ্রামে "আইন্" হয়।

সাধু বাঙ্গালা			চট্টগ্রামী বাঙ্গালা
ঠাকুরানী	...	...	ঠাউরাইন্
সাধুনী—সাধুয়ানী	...	...	সাউধাইন্
চৌধুরাণী	...	...	চৈধরাইন্

(iii) নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে "ঈ" যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় ; যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
ভাইনা (ভাগিনেয়)	ভাইনী (ভাগিনেয়ী)
কাউ (কাকা)	কাঈ (কাকী)
মাঁউ (মামা)	মাঁঈ (মামী)
পিয়া [ফুয়া] (পিসা)	পী [ফু] (পিসী)
হালা (শালা)	হালী (শালী)
নানা (মায়ের পিতা)	নানী (মায়ের মাতা)
দাদা (বাপের পিতা)	দাদী (বাপের মাতা)
হউর (শ্বশুর)	হঅরী (শাশুড়ী)
বুরা (বুড়া)	বুরী (বুড়ী)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
হুঁঅড়া (দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী)	হুঁঅড়ী (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী)
সৎ (সাধু, সচ্চরিত্র)	সর্ত্তী, সত্তী (সচ্চরিত্রা)
বেড়া (ব্যক্তি—তুচ্ছার্থে)	বেড়ী (স্ত্রীলোক—তুচ্ছার্থে)
ডোঁ'না (মৎস্যজীবী)	ডু'নী (মৎস্যজীবিনী)
পেরত্ (প্রেত ; অপরিষ্কার ব্যক্তি)	পেরতী (পেত্নী ; নোংড়া মেয়ে)
অ'ড়া (ও বেটা)	অ'ড়ী (ও বেটী)
টোনা (ঐ নামীয় পক্ষীর ন্যায় লোক)	টুনী (ঐ নামীয় পক্ষীর ন্যায় স্ত্রীলোক)

(iv) '<u>ই</u>'-ভাগান্ত শব্দগুলি শুধু "<u>ন্</u>" যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় ; যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
নাতি (পৌত্র)	নাতিন্ (পৌত্রী)
পতি (প্র-পৌত্র)	পতিন (প্র-পৌত্রী)
বেয়াই (পুত্র বা কন্যার শ্বশুর)	বেয়াইন্ (পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী)

(v) "ইয়্যা" যুক্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত "নী" যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় ; যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
চোরাইয়্যা (চোর)	চুরণী।
দেঅইয়্যা (দাতা)	দেঅনী।
খাঅইয়্যা (খাদক)	খাঅনী।
কামাইর্গা, কামাইজ্জা (কর্ম্মকার)	কামান্নী।
কুঁয়াইর্গা কুঁয়াইজ্জা (কুম্ভকার)	কুঁয়ান্নী।
ধুইর্গা, ধুইজ্জা (রজক)	ধুউন্নী।
নাইতা (নাপিত)	নাইতনী।

(vi) "ইনী" যোগে স্ত্রীলিঙ্গ :—

তেলি	তেলিনী
মঘ	মঘিনী
ঝুঁই	ঝুইনী
বাঘ	বাঘিনী

(গ) প্রাণীবাচক শব্দ

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কয়েকটি বিশিষ্ট প্রাণী ব্যতীত অপর সমুদয় প্রাণীবাচক শব্দ উভয় লিঙ্গ। নিম্নলিখিত প্রকারে ইহাদের লিঙ্গ নির্ণীত হয় :—

(i) এক বা ভিন্ন শব্দের দ্বারা লিঙ্গ নির্দ্দেশক প্রাণীবাচক শব্দ ঃ—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
পুরুষ; মানুষ	মাইয়ালা, মাইয়েলা
ভেইর্গা, ভেইজ্যা (পুং ভেড়া)	ভেন্নী (স্ত্রী ভেড়া)
হাঁসা (পুং হাঁস)	হাঁসী (হংসী)
পাঁডা (পাঁটা)	পাঁডী (পাঁটী)
কুত্তা (কুকুর)	কুত্তী (কুকুরী)
ঘুইর্গা, ঘুইজ্যা (অশ্ব)	ঘুন্নী (অশ্বী)
টোনা (টুনটুনী পক্ষী)	টুনী
হাঁত্তী (হস্তী)	হাঁত্তিনী

(ii) কতিপয় গৃহপালিত প্রাণীর জন্য পুং-স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশক বিভিন্ন প্রকারের শব্দ আছে। এই শব্দগুলি যথাক্রমে সঠিক ভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

গৃহপালিত প্রাণীগুলির নাম।	পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশক শব্দ।	স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশক শব্দ।
কইতর – কবুতর।	নর্ (কইতর)	পারই (কইতর)
মইষ – মহিষ।	চেলা (মইষ)	মাদাম্ (মইষ)
পোয়া – ছেলে।	মুনিষ, মুনুষ (পোয়া)	মাইয়্যা (পোয়া)
ডেয়া – গরুর বাছুর।	দাঁঅরা (ডেয়া)	কারুল্ (ডেয়া)
কুরা – কুক্কুট।	রাতা (কুরা)	কুঁরী (কুরা)
গরু।	বিরিষ (গরু)	গাই (গরু)
হরিণ।	মা-লা (হরিণ)	মা-লী (হরিণ)
ছাঅল্ – ছাগল।	পাঁডা (ছাঅল্)	পাঁডী, ছাঈ (ছাঅল্)

(iii) উপর্য্যুক্ত বিবিধ প্রাণী ব্যতীত অপরাপর সমুদয় প্রাণীর পুং এবং স্ত্রী লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য যথাক্রমে "মদ্দা" এবং "মাদী" শব্দ প্রাণী শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহার করিতে হয় ; যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
মদ্দা চিল্	মাদী চিল্
মদ্দা উন্দুর্	মাদী উন্দুর্
মদ্দা মাছ ইত্যাদি	মাদী মাছ ইত্যাদি।

সংখ্যা

চট্টগ্রামী বুলিতে সংখ্যাগুলিও সমস্ত বিষয়ে সাধু বাঙ্গালার অনুরূপ নহে। যে যে বিষয়ে ইহা সাধু বাঙ্গালা হইতে পৃথক তাহা নিম্নে দেখান হইল।

মৌলিক সংখ্যা Cardinal number.	ক্রমবোধক সংখ্যা। Ordinal number.	উদাহরণ।
এক	পর্‌থম্, পৈলা; পইলা।	পর্‌থম্ ভাগ—প্রথম ভাগ।
দুই	দুতীয়	দুতীয়া বিআ—দ্বিতীয় বিবাহ।
তিন্	তিতীয়	তিতীয় কথা—তৃতীয় কথা।
চাইর্	চউত্থ	চউত্থ পাঠ—চতুর্থ পাঠ।
পাঁচ	পাঁচর্	পাঁচর্ ঘর্ বন্ হইয়ে—পঞ্চম ঘর বন্ধ হইয়াছে।
ছ	ছঅর্	ঐরূপ।
হাত	হাতর্	ঐরূপ।
আষ্ট	আষ্টর্	ঐরূপ।
ন	নঅর্	ঐরূপ।
দশ্	দশর্	ঐরূপ।

দ্রষ্টব্য :—

(i) পাঁচ হইতে সমস্ত ক্রমবোধক (Ordinal number) সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার (Cardinal number) সহিত "র্" যোগে নিষ্পন্ন হয়।

(ii) দশের পর হইতে যে সকল সংখ্যা সাধু ভাষা হইতে পৃথক হয় তাহা এইরূপ :—

চৈদ্দ=১৪ ; পোঁদরঅ=১৫ ; হোল=১৬ ;
হতরঅ=১৭ ; আঢারঅ=১৮ ; উন্নশ=১৯ ;
এগৈশ্=২১ ; পোঁচৈশ্=২৫ ; হাতাইশ্=২৭ ;
আঢাইশ্=২৮ ; উনতিরিশ=২৯ ; তিরিশ্=৩০ ;

উন্‌চাল্লিশ্‌—৩৯ ; চাল্লিশ্‌—৪০ ; তেয়াল্লিশ্‌—৪৩ ;
চৌচাল্লিশ্‌—৪৪ ; পাঁচচল্লিশ্‌—৪৫ ; ছচল্লিশ্‌—৪৬ ;
উন্‌পাঞ্চাইশ্‌—৪৯ ; পাঞ্চাইশ্‌—৫০ ; এক্‌পান্ন—৫১ ;
ছাইট্ট—৬০ ; এক্‌ছাইট্ট—৬১ ; হত্তৈর্‌—৭০
এক্‌ শ, শ—১০০ ; দুইশ—২০০ ; আষ্ট শ—৮০০ ;
একহাজার, হাজার—১০০০ ।

তুচ্ছার্থক শব্দ

(i) ব্যক্তি বা জাত বিশেষের প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য ব্যক্তি বা জাতনির্দ্দেশক শব্দের শেষে "য্যা—্যা" যোগ করিতে হয় ; যথা—

সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে	সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে
রামচরণ	রামচরইন্যা	তারক	তারইক্যা
আলি	আইল্যা	মালেক	মালেইক্যা
রহিম	রইম্যা	মালি	মাইল্যা
কানাই	কানাইয়্যা	কামার	কামাইর্গা,
মুচি	মুইচ্যা	কামাল	কামাইল্যা
চোরা	চোরাইয়্যা	বাইন্যা (সোনার বেণে)	বাইন্নাইয়্যা
ছুতার (সূত্রধর)	ছুতাইর্গা, ছুতাইজ্যা	বুড়া	বুইজ্যা

(ii) ব্যক্তি বা জাতবিশেষের প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য ব্যক্তি বা জাতনির্দ্দেশক হসন্তযুক্ত শব্দের শেষে বিকল্পে "আ"-স্বর যোগ করিতে হয় ; যথা—

সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে	সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে
পাঅল্‌—পাগল	পাঅলা	বাঅন্‌—ব্রাহ্মণ	বাঅনা
চোর্‌	চোরা	নাইত্‌—নাপিত	নাইতা
ডোম্‌	ডো'না	ফইর্‌—ভিক্ষুক	ফইরা

(iii) স্ত্রীলোক বিশেষের প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য নামের শেষে "নী" যোগ করিতে হয় ; যথা—

সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে	সাধারণভাবে	তুচ্ছার্থে
কুলুওমা—কুলসুমা	কুলুওনী	ঘঅদা—যোবয়দা	ঘঅদনী
রাধা	রাধনী	যশদা—যশোদা	যশদনী

বিরক্তিজ্ঞাপক বাক্য

চট্টগ্রামী বাঙ্গালায় বিরক্তি প্রকাশক বাক্যের অভাব নাই। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব নিম্নে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

পাঅর্ বলাই – পদের বিপদ
অ পোরা কোআল্ – হে পোড়া কপাল
মরারে মরা – মরণ রে মরণ !
ঠেঁঅর্ দাঁরি – পায়ের দাড়ি
ঝাঁড়ার্ বারি – ঝাটার আঘাত
ম্যাইল্যা পীরা – মড়ক

সাত বারের নাম

রই বার্ < রবিবার
সম্ বার্ < সোমবার
মঁঅল্ বার্ < মঙ্গলবার
বুদ্ বার্ < বুধবার
বিসিৎ, বিউস্‌সুৎ বার্ < বৃহস্পতিবার
শুক্কুর্ বার্ < শুক্রবার
শনিবার

বার মাসের নাম

বৈশাক্ < বৈশাখ
জেট্ট < জ্যৈষ্ঠ
আষার্ < আষাঢ
শাঅন্ < শ্রাবণ
ভাদঅ < ভাদ্র
আশিন্ < আশ্বিন
কাত্তি < কার্ত্তিক
অ'ণ < অগ্রহায়ণ
পুস্ < পৌষ
মাগ্ < মাঘ
ফৌন্ < ফাল্গুন
চৈৎ < চৈত্র

কতিপয় পক্ষীর নাম

কৈতর্, কইতর্ = কবুতর; পারাবত।
খেচ্চুয়্যা – ফিঙ্গা।
কাউয়া – কাক।
দৈঅল্ – দোয়েল।
কুঁইলা – কোকিল।
ভাত্তুয়্যা মনা } – শালিক।
চিত্তলী মনা }
বাইল্যা = বাবুই।
পানিকঁরী – পান্‌কৌড়ি।
কুটৈরল্যা – কাঠঠোক্‌রা।
কাট্টল্ পাগানী – বউ-কথা-কও
তোতা – টিয়া পাখী।
সাইর্ – সারি।

কঅল্ — ঘুঘু।
হুত্তুাইম্যা — হুতুম পেঁচা।
মে'ত্তারা — মাছরাঙ্গা।
হঁউক্কাচ্ছা — শামুকখোর।
বোগা — বক।
কুরা — কুক্কুট, মোরগ।
গির্‌ধনী — গৃধিনী।
কুর্‌গাল্ — শিকারী বাজ।
হলৈন্থা চড়ুই — হলদে পাখী।
হাঁড়িকুঁ'রী — হাড়ি-চেঁচা।
রাদা হাঁস — রাজ হাঁস।
খোরলী হাঁস — বাইল হাঁস।
ভাটৈচ — ভাটুই।
ডৌক্ — ডাহুক।
চাইন্‌চর', চৈঙ্গা — চড়ুই।
হ' ট্রিটি = টিটিহারী, টিট্টিভ।
হক্কুন = শকুনী।
চামুচ্যা বাঁদর্ — চামচিকা।
ডীইল্যা, ডীঁ অইল্যা — আকাশগামী দীর্ঘদেহ বলাকা বিশেষ।
হাঁর্‌গিলা — হাড়গিলা।
ধুম্ কঅল্ — হরিয়াল।
দল্ পীঁ — দল পিপড়া।
পোন্ নাচানী — খঞ্জন।

মইঅর্, মৈয়র্ — ময়ূর।

কতিপয় ফলের নাম

কঁইয়া — পেঁপে, পপীতা

গোঁয়াচি — পেয়ারা, আঞ্জির
খিরা — সোমাস, শশা
বাঁকি — ফুটি, বাঙ্গি
ভুরুঙ্গা — বাতাবি লেবু
তরমুচ্ — তরমুজ
খাজুর — খেজুর
কঁঅলা — কমলা
মত্তন কেলা — মর্ত্তমান কলা
চিনিচাম্পা কেলা — চাপা কলা
ঠাণ্ডা আলু — শাঁক আলু
কাঁইদা ফল — মাকাল ফল
হটৈত্ত, হত্তুই = হরিতকী
অঁলই, অঁলতী — আমলকী
বরৈ, বরই — কুল, বদরিকা
ছির্‌ফল্ = শ্রীফল, ক্ষুদ্র বেল
কাত্তল্ — কাঁঠাল
খর্‌মুচ্ — খরমুজ, খরমুজা
লেঁউ — নেবু
আনাজী
দইনা } কেলা = কাঁচ কলা
আঁইট্টা কেলা — বীচি কলা
কাঁইচ গুলা — কুচ
কাম্‌রা গোডা = কামরাঙ্গা
হিঁঅরী — পানিফল, শিখণ্ডী
পেঁয়ালা
আম্‌রা } গোডা — আমড়া
(নাইরকলর) ফোস্ — ফোঁফল
পদ্দম্নাল্, পদ্দর নাল্ — মোলাম, মৃণাল

কৈঁউর্ — কেসুর, কেশুর
জল্টৈক — জলপাই
পদ্দট্টাক্ — পদ্মের চাক
কুইশ্যাল্ — আক, গেণ্ডারী
চিনার্ — কাঁকুর
ফল্ — খিরে, শশা
হাঁল্লুক, হালুক্ — শালুক
আনা'স্ — আনারস
শুক্মদ্দন্গুলা — শেকুড়, শেঁকুল
করা কাট্টল্ — ইঁচোড়
কেরঙ্গা, কেরেঙ্গা — করঞ্জা
কেলার থোর — মোচা

কতিপয় ফুলের নাম

কৈঁইচ্যা ফুল — কাশ ফুল

উল্ ফুল্, ওর্ ফুল্ — রক্তজবা
তুলা ফুল্ — শিমূল ফুল
ছেঁঅলী ফুল্ — শেফালিকা
সরগিন্দা ফুল্ — লজ্জাবতীর ফুল
বৈল ফুল্ — বকুল ফুল
গেঁদা, গেজাফুল — গাঁদা ফুল
হঁঅলা, হঁ'লাফুল = শাপলা
নোয়াশ্রা ফুল্ — নাগকেশর ফুল
অঁ'র্ ফুল্ — আকন্দ ফুল
চাম্বা ফুল্ — চম্পা ফুল
কচুর্ থোঁপা — কচুর ফুল
ছন ফুল্ — শণ সুতার ফুল
হনালু ফুল্ — সোনালু ফুল, সোঁদাল ফুল
পদ্দ ফুল্ — পদ্ম ফুল, কমল

কৈঁয়াফুল = কেতকী ফুল

কতিপয় মৎস্যের নাম

টুইর — মাগুর

পাঁঅলা = পাবদা
মৈল্লা, মইল্যা = মোরলা
পুঁইয়া — পাঁকাল মাছ
কালিগনী, কালি ঘইন্যা — কালবোস
কাতাল্ — কাতলা
ইচা — চিংড়ী মাছ
ছেঁঅলী — খয়রা মাছ
পুঁডী — পুটি, শফরী
রিস্যা — তপসী (ঋষি)
খইয়াপাতা — খলিশা
বাইলা — বেলে মাছ
ভেদা — ভেটকী মাছ
মাআল্, মিরগাল্ — মৃগাল মাছ
রুইৎ = রোহিত মৎস্য
টাই — টাকি, লেঠা মাছ।
কেঁড়া ইচা, ছোঁয়া ইচা — গলদা চিংড়ী
দাইর্কা = ডেনো মাছ, ডান-কানা মাছ

গুইলদা টেংরা মাছ

কতিপয় তরকারী ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তু

কঁইদা – চিচিঙ্গা

পরুল্, তরুল্ – ধুন্দুল
রউন্ – রসুন্
পাইন্যা কচু – শোলা কচু
তিতা করলা – উচ্ছে
ওল্ কচু – ওল্
ওল্ = বেঙ্গের ছাতা
অরল্ – অরহর
চনাবোট – ছোলা
আদরক্, আদা – আর্দ্রক
গুরিকচু – মুই কচু, গুরিকচু
বাঙালী কদু – লাউ
মিডা কদু – কুমড়া
থোঁর – মোচা
বঅলী – পোর (বাকলী)
সেজনা – সজিনা
কল্মু হাগ – কল্মী শাক
কাঁকরল্ – কাঁকরোল
মোসর্ – মসুর
বাইয়ন্ – বেগুন্
খর বাইয়ন্ – বিলাতী বেগুন
ছৈঁ, ছঁই – শিম, সিম
ফল্ – শশা
হলৈদ্ – হলুদ, হরিদ্রা
মরিচ – লঙ্কা, দেশ জাত লঙ্কা, ঝাল
গোল মরিচ – মরিচ
ভুইন্ত্রা বঅর্ – ধনে, ধনিয়া
মিডা জিরা – মৌরী
চিঅন জিরা = জিরা
আজৈন – যোয়ান
হইরঅ, হরই – সরিষা, সর্ষপ
তী – তিসি, তিসী
পিঁআইচ = পিয়াজ
ডাইল্ চিনি = দারু চিনি

ঘইস্যা – তিল

বিবিধ বস্তু

ভাটডয্যা – চোরকাটা

চিনা মিছিরী – তাল মিশ্রি
টৈন্ – টিন্
টিয়া = নিতম্ব, পাছা
চোলা = কাঠ বিড়ালি
দূ'লাখের – দূর্ব্বা ঘাস
আ'-ট গাচ, জির্ গাছ = অশ্বথ বৃক্ষ
ছুরুচ গাচ – শিরীষ বৃক্ষ
ঘরা – কলসী
ভাঁইর্ = ধুচনী
কাঁচি – কাস্তে, কাঁছি – রসি
গাঁঅরী গাচ – গাম্ভারি
টোয়া – ডোবা, বিচ্ছু – কাঁকড়া বিছা
ঢেবা – হ্রদ
ডীঁ – দীর্ঘিকা, দীঘি
অঁরখা – অঙ্গরাখা
তেইল্যা পোচা – আরশুলা

চিআ, চিয়া = ছুছুন্দরী

এইবার আমরা আর একটি চট্টগ্রামী গল্প দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিব। পূর্ব্বে আমরা যে গল্পটি প্রদান করিয়াছি, তাহাতে মুসলমানী প্রভাবই অধিক। এইবার যে গল্পটি লিখিব তাহাতে হিন্দু-প্রভাব অত্যধিক পরিলক্ষিত হইবে। চট্টলার কথ্য ভাষায় হিন্দু-মুসলিম-প্রভাবের প্রতীকরূপে, আমাদের গল্প দুইটির আবশ্যকতা আছে। বর্ত্তমান গল্পটি গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের "Linguistic Survey of India" পুস্তকের জন্য, "Chittagong proverbs" নামক পুস্তক প্রণেতা জে, ডি, এ্যাণ্ডারসন্ সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। গল্পটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

অগ্‌গুয়া বেদোমা জামাইর্ পরচ্‌তাপ্।

একটি নির্ব্বোধ জামাতার পশ্চাত্তাপ।

এক্ বাঁঅনর্ অগ্‌গুয়া মুনিষ পোয়া আছিল্। পোয়াউয়ায়

এক ব্রাহ্মণের একটি বেটা ছেলে ছিল ছেলেটি

লেয়া-পরা কিছু ন জাননে বউৎ কষ্টে তারে বিআ করান্‌গে-ইল্।

লেখা-পড়া কিছু না জানাতে বহুত কষ্টে তাহাকে বিবাহ করান গিয়াছিল।

বিআর্ ক'দিন্ বা'দে তার্ হৌরঅ বারীৎ নিঅন্ত্রণ্ হইল্।

বিবাহের কয়েক দিন বাদে তাহার শ্বশুর বাটীতে নিমন্ত্রণ হইল।

নিঅন্ত্রণৎ যাইতে তার্ মা কইল যে,—"অ পুৎ, অগ্‌গুয়া

নিমন্ত্রণেতে যাইতে তাহার মা কহিল যে, "ওহে পুত, একটি

পৈছা নে। পৈছাউয়াদ্দি পোঁথৎ কিছু কিনি খাইছ্, আর

পয়সা নে। পয়সাটি দিয়া পথেতে কিছু কিনিয়া খাইস, আর

হৌরঅ বারীৎ হঅলর্ উ'রে ব'ই, মিডা মুএ কঁ্ইলার্ স্বরে কথা

শ্বশুরদের বাড়ীতে সকলের উপরে বসিয়া, মিষ্ট মুখে কোকিলের স্বরে কথা

কইছ্।

কহিস।

হাঁচামোতন্. তে পোঁথদি যাইতে তার্ মার্ কথা মত মুঅরে

সত্য সত্যই, সে পথ দিয়া যাইতে তাহার মার কথা মত মুখকে

মিডা করিবাল্লাই অগ্‌গুয়া পৈছার্ মিডা কিনি লইল্। তে

মিষ্ট করিবার জন্য একটি পয়সার গুড় কিনিয়া লইল। সে

হউরঅ বারীৎ যাই চায় যে, হেণ্ডে অগ্গুয়া কুঁইর্গা হক্কলত্তুন্ ওঁচল্ ;
শ্বশুরের বাড়ীতে যাইয়া চায় যে, তথায় একটি বিচালিস্তূপ সকল (কিছু) হইতে উচ্চ ;
তে ফালাইয়ারে কুঁইর্গার মাথার্ উঅর্ উডি বই, মু'অর্ ভিতর
সে লাফাইয়া বিচালি স্তূপের মাথার উপর উঠিয়া বসিয়া, মুখের ভিতর
মিডাইন্ গুঁজিদি "কূ-কূ" করি ডাইক্ক লাইল্। নিঅন্ত্রণর্ মানুষ
গুড়গুলি গুঁজিয়া দিয়া "কূ কূ" করিয়া ডাকিতে লাগিল। নিমন্ত্রণের মানুষ
বেআগ্গুন্ উডি কয় যে,—"ইতারঅ জামাই পাঅল্ হইয়ে রে
সকলেই উঠিয়া কহে যে,— "এদের জামাই পাগল হইয়াছে রে
পাঅল্ হইয়ে!" বাঅনর্ পোয়ায় এই কথা হুনি মনে মনে কয় যে,—
পাগল হইয়াছে!" ব্রাহ্মণের ছেলে এই কথা শুনিয়া মনে মনে কহে যে,—
আঁর্ মা যেঅন্ কইলাক্ আঁ'ই হেঅন্ কইল্লাম ; মাইন্ষে কা
"আমার মা যেমন কহিলেন আমি তেমন করিলাম ; মানুষ কেন
আঁ'রে পাঅল্ ডা'র্ ! আঁই কুঁইর্গাত্তুন্ লামি গেলে ভালা হয়
আমাকে পাগল ডাকিতেছে! আমি বিচালিস্তূপ হইতে নামিয়া গেলে ভাল হয়
পরাণ্ লাগের।"
মত লাগিতেছে।

মনে মনে এই কথা ক'ই তে কুঁইর্গাত্তুন্ লাইম্তে আতিক্কা
মনে মনে এই কথা কহিয়া সে বিচালিস্তূপ হইতে নামিতে হঠাৎ
তার্ হৌর্ হোঁগে পরি গেল্গৈ। অক্কুন্না তে কেঅন্ করি হৌররে
তাহার শ্বশুর সম্মুখে পড়িয়া গেল গিয়া। এই ক্ষণে সে কেমন করি শ্বশুরকে
মিডা কথা ক'ই খুশী করিব, হেই কথা তে ভাইব্দ লাইল্। হেষ-
মিষ্ট কথা কহিয়া খুশী করিবে, সেই কথা সে ভাবিতে লাগিল। শেষ-
মেষ তে ঠিক্ কইল্ল যে, কইরাজরে কইরাজর্ পুৎ কইলে
শেষটায় সে ঠিক করিল যে, কবিরাজকে কবিরাজের পুত্র কহিলে
খুশী হয়, ঠাউররে ঠাউরর্ পুৎ কইলে খুশী হয় ; হেণ্ডোল্
খুশী হয়, ঠাকুরকে ঠাকুরের পুত্র কহিলে খুশী হয় ; সেইরূপ

তার্ হৌররেঅ হউরর্ পুৎ কইলে খুশী হইত্ পারে। তার্
তাহার শ্বশুরকেও শ্বশুরের পুত্র কহিলে খুশী হইতে পারে। তাহার
হৌর্ হোঁগে পৈত্তে তে উডি কয় যে,—"ওবা হৌরর্ পুৎ,
শ্বশুর সম্মুখে পড়িতে সে উঠিয়া কহে যে,— "ওগো শ্বশুরের পুত্র,
তোঁআর্ বিআ হইয়ে নি?" তার্ হৌরে এই কথা হুনি মনে মনে
তোমার বিবাহ হইয়াছে কি?" তাহার শ্বশুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে
বঅ-অ-র্ গোস্বা হইল্ যে হাঁচা, তারে কিচ্ছু ন কইল্।
বড়ই রাগান্বিত হইল যে সত্য, তাহাকে কিছুই না কহিল।

এক্কান্ খালর্ কূলৎ তার্ হৌরঅ বারী আছিল্। হিআনৎ
একখানা খালের কূলেতে তাহার শ্বশুরদের বাড়ী ছিল। সেইখানে
বেয়াগ্‌গুণে সেয়ান্ কইত্ত, মু-হাত্ পা'ইল্ত, আচার্ কইত্ত।
সকলে স্নান করিত, মুখ হাত প্রক্ষালন করিত, আচার করিত।
বাঅনার্ পোয়া ভাত্ খাই, আঁচাইত যাই চায় যে, খালত্তুন্
ব্রাহ্মণবেটার ছেলে ভাত খাইয়া, মুখ হাত ধুইতে যাইয়া চাহে যে, খাল হইতে
সেয়ান্ করি উডি তার্ হৌর্ ঘাঁডৎ হইন্ধা করের। তে তার্
স্নান করিয়া উঠিয়া তাহার শ্বশুর ঘাটেতে সন্ধ্যা করিতেছে। সে তাহার
হৌররে দে'ই পুচ্ কইল্ল যে,—"ওবা এই খাল্ কাট্টিল্ যে
শ্বশুরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "ওগো এই খাল কাটিয়াছিল যে
মাডিইন্ কি হইল্?" এই কথা হুনি, তার্ হৌর্ আর গোস্বায়
মাটিগুলি কি হইল?" এই কথা শুনিয়া, তাহার শ্বশুর আর রাগে
থাইৎ ন পারি কয় যে,—"ন জানছ্ ঔডা? আধাগ্‌গিন্ মাডি
থাকিতে না পারিয়া কহে যে,— "না জানিস ওরে? অর্দ্ধেকখানি মাটি
আঁই খাই, আর্ আধাগ্‌গিন্ তোর বাএ খাইয়ে; নয় কা তোরে
আমি খাইয়াছি, আর অর্দ্ধেকখানি তোমার বাপে খাইয়াছে, না হয় কেন তোমাকে
আঁই মাইয়া বিআ দিই?"
আমি মেয়ে বিবাহ দিয়াছি?"

পরিশিষ্ট

(প্রবাদ ও প্রবচন)

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি,—চট্টগ্রামী বুলিতে লিখিত কোন পুস্তক পুস্তিকা বা গ্রাম্য সাহিত্য নাই। চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, সর্ব্ব প্রথমে আমরা ইহারই অভাব অনুভব করি। চট্টগ্রামের অন্যতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত **আশুতোষ চৌধুরী** মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত এবং শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডক্টর **দীনেশচন্দ্র সেন** মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত যে সকল চট্টগ্রামী গীতিকা **"পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায়"** স্থান পাইয়াছে, তাহারা অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত হইয়া সাধু ভাষাপ্রধান হইয়া পড়ায়, তাহা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদ্ আসল চট্টগ্রামী ভাষা লাভ করিবেন না। ইহা হইতে জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের 'Some Chittagong Proverbs", এ বিষয়ে অধিক আবশ্যক। অবশ্য এই প্রবাদ-সংগ্রহেও স্থলে স্থলে আসল চট্টগ্রামী ভাষার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

নিত্য প্রচলিত শব্দাবলী লোকের মুখ হইতে ধৃত করিয়া, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা কিরূপ কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার, এবং কীদৃশ বিড়ম্বনাদায়ক কার্য্য, যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী নহেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন না। অথচ, চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্বের পক্ষে উপযোগী শব্দ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া, সর্ব্বাগ্রে বাধ্য হইয়াই আমাকে এই বিড়ম্বনাদায়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই, চট্টগ্রামী প্রবাদ ও প্রবচন সংগ্রহের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ফলে, অচিরেই বর্ত্তমান প্রবাদ ও প্রবচনগুলি সংগৃহীত হয়, এবং শব্দ-সংগ্রহের জন্য আর আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় এই প্রবাদ ও প্রবচনগুলি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। এই জন্য ইহাদিগকে বর্ত্তমান আলোচনার সহিত "পরিশিষ্ট"রূপে সংযোজিত করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

আমাদের এই সংগ্রহে কিঞ্চিন্ন্যূন এক হাজার প্রবাদ ও প্রবচন আছে। এই সংগ্রহে জেলার প্রবাদ ও প্রবচনগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। অনুসন্ধান করিলে এহেন অজস্র প্রবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। যদি কোন পাঠক অনুগ্রহ করিয়া এ সংগ্রহে ধৃত হয় নাই এমন প্রবাদ আমার নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠান, তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে, এবং যদি কোনদিন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, সে সময় ইহারা এই সংগ্রহে স্থান লাভ করিবে। এই প্রবাদ ও প্রবচনগুলি জাতীয় ও দেশীয় সম্পদ; সুতরাং বিলোপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, ইহাদিগকে রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। পাঠকদের সুবিধার জন্য এইগুলিকে আমি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

অ

১। অতি চতুরর্ ভাত্ নাই,
অতি সোন্দরীর্ নেক্ নাই।

২। অতি চালাকর্ গলাং দরি।

৩। অতি ভক্তি যার্,
চোরর্ লৈক্কন্ তার্।

৪। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

৫। অ পাঅলা হঁও ন লারিছ্ :—
ভালা কথা না মনং কইর্গছ্।

৬। অভাইগ্যারে পাইয়ে ভূতে,
ঘর্ এরি বাআরে হুতে।

৭। অভাইগ্যা চোরা যেই বারিং যায়,
হয় কুঁ-রে ডায়, নয় রাইং পোয়ায়।

৮। অ ভাই থমথম :—
উলুবনং আছে যে তে কি কম ?

৯। অভাগা যেই দিগে চায়,
সায়গর্ শুকাইয়া যায়।

১০। অভাবে সোভাব্ নষ্ট।

১১। অযাগাতে তুলসী,
অজাতত্তে রূপসী।

১২। অ'-বা, পোয়া হৈতে আঁআরে একানা চেয়াই দিঅ ;—(কয় যে), অডা, তোর্ চিক্করে পারাহুক্কা লরিব, তোরে আঁই চেয়ান পরিব না ?

১৩। অসতল্লয় অসৈত্যামি, সতল্লয় সং,
চোরল্লয় চোরামি কর, শঠল্লয় শঠ্।

আ

১। আঅনর্ মান্ আআনে রাখে,
কাডা কান্ চুল্দি ঢাকে।

২। আঅনর্ মন্দ পরর্ ভালা,
তারে কয় সাউয়ারর্ হালা।
আঅনর্ কথা পররে কই,
হাইত্যা করে পঁথং বই।
আঅনরগান্ খোদার্ দোহাই,
পররগান্ আন খাই।
আঅনর হাত্ জগন্নাথ্,
পরর হাত্ আইগ্যা পাত্।

৬। আঅনর্ গরু বাঅনেঅ চরায়।

৭। আঅনর্ আথাইল্ হুঁই ন চাই,
পরর্ আথাইল্ কয় গন্ধা।
আঅনরগান পাঅলেঅ চিনে।
আইগ্যা পাতং হাডার্ ন পরে।

১০। আইল্ ভাই আইল্ পানি,
কি করিব ওঝা গেয়ানী।

১১। আইলেঅ লঙ্কা গেলেঅ বলাই।

১২। আইল্লাত্তুন্ কাট্টল্ বাঁচি ডাঁঅর্।

১৩। আঁআর্ হৈয়ে বুগং ঘা :—
আঁআরে কয় যে রৌন খা।

১৪। আঁইআ ফইর হৈলাম নি,
দেশংঅ গিরানী হৈল।

১৫। আঁই করিব ভাই ভাই,
হাইত্যা কানার মনংঅ নাই।

১৬। আঁচলং সোনা থাইলে বদনে দেখা যায়।

১৭। আঁতুরে তিতা, কানারে কচু, চৌগরে তেল :—
এই তিন্নানে ন হৈলে বৈদ্য বারীং গেল।

১৮। আঁধা, আঁতুর, ভেঁটর,—
এই তিন জন শত্তানর লেঁউর্।

১৯। আঁধা, কালা, কোল্-ভেঁউর্ গোদর্ অন্ত নাই ;
তিন্ শ বিরাশী বুদ্ধি যার্ এক চৌক্নাই।

২০। আঁধারে ধরি বাঁধি মারন্।

২১। আঁধারে কলা দেখাইলে পাপঅ নাই পুণ্যঅ নাই।

২২। আগর্ বাঁবা আগ্-ছুরতা, মাঝর্ বাঁবা সুয়া ;
শেষর্ বাঁবা লাং-খাডানী, ঠারে ভাঙ্গে গুয়া।

২৩। আগর্ বেডার্ টিপ্টাপ্।

২৪। আগে জলর্ ছিট্কা, হেষে লাডির গুতা।

২৫। আগে আগ্ টানে ;
গোদায় হাত্ পুরুষ টানে।

২৬। আগে জামাইয়ে কাট্টল্ ন খায়,
হেষে জামাইয়ে ভোতাঅ ভোয়াই ন পায়।

২৭। আগে খেশ্, বাদে দরবেশ্।

২৮। আছে গরু ন চয় হাল্,
দুক্ক ন যায় সর্ব্বকাল।

২৯। আজ্জের্ চৈল্অ গেল,
ছাঙ্গঅ গাইন্ ন হৈল্।

৩০। আজ্জের্ চৈলর্ ফেন্ফেনা বেশ,
কেঁড়া কুঁরর্ ঘেড্ঘেড়া বেশ্।

৩১। আট্-কাম্মায়ার্ ভাত্ নাই।

৩২। আদরর্ কুডুম্ ভেরণর্ লাডি ;
উন্দুরে (উঁচুরে) নিল আদ্ধান্ কাডি।

৩৩। আদরর্ কুডুম্ বঅলী ছালন্,
নাই নাই করি পাতৎ ঢালন্।

৩৪। আদরর্ কলা, বাখলঅ ভালা।

৩৫। আদরে গা দরদ করন।

৩৬। আদা চুরনীর মনে মনে গুৎগুতী।

৩৭। আদা-বেআরীর্ জাঁহাজর্ খবর্।

৩৮। আদা বেচে বলে গাধা,
মিডা বেচে বলে হারামজাদা।

৩৯। আন্ কথায় কান্ ভার ;
ভেজাইল্যা কথায় মন্ বেজার্।

৪০। আপন্ ভালা হৈলে জগৎঅ ভালা।

৪১। আম্ খাই খায় পানি,
পোঁদে কয়, "আঁই ন জানি"।

৪২। আরৎ বারি গোয়ারৎ বারি ;
বুইর্গা (বুইজ্জা) বুরীর্ ঠারাঠারি।

৪৩। আরাই টেঁয়া গিরাত্তুন্ থ'ক্,—
তম আঅনর্ কথা উঅদ্দি থ'ক্।

৪৪। আরা এরি পারা,—
মল্লার্ ঢেঁইৎ বারা।

৪৫। আরাকাডা আর্ ভোতাকাডা এক্।

৪৬। আরার্ হতাঁনে লারেচারে,
ভৈন্-হতাঁনে পরাণে মারে।

৪৭। আরালা চৈলর্ মাইধ্যর্ দোআন্।

৪৮। আরার্ লয় যেঅন্ তেঅন্,—
পীরল্লয় মস্কারী করন (না ?)।

৪৯। আল্গা চুলে ঝুঁডা ডাঁঅর্।

৫০। আলা আইয়ক্ ডালা আইয়ক্, মুই পুতর্ মা, পাইক্ আইয়ক্ পেয়াদা আইয়ক্, মুই কিচ্ছু না।

৫১। আলাই বালাই মাথাৎ পরন্।

৫২। আল্লায় দিত চাইলে ছপ্পর ফাডি দে।

৫৩। আল্লার্ দেঅন্ অফুরানী,
বন্দার্ দেঅন্ খোয়ার্ পানি।

৫৪। আবাত্তি কাট্টল্ জারিৎ দেঅন্।

৫৫। আবাত্তি কালে অনন্তর্ বরং।

৫৬। আবাত্তি ছেরান্।

৫৭। আস্সি যে কাজে, ন ক'ইজ্জে লাজে।

ই

১। ইছাপুইজ্যা হাঁচা কথা, ছুল্দান্-
পুইজ্যা ছোঁচ্,
কদল্পুইজ্যা ভালা মানুষ, ডাঁঅর্
ডাঁঅর গোঁচ্।

২। ইজ্জতর্ উঅর্ বাট্টা বৈঅন্।

৩। ইজ্জতর্ কুঁরা, আণ্ডা পারে চ'কুরি।

৪। ইতার্ কথা উইতারে,—ধরা পৈলে
জানে মরে।

৫। ইবা ধরি, না উইবা ধরি,—
হাতর্ পাঁচ নৈজ্ঞ ছারি !

৬। ইডি নাই, ভিঁডি নাই চৈধরীর্ পুত্।

উ

১। উঅট্টাইল্ল্যার (ঐট্টাইল্ল্যার) হৈলে
(সইলে) দিষ্টি।

২। উঅথাই তিন্নান্ তিন্নান্ লাগন্।

৩। উঅরে বাবুয়ানা,
ভিতরে খেরর বেনা।

৪। উআইস্স্যার লাই ধান কুআং,
খাইয়াল্লাই ভাত্ পাআং।

৫। উইত্তলর লোআ কামার-দোআনং।

৬। উইর পোঁদং ফইর গাছাইলে
আচ্চান্ (আআশ্) চুইত চায় :
যাহুরে খেচ্যায়ায় ধরি তিরভুবন্
দেখায়।

৭। উজ বঁইলে ঘি ন উড়ে।

৮। উজ কথায় গুঁজা বেজার,—
গরম ভাতে ঠুঁডা বেজার।

৯। উত্তখুন্ আইল্ মনা পাক্ লারি লারি,
বইরে গাছং বইবে মনা করে চাতুরালী।

১০। উত্তৈর্গা মাইনষর্ ভুতৈর্গা বুদ্ধি,
দইনর্ মানুষ্ সোদা ;
পুঅর মানুষ্ চান সয়দাগর,
পছিমর মানুষ্ গাধা।

১১। উদার পোঁআ বুধার পিড়ং।

১২। উধারে গাঁধার।

১৩। উন্দুরল্লাই কোরানঅ কি, পুরাণঅ কি ?

১৪। উরি আঁই জরি বৈঅন্।

১৫। উলাইল্যা বুরা ঢোলং বারি।

১৬। উলুবনং কৈন্ লাইলে ছড়্ছড়াইয়া
যায়,—
যেই পোয়াউয়ায় বাপ্ ডাঁবি খাঁআব
চৌয়ারে আয়।

ঊ

১। ঊনা ভাতে দুনা বল,
ভনা পেডে রসাতল।

২। ঊনা ভাতে দুনা শোক।

৩। ঊনুশ্ টেঁয়া কচ্চ হৈয়ে যে নত,
আর এক টেঁয়াল্লাই পোয়ায় মিডা
ন খাইব না ?

৪। ঊবর পানি ভুঁইষর আউন (গুন)।

১। ঋণ করি খায়,
হেঁট মাথায় থায়।
ঋষ্যা (=তপসী মাছ) চিনি মোছে,
বাঅন্ চিনি গোঁছে

এ

এঅনে টলাইল্যা বুরী,—
তার উঅর ঢোলং বারি।
এই আইলর পানি ঐ আইলং
যাইত্ ন পারে।
৩। এক্ একাদশী ছারাই, তিরিশ রোজা
বাঝান্।
এক্ কথায়অ পণ্ডিত্তী ন যায়,
এক্ ঝরেঅ বরিষা ন যায়।
৫। এক্ গাছের্ ছাল্ এক গাছং ন লাগে।
৬। এক্ গুলিয়ে দুই বাগ্ মারন্।
৭। এক্ ঘরং তিন্ জন্ চতুর্,
এক্ জন মৈলে পাঁজ্জন্ আঁতুর্।
৮। এক্ জিদে মরে, (আর) এক বাদে মরে।
৯। এক্ তেলৈন্ কচু হাক্, তিন্ তেলৈন্
পানি,
বায় পুতে ছল্লা করি পাইয়াছে রাঁধনী।
১০। এক্ দুক্কর্ দুক্কী আঁই, গাঙ্গর্কুইল্যা
বারাঁ;
এক্ দুক্কর্ দুক্কী আঁই, কৈচ্যাকালর্
রাঁরী;
এক্ দুক্কর্ দুক্কী হই, আঁই কজ্জ ধারি;
এক্ দুক্কর্ বুরা আঁই, হেষে বিয়া করি।

১১। এক্ পেডে কুঁ'র্ মরে,
খাইত্ ন পারি দুয়ার ধরে।
১২। এক মন্ দুধং এক্ ফোডা চনা
১৩। এক্ মৈগ্‌গ্যার্ পাতং ভাত্,
দুই মৈগ্‌গ্যার্ গালং হাত্।
১৪। একর্ কেঁড়ি ভালা।
১৫। এক্ লৌঅর্ বান্ যে তারে নাই ঘিণ্;
আরাইলা পারাইল্যার্ মুক্খান্ চিন্।
১৬। এক্‌বার্ হাগি তিন্‌বার্ ফিরি চাঅন্।
১৭। এক্ সের্ চৈলর্ পাঁচ্চান্ পিডা ;—
যার্ কথা হুনি (ফুনি) তার কথা মিডা।
১৮। এক্ হাতে তালি ন বাজে।
১৯। এক্ হারাই বুঝে, আর্ এক্ মারাই
বুঝে।
এরিঅ ন দে, বেরিঅ মারে।

১। ঐ, ঐ, ঐ,—
ক'র্ কথা কারে কই ?
বৌয়ে কয়, "আন্", ঝিয়ে কয়, "রান্";
শাশুরীর্ পরাণ লই হৈয়ে টান্‌মান্।
ঐট্টাইল্লার্ হৈলে (সইল মাছে) দিষ্টি।
৩। ঐত বেডা তোর্ ঘর্;
বেয়াগ্ গুন্ তোল্লাই পর্।

ও

১। ওঁচল্ মুরাং চরন্।
২। ওদা ধানর্ চৈল্ দর;
গোদা ঠেঙ্গর লাথি দব

৩। ওদা চৈলর্ ভাত্ রাঁধে তারে কয় রাঁধনী ;
ওদা ধানর বারা বাঁধে তারে কয় বাঁধনা।

৪। ওবা জেডা ? তে কি কয় বেডা ?

৫। ওর্ ন প্যাআন্।

৬। ওরে যাতুর কৈছালি,—
বৈছ্য ধরি ন চা'লি।

১। ঔগ্ গুয়া ভাতং হুয়া চৈল্ ;
তুই হতীনর্ এত কৈল্।

২। ঔডা ডাইলে খৌডা খায়।

৩। ঔনং যাই ফিরিং পরন।

৪। ঔনং পানি পরন।

৫। ঔনরে কাআর্ দি ঢা'ই রাইত্ ন পারে

৬। ঔরে থা'ই ইডা মারন্।

৭। ঔরে ব'ই ভাত্ খায় ;
তআ বেড়াবা রোজা থায়।

৮। ঔঁল ফুলি কেলাগাছ্ হঅন্।

৯। ঔলাইলে গাঁরাং পরে,
ব'ই খাইলে পরাণে মরে।

১০। ঔলাইন্তা বাগ্ ফালং পরে।

১১। ঔশ্ ধানর্ চুরা আর্ ঠাউরর্ ঝিআর্ গাল

ক

১ কইলে কথা লারাচারা,
ন কইলে কথা পেটভরা
কইলে মায় মারণ্ খায়,
ন কইলে বাএ হারাম্ খায়।

৩। কতবা কৈতর্, কতবা মন্তর্।

৪। কথায় কথা বাড়ে।

৫। কথার্ কথা কঅন্।

৬। করা কাটুলর্ ভোগা।

৭। করিত্ ন পারে একান্, লাইথাই ভাঙ্গে হাআন্।
কাঅরগুলে খাই চিগুা (চুঁড়া) মারণ্।
কাউ তলে কাউ মঅংগা (মাআঙ্গা)।

১০। কাউয়ায় কি চিনে ?—ধাউয়া কাটিল্।

১১। কাউয়ার্ মুখং হিন্দুইর্গা আম।

১২। কাউয়ার্ উঅর্ কামান্ দাবান।

১৩। কাউয়ার্ বাআং কুলির ছা,
জাতে বিছা কারে বা।

১৪ কাজারঅ বিলাইয়েঅ তিন্ ছিইরা পারে।

১৫। কাজার্ গরু গণাং ;
তোয়াই ন পায় গোয়াইলং।
কাঠ্ কাড়ে কুরৈল্লা, হাইল্লা বেডার্ রাষ্।

১৭। কাডা ঘাআং নুনর ছিটকা পরন।

১৮। কাথর বুদ্ধি আঁতং,
বাআনর বুদ্ধি দাঁতং।

১৯। কান-কাডা কৈ মাছে তালগাছ্ বায় ;
পোচ্চরা মুকখান লৈ দরবারং যায়।
কানং কলম মুন্সী।
কানং কলম রাঁই হুইন্নাই তোরান।

২২। কানর সোনায় কান কাডে।

২৩। কানা চৌগং কুডা পরে,
ভাঙ্গা ঠেং গাঁতং পরে।

২৪। কানা চৌগং ঘুম্-চেতন্ এক্ হোয়ান্।
২৫। কাম্ নাই কইন্ত, বাল্ নাই হাঁইন্ত।
২৬। কামাইয়া মাথাৎ খুর্ বুলান্।
২৭। কামাইর্গার্ (কামাইজ্জার) দা
কামাইর্গা কঁত্তে খরাপ্ কয় না ?
২৮। কাম্মান্ আঅনা ; ভাত্তুন্ দেঅনা।
২৯। কাম্মুয়া গাউর্ ভাতে ন মরে।
৩০। কার্ ঘরর্ সোনা কার্ ঘরৎ গরার্।
৩১। কার্ দুক্ কনে বুঝে,
যার্ যার্ পেডৎ তে তে গুঁজে।
৩২। কার্ হরাদ্ কনে করে,
বাঅনা বেডা খোল্ কাডি মরে।
৩৩। কারিগরর্ ভাঙ্গা ঘর,
বৈদ্যর্ বৌঅর্ নিত্তি জ্বর্।
৩৪। কিঅর্ মাঝে কি ? পানিভাতৎ ঘি।
৩৫। কি-ইবা মুখর্ ঠাঁঠ, আ'নাদি মুখ্ চাছ্
৩৬। কি কইঅম্ বাঁআলরে,
তে ন বুঝে ঠারে ঠুরে,
দুই চাইর্ লাথি পৈল্লে ঘাঁরে,
তই বাঁআলে বুঝিৎ পারে।
৩৭। কি করিব পুতে ?
কান্‌বেআরী লগে শুতে।
৩৮। কি করিব কীর্ত্তনিয়া লৈয়াছে বেতন ;
কর্ত্তার্ ইচ্ছাতে হয় উলুবনৎ কীর্ত্তন।
৩৯। কি চাষ কৈল্ল ?—বাগা (=বর্গা) :
আগণে খায় চাষা বেডা,
পুষৎ মারে টাগা।
৪০। কিলর্ চোডে বিলর্ মাছ্ খাবি।
৪১। কিলর্ ডরে বাঁদর নাচে।
৪২। কিলরে ভূতে পেরতেঅ ডরায়।
৪৩। কিলাই ভূইচাপ্ ধাবান।
৪৪ কুঁআর্ নষ্ট হাঁরাচারা ;—
তেলি নষ্ট মাথাৎ ছাতা (=ময়লা)।
৪৫। কুঁইচ্যারে বর্ চৌক্ দেখান্।
৪৬। কুঁর্ পণ্ডিত্ ছাইঅৎ লুডে।
৪৭। কুঁরর্ পেডে ঘি ন জারে।
৪৮। কুঁররে ঘি-ভাত্ দিলে কৈঁশ্
যাইয়ারে মরে,
গাউররে পিরা দিলে চিৎ হৈয়ারে পরে।
৪৯। কুঁরে কাঁঅরাইলে আঁডুর্ হেডে।
৫০। কুঁরে কাঁঅরায় বুলি তারেঅ
কাঁঅরায় না ?
৫১। কুইর্গার কুরি বুদ্ধি, আঁতুরর বুদ্ধি ফানা ;
তিন শ হাইট্ বুদ্ধি যার চৌক্ কানা
৫২। কুত্তার লেজ্ বার বছর চুঁঙাৎ ভরি
রাইলেঅ যেই বেঁআ হেই বেঁআ।
৫৩। কেঁডাদি কেঁডা খোঁআন্।
৫৪। কেঁডি কুত্তার ঘেডাঘেডি বেশ্।
৫৫। কেঁশ্ বাইছ্‌তে বাইছ্‌তে কম্বল উইজ্জা।
৫৬। কেঅয় কাড়ে ধারে,
কেঅয় কাড়ে ভারে।
৫৭। কেছ্যুয়া তুইলতে হাপ্ উডন্।
৫৮। কেলাদি পোয়া ভারান্।
৫৯। কেলা চুরিল্লাইঅ ফাঁসি হয় না ?
৬০ কেলারে দলা, হলৈদরে ছাই,
বৌঅরে সেবিলে পুতরে পাই।
৬১ কৈঅর তেলদি কৈ বাআরণ।
৬২। কৈলা বেয়ারীর মুক্ কালা
৬৩। কোআল্অ খাজ্যআন্, ছালাম্অ
করণ্।

৬৪। কোআলর দোষে ভাত্ ন মিলে ;
ভিঁডারে গাইল্ দে রাইং পোআইলে।

৬৫। কোন্দালে বুক্ টানে না পিঠ টানে ?

৬৬। কোন্ পাইলে দোন্ চায়।

৬৭। কোলং মারে পোয়্যোন্ ন দে।

৬৮। কোলং ব'ই দাঁরি হাঁরন্।

খ

১। খল্ পরশী নাদান ভাই,
হেই বেড়ার বসতি নাই।

২। খাইতে খাইতে গলা বারে,
হাঁইট্তে হাঁইট্তে নলা বারে।

৩। খাইতে খাইতে ডাইন্ ;
গাইতে গাইতে গাইন্।

৪। খাইত পাইলে ফইরা ভালা ;
খাইত ন পাইলে ফইরা হালা।

৫। খাইত্ ন জাইন্লে মরে,
বইত্ ন জাইন্লে লরে।

৬। খাই দাই বাঁচিলে তান্নাম্ ধন ;
মরি ধরি বাঁচিলে তান্নাম্ জন্।

৭। খাইম্ ত খাইম্ পেট ভরি খাইম্ ;
ধাইম্ ত ধাইম্ রাইজ্য ছারি ধাইম্।

৮। খাইয়্যাল্লাই ভাত পাআৎ ;
উআইস্যার্ লাই ধান্ ফুআৎ।

৯। খাইবার সময় বার ভাই,—
পোয়া লৈত কেআয় নাই।

১০। খাইল্যা ঘরর্ মাইল্যা রাজা খাইতে
বত্তর্ সুক্ ;
মাইস্ত গেলে ধইস্ত নাই
এইত্ত বত্তর্ ছুক্।

১১। খাওনী ন খাওনী বৌরে,—
খাত্ত্যয়া খোঁরাউয়্যা কই বে ?

১২। খাওর্ আর মাসর্ তের দিন গণর।

১৩। খাজানাস্তুন্ বাজানা বারন্।

১৪। খাড্ডি দিত্ ন পারে পইর্ নিন্দে।

১৫। খাত্তিলে পাত্তিল ভাঙ্গন।

১৬। খালং পানি ত ঝোরাৎ পানি।

১৭। খাল্ কাড্ডি কুঁইর্ ঘল্লান্।

১৮। খাল্ ফুআইলে রেক্ ন মরে।

১৯। খায় ছুত্তা-নাত্তা,
ন ছারে বরাইয়্যা কথা।

২০। খেতে ছারায় পেরতী ;
পুতে ছারায় দুর্গতি।

২১। খোশ্ খবর্ ঝুটা হৈলেঅ ভালা।

গ

১। গরীব্ দেইলে পেরতেঅ ছেপ্ ফেলে।

২। গরুএ ন চিনে হাল্ ;
মাইনষে ন চিনে কাল।

৩। গরু-ঘোরার এক্ দর করন্।

৪। গরুক্কে পুষ্টার করি হাল্ ন চয়।

৫। গাঁজা খাইলে পাঁজা বারে,
গন্দনায় বারে জোর্ ;
বাপ-দাদার নাম ভুলাই
ডাকে গাঁজাখোর্।

৬। গাঁতে ন আঁটে শুইগাপ্,
কুলা লেঞ্জং বাঁধে।

৭। গাইয়ে-গোয়ালে হাত থাইলে
এক্ আঁড় পানিৎঅ আজ্জের দুধ্।

৮। গাছং কাট্টল্ গুঁড়ং তেল্,
কেঅনে কাট্টল গালং গেল্।

৯। গাছং নঅ উইট্টতে পাঁচ কাঁধি।

১০। গাছর্ মিডা কনে খায় ?
মুকর্ মিডা কনে ন খায় ?

১১। গাছে ফলর্ ভর্ ধরে ? না, ফলে
গাছর্ ভর্ ধরে ?

১২। গিরস্থর্ গুজন্ বুঝি চোরায়
তিন্ নৌচ্‌কা বাঁধে।

১৩। গিরাং নাই করি,—
হোলে লৈয়ে মোরামোরি।

১৪। গীতর্ আগে কুন্‌কুনি,
ঝরর্ আগে পিন্‌পিনি।

১৫। গুঅর্ এই পিঠ্ ঐপিঠ্ তোআন্।

১৬। গুণর্ আদর্ গুণীত্তে,—
ফুলর্ আদর্ ভোঁআরাত্তে।

১৭। গুরু সেবিলে বিদ্যা বারে।

১৮। গেঁয়াইং হত্তুরল্লাই
মক্কা যাইং ন পারে।

১৯। গোঁছে আর মোছে,—
পেড়ে আর পিড়ে।

২০। গোঁছা কাড়িলে জবিন্ খালাছ্।

২১। গোঁট্টালং পদ্ম ফুল্ ফুডন্।

২২। গোঁরা কাডি উঅদ্দি পানি ঢালন্।

২৩। গোদার্ গোদা নিন্দন্।

২৪। গোয়াইল্লায় গাঁরা থোঁরে পারার
মৈত্ত গাই
হেই গাঁরাং পরি মরে গোয়াইল্যার
হাত্ ভাই।

২৫। গোয়াইল্লার দৈ কঁত্তে খর হয় না ?

ঘ

১। ঘডেএ (উকিলে) পঁথং বিয়া করন্।

২। ঘরজামাইয়্যা আইন্‌লাম্ জামাই,
কামাই খাইবার আশে ;
থক্‌দে জামাইর কামাই খাইঅন্
গিরার করি নাশে।

৩। ঘরং চেরাগ্ ন দি মইছেদং
চেরাগ্ দেঅন্।

৪। ঘর পৈলে ছাঅলেঅ কোঁরে, হোঁচে
রাঁরা পাইলে হক্কলে হাঁআ করে।

৫। ঘর বাঁধন্ মইর্গ্যা ; গরু কিনন্ টুইর্গ্যা ;
বিয়া করন্ কালা,—তঁই গিরস্থর
ভালা।

৬। ঘরর্ গরুএ ঘাঁডার খের ন খায়।

৭। ঘরর্ ভাত্ খাই পরর মৈষ্ চরান্।

৮। ঘরর্ উন্দুরে কাডে বের,
কেঅয় তার ন পায় টের !

৯। ঘর বাঁধি পিঁআইর্গা (বা বাইল্ল্যা)
বাআরে ভিজে।

১০। ঘাআং মরিচ্ পরন্।

১১। ঘাউয়া বাঘর ডোল্ করন্।

১২। ঘাট্ পার হৈলে ঘাইট্টাল হালা।

১৩। ঘাডং আঁই না ডুবন।

১৪। ঘাডর্ না ঘাডং,
মাইঝ্যা বেডা হাডং।

১৫। ঘাডর্ লাথি, হাডর্ কিল্,—
যার্ কোআলং যেই চিত্তিল্ (বিত্তিল্)।

১৬। ঘি আউনর্ (গুনর্) কাছে থাইলে
আঅনে উনায়।

১৭। ঘি কিঅং পৈল্? – ডাইলং পৈল্।

১৮। ঘি খাইলে কুঁর্ মরে।

১৯। ঘুঘর্ ঢেঁয়া ক্দস্।

২০। ঘুঘুইষ্যা ডরে,
হারা রাইত্তান্ পোরাই মারে।

২১। ঘৈষাৎ বরি মাইল্লে টাইক্কায়
ডা করে।

২২। ঘোঁাডাব্ ভিতর্ খেণ্টা নাচ্।

২৩। ঘোলাই খায় গাধা,
নিজে নাম রাখে হারামজাদা।

চ

১। চতুরে চাতুরী করে, জামাই আছিল
ভত্,
চল্ সোয়ামা ঘরং যাই কেথার ভিতর
হুত্।

২। চরি বরি খাঅন্; উরাং আই লাদন।

৩। চাঁদরেঅ গন্নায় ধরে।

৪। চাঁন্ মিঞার পোনঅ পোন;
চাইন্দার পোন্অ পোন্।

৫। চাইলদা-বেচনী দোলাং চরে,
কয়ান্ কন্ দেশ্ পুছার করে।

৬। চান্দরর্ বাতারে ঠেং টাইনলে মোশায়
কাঁতবার।

৭। চালৈনে কয় ধোচনারে (ভাঁইররে)
তুই বর কানা।

৮। চাষর্ বলদ,—চ'ই খাইলেঅ বস্ যায়,
ব'ই খাইলেঅ বস্ যায়।

৯। চিঁউড়া দিলে ভাউড়া খায়।

১০। চি ছুয়ারী হুদা পান্,—
ভাউজর কথা এত টান।

১১। চিং হৈলে দুই বিচা,
উইং হৈলে দুই টিয়া।

১২। চিং বাঁধে, উইং কবিং ন জানন্।

১৩। চিলে ছোব্ মাইল্লে, কুড়াগাছ হৈলেঅ
লই যায়।

১৪। চুরনার্ মার্ বর্ গলা।

১৫। চেঁ কর আর বোঁ কর, নেই ছারেগা।

১৬। চেলা মৈষর নাঁ'ন মৈচালন।

১৭। চেষ্টা হলে তুক্ক খণ্ডে।

১৮। চৈং মাইস্যা খবারে,
কাঁডিল খাজের পরাণে।

১৯। চৈধরী চৈধরা বর নাম,
ভাতে কুতায় পৌদন চান।
(ডাঅলে চাবায় পৌদন চান)

২০। চোর্ মরে কাঁশে,
বাঅন মরে আশে।

২১। চোর ধাইলে বুইধ্ বারে।

২২। চোরর্ উঅদ্দি ভইন্দাল (সিন্ধাল)।

২৩। চোরর কিল মধনে যায়।

২৪। চোরর দশ্ দিন, গিরস্তর এক্ দিন।

২৫। চোরর মন বোঁচকার ভিতর।

২৬। চোররে কয় চুরি কর;
গিরস্তরে কয় উজাগে থাক্।

২৭। চোরা হৈদেইগ্যা চোরা বৈদেইগ্যা;
চোরায় খায় মেলার মাঝে বইস্যা।

২৮। চোরে চোরে খালাত ভাই।

২৯। চোলার বাবিচা ভাগ্।

৩০। চোক্ কানা করে, দেশ কানা ন করে।

৩১। চৌক খাড়িলে দুইন্নাই আঁধার।

৩২। চৌগর্ ঠারে, বুইর্গারেও মারে।

৩৩। চৌগে সংসার্ দেখে,
কুড়া পৈন্দ্রে তে ন দেখে।

৩৪। চৌগে কানে ছ'মাসর্ পথ্।

৩৫। চৌর মারামারি করন্।

১। ছ ঔঁল্যার্ ঔঁল্
(ছ আঁউল্যার্ আঁউল)

২। ছব্ বিছাই গব্ মারন্।

৩। ছ পুড়ি তের পুত্রা,
খা পুত্রা ধূল্ গুঁজরা ;—
ঘন ঘন ন আইও যেই মন্ কচরা।

৪। ছল্লুকর্ না পাআরর্ উঅন্দিও চলে।

৫। ছাঅল্দি হাল্ চইত্ পাইল্লে
গরু ন লাইগ্দ।

৬। ছাঅল্ ধরন মইত্তে ;
পারা বেরানা ধরন ঘুইত্তে।

৭। ছাঅল্ নাচে খুঁডার্ বলে।

৮। ছাঅলে বিআয়্ তিআলে খায়।

৯। ছাঅল্ পালে পাঅলে,
হাঁস্ পালে আঁধে ;
হাঁজৈন্যা ন আইলে দুয়ারং বই কাঁদে।

১০। ছাঅলে কয় পরাণে মৈলাম,
গিরস্থে কয় আম্নুনা খাইলাম।

১১। ছাই ফেইলতে ভাঙ্গা কুলা।

১২। ছাইঅর্ কুঁর্ ছাইঅং লুড়ে ;
ডোম্ পণ্ডিত্ নাঅং হুতে।

১৩। ছাপ্ খাই চিঅন্ লাদন্

১৪ ছালানেও ছালাম,—কোয়াল্-
খাজুয়ানীয়েও কোয়াল্ খাজুয়ানী।

১৫। ছিকার মাছ্ বিলাইল্লাই হারাম্।

১৬। ছিদ্দতে কঁ'রে মিডা ন খাঅন্।

১৭। ছিবি ভিরি, আঅনর্ কুত্তা (হুতা) ;
মারি ধরি, আঅনর্ পুত্তা।

১৮। ছুঁইলে জাত্ যাঅন্।

১৯। ছেপ্ ছিঁডিলে গাআং পরে,
কুরৈল্ মাইল্লে পাআং পরে।

২০। ছেপ্ গিল্লেও পানি তিরাস্ (তিয়াস্)
মরে না ?

২১। ছেপর্ ভরেঅ না ডুবে না ?

২২। ছেরাই ভেরাই ধাঅন্।

২৩। ছোঅদির্ (ছেঅর্দার্) লাই দুর্গোচ্ছব্
বাঁকি ন থাকে।

২৪। ছোড মুএ ডাঁঅর্ কথা কঅন্।

২৫। ছোড মোড বেডাবা এত ঠঁঅক্ জানে,
কেলাতলে লাংগুয়া এরি ডাউগ্যা ধরি
টানে।

২৬ ছোড মাইন্ষর্ পোয়া যুদি
জঁইদারী পায়,
কান্র্ গৌরাং কলম্ গুঁজি
ভাঅইয়্যা নাচায়।

২৭ ছোপ্ মাইল্ল চিল্,
কুডাগাছ নিল্।

জ

জল্ জল্ মেঘর্ জল্ ;
বল্ বল্ বাহুর বল্।

২। জহরীয়ে হিরা চিনে ;
হাইল্যা বেড়া তে কি জানে।

৩। জাতর্ কৈন্যা গাঁতৎ মরে।

৪। জাতর্ কৈন্যারে কি কৈল্যা রূপে ;
ফডিক্ ফডিক্ পানিরে কি কৈলা
ধোপে।

৫। জাৎঅ গেল্ পেড্অ ন ভরিল্।

৬। জামাই হারাম্‌খোর্ আর বিলাই
হারাম্‌খোর্ এক হোয়ান।

৭। জামাই কৈন্যার দেখা নাই ;—
শুক্কুর্‌বারে-বিয়া।

৮। জামাই, যম, ভাইনা,—এই
তিনজন্ নয় আপনা।

৯। জামাইর্ মাঅ, কৈন্যার্ মাঅ।

১০। জিরাই ত নাই জাগা ;
কুত্তা আনের বাগা।

১১। জিলাপী সিদা।

১২। জনি পোগে মাণিক নিন্দে,
খাড়িএ নিন্দে পৈর ;
গরুএ গিরছ্ নিন্দে,
খুঁড়াএ নিন্দে মৈর্।

১৩। জোগর্ মুত্অৎ হাদা পরন্।

১৪। জোর্ যার্ মুল্লুক্ তার্।

১৫। জোয় পাইলে ঘাত্তে মারন।

ঝ

১। ঝরে বানে বোগা মরে,
মল্লায় কয়, "কেরামত্ বারে"।

২। ঝারত্তুন্ উডি গচার্ বাবি।

৩। ঝারর্ পাইকত্তুন্ ডিমাঅ লাভ।

৪। ঝাল্ মরিচর্ চামরা লাল।

৫। ঝিঅর্ জ্বালা বুঅৎ খোঁচা,
পুত্তর্ জ্বালা ভূতর্ পোজা।

৬। ঝিঅরে মারি বৌঅরে হিআন্।

৭। ঝিএ চায় বর, মায় চায় ঘর্।
ঝি জব্দ শীলে, বৌ জব্দ কিলে
ঝি দিলেঅ জামাই ন হয় :
মা দিলেঅ বাপ্ ন হয়।
ঝোল্ খাইল বুলি ছক্কালে কয় ;
ধান দেঅনর সময় কেহ নয়।

ট

১। টান্ দরি (বড়ি) খাবা ছিরে।

২। টানি আইনতে ছিরি যাঅন।

৩। টিব্ ন বুঝে টাব্ ন বুঝে,
সেই কি গিরির মাইয়্যা ?
ধার্ ন বুঝে চর্ ন বুঝে,
সে কি নাঅর্ নাইয়্যা ?

৪। টিবর টাবর্ ঘাণী ;—
আধা তেল আধা পানি।

৫। টেঁঅরার্ খেত্ খাঅন্।

৬। টেঁয়াদি টেঁয়া ফাদে,
হাতাদি হাঁতা বাঁধে।

৭। টেঁয়া টেঁয়া করর, দরবার্ নঅ করছ্ ;
বল্ বল্ করর বেয়াধাম্ নঅ পরছ্।

৮। টেঁয়ায় টেঁয়া বিয়ায়।

৯। টেঁয়ায় ষোল আনা লাভ করন।

ঠাঁউরর্ ঠাঁউরালী, গাণ্ডির্ গাউরালী

২। ঠাট্ বজায় রাখন্।

৩। ঠারগুয়া ঠারীর ঘর ;—খেনে উড়ের মাথা কাঁঅরা খেনে উড়ের্ ঘর।

৪। ঠেকি ছিঅন্ আর্ ঠকি ছিঅন্ ;— বেহেডাইম্যার্ কথা চিঅন্।

৫। ঠেকি ঠকি ছিইল্ যে মরুক্‌খর্ পুত, দেই-হুনি ছিইল্ তে পণ্ডিতর্ পুত।

৬। ঠেঙ্গর্ জোতা মাথাৎ চরন্।

৭। ঠেলার নাম বাবাজী।

ড

১। ডাঁঅর্ মাইনষর্ পোয়ায় দলা চাবাইলেও মিছিরী নি, আর্ গরীপর্ পোয়ায় মিছিরী চাবাইলেও দলা।

২। ডুম্ মারি পানি খাই,— হারা দিন্নান্ রোজা থাই।

৩। ডুম্ মারি পানি খাইলে একাদশীর বাপেঅ ন দেখে।

৪। ডুলা ধরন্ (= পোঁ ধরা)

৫। ডেয়া গরুএ বাগ্ ন চিনে।

৬। ডোম্ মারন নাঅং, পোয়া মারন্ ছাঅং।

৭। ডোমর্ গরু, বাঅনর না।

৮। ডোমর্ গাউর্ (= অকেজো লোক)

৯। ডোমর্ পোয়ার্ পোঁদং বাস্।

১। ঢেঁই মক্কা (স্বর্গে) গেলে বারা বাঁধে।

২। ঢেঁইং বারা পইরং পানি, জামাইর্ পোয়ার্ ভাত্-ছোয়ানী

৩। ঢেঁডরা পিডন্।

৪। ঢেরা দেঅন্ (বা ঢেরা পরন্)

৫। ঢোলং ভরি হইলেঅ বুরা নেঅন্।

৬। ঢোলর বারিঅ কাঅরত্তলে ছাবে না ?

৭। ঢোঙ্কা ভরি খাঅন্।

৮। ঢোষ পাদে মেলা হাসে, ফোষ্ পাদে কৈল্‌জা ছেদে।

ত

১। তল্দি পরি জিতন্।

২। তলখাই চিঙ্গা দেঅন্।

৩। তালত ভাইরে তালত ভাই,— তাল খাইঅ যে মনং নাই ; পৈছা দিতা ছোদ্ নাই।

৪। তালরে তিল্, আর তিলরে তাল করন।

৫। তাল্লাই এক আঁড় পানিং নামিলে, তে এক গলাং নামিব।

৬। তাশে নাশ্ পাশায় খয়।

৭। তিতা খাইলে মিডার্ লাগ্ পায়।

৮। তিন্ হঁডা পাতিলে তির্‌ভুবন্ দেখায়।

৯। তিনকালে মন্ত্র ফুস।

১০। তিন্ নকলে আছল্ খাস্ত।

১১। তিন্ মাথা যার, বুদ্ধি লইও তার্।

১২। তিন্ মাইয়ালা যিঁঅং, কাজীর্ দরবার্ হিঁঅং।

১৩। তিন্ লারায় ছুয়ারী সোনা ; তিন্ লারায় নাইরকল্ টেনা ;

তিন্ লারায় ছির্ফল বেল্ ;
তিন্ লারায় গিরছ্ গেল্ ।

১৪। তুইঅ কালা মুইঅ কালা,
আম্ ফেলাইতে দলা দলা ।

১৫। তুই দিয়ারে মুই দিয়া ।

১৬। তেইল্যা মাথাং তেল,
হাতেইলা মাথা ঠাডি গেল ।

১৭। তেল্ বাদে মচ্মৈচ্যা খাঅন ।

১৮। তোতাচোগা (মানুষ) = অকৃতজ্ঞ লোক ।

১৯। তোতার্ চৌক্, বাঁদরর্ মুক্ ।

২০। তোন্নেক্ সদাগর,—
তুই হছ্ না ধনর্ কাতর্ ।

২১। তোর্ চাইবা ঘুচা,
মোর চাইবা বোয়া ।

২২। তোলানি দেঅন্ ।

থ

১। থাইলে মৈর্ হাঁরাংঅ লাএ ;
ন থাইলে মার্ হাঁরাংঅ ন লাএ ।

২। থানার্ কাছদি কানাঅ ন হাঁডে ।

৩। থানর্ মাল থানং,—
তাল্লাম্ আমানং ।

৪। থৈলা ভরি আন,—গঙ্গা ভরি বান ।

৫। থৈলার্ চৈল্ থৈলাং ঝাঁড়ে,
লাথির্ চোড়ে ভারাল ফাড়ে ।

৬। থোথা মুক্ ভোথা হঅন্ ।

৭। থোরা করি খাঅ,
ভালা যদি চাঅ ।

দ

১। দঅই এরি হোল্ হাত মাঅন্ ।

২। দয়া আছে মায়া আছে
গলাং ধরি কাঁদে,
আন্ধান্ পৈছার্ আঁইট্যা কেলা
পরাণ্ গেলে ন দে ।

৩। দরবে গরয় (বা হক্কলে) ডরায় ।

৪। দরবার্ করি জের্বার্ ।

৫। দশচক্রে ভগবান ভূত্ ।

৬। দশ্ জন্ মিল্লে একজন্ পাঅল্ ।

৭। দশ্ জন্ বাজ্ঞা যিঅং,—
খাদাঅ বাজ্ঞা তিঅং ।

৮। দশ্ দিন্ চোরর্, একদিন্ গিরস্তর্ ।

৯। দশর্ লাড়ি একর্ বোঝা ।

১০। দাঅগুলর্ মাছ্ ।
(= একান্ত পরাধীন ব্যক্তি)

১১। দাঅগুন্ ডাঁট্ ডাঅল্ (ডাঁঅর) ।

১২। দাতাগুন্ কির্পিন্ ভালা, তুরিৎ
জোয়াব যার ।

১৩। দাতায় দান্ করে,
ভাণ্ডারীর পেট ফাড়ি মরে ।

১৪। দাতায় মোচায় লাগন ।

১৫। দাদা আগারে (আআরে) যাই
কৈতর্ বাচা খাইল,—
আঁইঅ গেলে খাইতাম্ ।

১৬। দানার্ তস্তা সোনার্ বাসন,
ভাঁই বানান্ যায় ;

মুরুব্বর্ হুস্তী মেইট্ট্যা হানব্,
ফাড়িলে ফেলায়।

১৭। দানা দোশ্‌পনঅ ভালা।

১৮। দাসরে থাবা; মৈষরে নাফা;
ছৈঅরে গিল্; বৌঅরে কিল্;

১৯। দাঁড়ি উডিবার আগে কাঙ্গী হঅন্।

২০। দাঁত্ থাইক্‌তে থাঅন্ ভালা;
দাঁত্ পৈলে মরণ্ ভালা।

২১। দাঁত্ থাইক্‌তে দাঁতর্ কদর্ ন বুঝে।

২২। দিন্ থাইক্‌তে হাঁড়,
সন্ধেং থাইক্‌তে ষাঁড়।

২৩। দিনর্ দুআরে ডাকাইতি করন্।

২৪। দিনে কালে ভাউয়া বেং হাপ ধরি খায়,
দিনেকালে বাঁদি বেডা মন্দ বুলি যায়।

২৫। দুই চৌক্ খাড়িলে সংসার্ আঁধার।

২৬। দুই নাআৎ পা।

২৭। দুক্কর্ রাইৎ ন ফুরায়।

২৮। দুক্কে দূলা ন গাছান।

২৯। দুধৎ গোচনা মিশান্।

৩০। দুধ্-দেঅইন্যা গাইয়ে লাথি
দেআনঅ ভালা।

৩১। দুধ্ বেচি মদ্ খাঅন্।

৩২। দুষ্ট গরু পালনত্তুন্ খাইলা
গোয়াইল্ ভালা।

৩৩। দুষ্ট জনর্ মিষ্ট কথা কাছে বৈসে ঠেসে,
কথা দিয়া কথা লয় পরাণ নাশে হেষে।

৩৪। দুষ্ট জনর্ মিষ্ট কথা
ডাঁঅল্ ঘোমটা তিরী,
দামর্ তলর্ ছুরত্ পানি,—
এই তিন্ পরানর অরি।

৩৫ দেইখ্‌তে সোন্দর্ কাঁইদা ফল।
(রূপচাঁদা কাঁইদা ফল্)

৩৬। দেইং ন পারে যারে,—
হাঁইট্টতে ভেঁআয় তারে।

৩৭। দেখা ন দে ছোয়া দে,—
কদ্ধা ভরি ছালন্ দে।

৩৮ দেশং নাই যিআন্,—
বৌঅর্ হাদি হিআন্।

৩৯। দেশী ভাই যিঁঅং,
কথা ন কইঅ হিঁঅং।

৪০। দৈং নাই কলম্ নাই,
ফইচ্ছান্ মুন্সী।

১। ধইন্যায় ধইন্যায় মেলা;
নিধইন্যার্ মগুন্ কেলা।

২। ধরত্তুন্ পারান্ উরি যাঅন্।

৩। ধরি আইস্ত কইলে, বাঁধি আনন্।

৪। ধরি মাছ্ ন ছুই পানি।

৫। ধল্‌ঘাইট্টা বাঁঅনর্ গোছে চিনা যায়।

৬। ধান্ নাই ধুঁরা ঝারাঝারি।

৭। ধার্ চর্ বুঝন্ (=ভাল মন্দ বুঝা)।

ন খাম্ ন খাম্ পেডৎ বিষ্;
খাইত বইলে ন পায় দিশ্।

২। নছাঁবৎ (কোয়ালৎ) গরাদশা খাইলে,
টাউকা পরিঅ ঢেঁই ডাঁএ।

৩। ন জানে একান্,
লাইখাই ভাঙ্গে হাত্তান্।

৪। ন বারিব গোত্র,—দাঁঅরা ছা বিয়ায়।

৫। ন বুঝি চোরে,
শৈন্য ভিঁড়া খোঁরে।

৬। নরমর্ বাগ্,—দরর্ কুঁর্।

৭। নরমর্ বুক খাআন,
দরর্ কাছদি ন যাঅন্।

৮। নরম বাবাঁর্ খরম পা,
হাঁইট্‌তে বাঁবার ন লরের গা।

৯। নাইচন্ত লাইলে আর গোঁআড়ায়ত
টান্ ন ধরে।

১০। নাইৎ দেইলে নৌক্‌কুনা বারে।

১১। নাইৎ বৈদ্য, ধোপা চোর্,
যুগী বৈরাগীর নাই ওর্।

১২। নাই-দেশৎ এরেণ্ডাঅ গাছ কঅলায়।

১৩। নাই-মাঁউত্থুন্ কানা মাঁউঅ ভালা।

১৪। নাইতা কয়, "আঁই", কামাইর্গা কয়,
"তাঁই", বাইন্নায় কয়, "পঅরু",—
যে এই তিন কথা বিশ্বাস করে
তার বাপ গরু।

১৫। নাক্‌কাড়া মঁঈ ছালাম্,—
কয় যে, তোঁআর্ বোচনে তুষ্ট হৈলাম্।

১৬। নাক্ নাই বেডাঁর্ বালাঁর্ সখ্,
চাঅনা বেডাঁর্ কত ঠঅক্।

১৭। নাচ্-কাঁচ্ বাপ্-ভাই,—
যার্ ঝি তার্ জামাই।

১৮। নাচিৎ ন জাইন্‌লে উডান্ বেঁআ।

১৯। নাঠা মানুষ্ আগে মাতে,
নাঠা জবিন আগে ফাডে।

২০। নাদানর্ হাত্ ঘর।

২১। নানারে নানা, বকী বানা,
বকী নিল হুচ্চুং মাছে,
নানার্ পোঁদে লাকরি চাঁছে।

২২। নিজর পাঅৎ কুড়ৈল্ মারন্।

২৩। নিজর বুদ্ধিএ ভাত,
পরর্ বুদ্ধিএ হাভাত।

২৪। নিজর মুড়ি নিজে গরম করন।

২৫। নিজে ন পাব্ জাগা,
কুত্তা আনের্ বাগা।

২৬। নিজে মরি শৈয়াতির্ পাতিল্ ফেলান।

২৭। নিদানর্ বাজ্‌ধান্।

২৮। নিধইন্যায় ধন্ পাইলে টিবি টিবি চায়,
হাভাইত্যায় ভাত্ পাইলে মথি মথি
খায়।

২৯। নিমক্ হারামী করন্।

৩০। নিয়তৎ খতর্, ঝুলিৎ পাতর।

৩১। নিয়তগুণে হাছিল হঅন।

৩২। নুন্ খাই গুণ্ মানন।

৩৩। নুন্ খায় যার্, গুণ্ গায় তার।

৩৪। নুনর না ডুবি মাইতে মগৎদি চাঅন্।

৩৫। নেক্ পাইয়ে যে কত নয়,
কাঁচ্-বাঁঅরাঅ মাগের্।

৩৬। নেক্ সোয়াইগ্যা নাচন্ চায়,
নৌগ্ সোয়াইগ্যা ঝাঁডা খায়।

৩৭। নোয়াঁ নোয়াঁ বাঁঅরা নোয়াঁ নোয়াঁ রং,
পুরান হৈলে বাঁঅরী গলা ঢং ঢং।

প

১। পইরল্লয় বেজার হৈ হৌর্‌গুচা থাকন্।

২। পইল্ বসং ন হৈল্ পুত্;
মার্ সুক্ না বাপের সুক্।

৩। পর্ নয় আঅনা, আপনা নয় পর্।

৪। পরর্ উঅর ভাত্ খায়, আঢার মাসে বছর্ গণে।

৫। পরর ঘর, ছেফরেঅ ডর্।

৬। পরর্ ধন দি পোদ্দারী করন্।

৭। পরর ভাত্, আঅনর্ হাত্।

৮। পরর পিডা মুখং মিডা।

৯। পরর্ ফোঁরা চেঁইদি গালন্।

১০। পরর মাথাং খুর্ বুলান্।

১১। পরর মাথাং দিয়া হাত্,
শপথ করে নিথ্যাং।

১২। পরর্ ভুঁইয়ং নল পৈলে নলে হর্ হর্,
নিজর্ ভুঁইয়ং নল্ পৈলে নলর্ চাবি ধর্।

১৩। পরর্ ভিঁডাং জরাপ্ আইলে মাপ্‌রে মাপ্; আঅনর্ ভিঁডাং জরাপ্ আইলে বাপ্‌রে বাপ্।

১৪। পরি মৈত্তে গোঁআইরেঅ গাইল্ দে।

১৫। পঁথং পাইলে সোনা, কানং দেঅন্ কি মানা?

১৬। পঁথং পাইলাম কামার্,
দা বানাই দে আমার।

১৭। পাঅর্ জোতা কনে খায়?
রুপার্ জোতা হক্কলে চায়।

১৮। পাঅলে কি ন কয়,
ছাঅলে কি ন খায়।

১৯। পাইক্ আইয়ক্ পেয়াদা আইয়ক্,
আঁই কিছু না;
ভেট্ আইয়ক্ বেগার্ আইয়ক্,
মুই জঁইদারর্ মা।

২০। পাইট্যাইল্যা পাডিত ন হুতে।

২১। পাইল্ পরবে খাঅন্,
ঈদে-চাঁদে বেরান্।

২২। পাইল পরব্ নাই যার্,
কেঅয় নাই অভাইগ্যার।

২৩। পাঁডারে কাডে পাঁডিএ হাঁসে,—
পাঁডায় কয়, "তোল্লাইঅ মগদেশ্বরী আছে"

২৪। পাডা উত্তার্ ঘষাঘষিএ মরিচর্ খয়।

২৫। পান্তর ভাত্ কারি নেঅন।

২৬। পাত্রা ঝারংঅ বাগ্ লুয়াই থাএ।

২৭। পানর্ উঅর্ ছুয়ারী ন উডন্।

২৮। পানাইয়া তুধং দাগা দেঅন্।

২৯। পানি কাডি তুই ভাগ ন হয়,
আঅনা মারি ভিন নয়।

৩০। পানি ভাতে জরা ন বড়ে।

৩১। পানি ভাতং নষ্ট ঘি,
বাপর্ বারীং নষ্ট ঝি।

৩২। পানি দেইলে মুত চলে,
হতীন দেইলে রীষ করে।

৩৩। পাপর্ পোঁজা বঅন্।

৩৪। পাপর্ ধন্ প্রায়শ্চিত্তে যায়।

৩৫। পারাপরশীএ কয় বছর-বিয়ালা,
গিরস্থে কয় যে ভাঁঝা।

৩৬। পাঁচ্ছুয়া আঁট্টিল হোয়ান্ নয়;
পাঁচ্ছুয়া মানুষ্অ এক নয়।

৩৭। পিডা খায় মিডার বলে,
হাত লারি হাঁডে নাঙ্গুর বলে।

৩৮। পীছ্ হৈলে মিছ্।

৩৯। পীরর্ ছিন্নি হারাম্।

৪০। পুতর ভাত, বৌঅর্ হাত।

৪১। পুত্ হৈয়ে না, ভূত্ হৈয়ে যে ?

৪২। পুত্তানীর্ পোয়া হাইর্গা,
খাল বাঁধে জোয়াইর্গা।

৪৩। পুঁড়ি মাছর্ পিডর্লা।

৪৪। পেডং ভোগ্ মুঅং লাজ।

৪৫। পেড্ ডাঁঅর্ নরলা ছোভ।

৪৬। পেডর্ ভাত্ চৈল্ করন্।

৪৭। পেডে খাইত্ পাইল্লে, পিডে সইত্অ
পারে

৪৮। পেয়াদাত্তে হৌরঅ বারা নাই।

৪৯। পোয়ার্ মুতং আছার্ খাঅন্।

৫০। পোয়ার্ মুত্ পানি পানি লাগন।

৫১। পোয়া-চেঁরা বুঝে না,
চৈল্-চেঁরা ছিঁড়ে না।

৫২। পোয়াত্তে পৈছা হৈলে কুঁরচ্ছা কিনে।

৫৩। পোয়ার্ হাতং কেলা দিলে বুরার
মন পায়

৫৪। পোঁদং নাই তেনা,
মিডাদি ভাত খানা।

৫৫। পোঁদং শিল্ বাঁধিলেঅ ভর্ ন হঅন্।

৫৬। পোঁদর্ বিষে হাঁডা খেদাং যাঅন্।

৫৭। পোঁদর্ ফোঁরা বুলি বুঝন্।

ফ

১। ফইত্তার্ মিডাঅ চিন্ নাই,
কুরার্ গুঅ চিন্ নাই।

১ ফইর হৈবার আগে ঝোলা কাঁধং
লঅন্।

৩। ফইর্ মারি ভাঁইর্ কারি লঅন্।

৪। ফাল্ দেইক্কছ্, ঘুঁরী ন দেখছ্।

৫। ফুঁইচর্ পোঁদদি কুড়ৈল্ চালান্।

৬। ফুঁইচে ভাঁইবার কামং কুড়ৈল্
লাগান।

৭। ফুঁরি মারিঅ তিন্ লুড়ি,
বঁই খাইঅ তিন লুড়ি।

৮। ফুইন্নছ্ নি কথা গালং হাত্,
পোয়া হৈয়ে যে চৈদ্দ হাত্।

৯। ফুতা চুরি করন যান,
পুতর্ মাথা খান্ পান।

১০। ফুয়ানা গু উল্ডাইলে বাস দায়।

১১। ফেল্লাং ফেঁঝা আট্কে (বা বাঝে)।

১২। ফেরং পরে খেরং বাঝি।

১৩। ফোয়াদর্ ফোড়া,
হাফোয়াদর গোড়া।

১৪। ফোঁরার্ চাম্ খাঅন (= কৃপণ)

১৫। ফৌনর্ (কাউনর) শাঁকে বাঅনে
গরু বেচে।

ব

১। বঅলী নারে চঅলী,
গাং কেঅনে পার হলি ?

২। বঁই খাঅনত্তুন বেগার খাডন ভালা।

৩। বইস্ত পাইলে হুইত্ চায়।

৪। বন পোরা যায়, হক্কলে দেখে,
মন্ পোরা যায়, কেঅয় ন দেখে।

৫। বনর্ বাঘে নঅ খাইত্তে মনর্ বাঘে
খাঅন্।

৬। বর্ ছুপ্ পরি রৈএ বৈঅইন্যা নাই,
বর্ উডান্ পরি রৈএ কুরাইন্যা নাই।

৭। বরাইয়্যা পোন্ ছরাইয়া যায়।

৮। বরৈ পারে পরে খায়,
কাইনতে কাইনতে ঘরৎ যায়।

৯। বলীর্ ঘাম্ নির্ব্বলার ঘুম্।

১০। বাঅন্ মুছুদ্দি, ধোআ গোঁঅস্তা।
তার্ নাই বুঝ-বেআস্তা।

১১। বাঅন্ পরি মৈলেঅ শূদ্রর্ তুনা।

১২। বাঅনে পৈছা পাইলে ঢেঁইর্ নামেঅ
চণ্ডী পারে।

১৩। বাঁআল্ মরে ফেরে, গরু মরে খেবে।

১৪। বাঁআলর্ পেডে ঘি ন সয়।

১৫। বাঁআল মনুষ্য নয় কেবল একটা জন্তু,
গাধার্ মত বোঝা বয় লেজ নাই কিন্তু।

১৬। বাঁকা শীতে মরে, বৈদে ফুআয়।

১৭। বাঁদর্ বুরা হৈলেঅ গাছ বায়।

১৮। বাঁদররে পক্ষি দিলে কাঁধৎ চরে।

১৯। বাআরে গেলে শরার্ কাজী,
ঘরৎ আইলে পানর্ হাজী।

২০। বাইক্য যেঅন্ গচার বারি,
ভট্ট ধাইল পিছা মারি।

২১। বাইন্নার্ কাছে ধইন্না বেআর্।

২২। বাইন্নায় মার্ কানর্ সোনা চুরি করে।

২৩। বাইরার্ কাইল্ল্যা ঝরে,
বাআর্ কাউয়া লরে।

২৪। বাঘর্ মাথাৎ টাক্,
চিলর্ পোঁদৎ খেচ্চুয়া।

২৫। বাঘে-মৈষে হাল্।

২৬। বাডি খাঅন্, পিষি ফেলান্।

২৭। বাতাসর্ আগে উড়ি যাঅন্।

২৮। বাতাইন্যা মাইয়ালা।

২৯। বাত্তির তলে আঁধার্।

৩০। বাপ্কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া,
বহুত ন হইলে থোরা থোরা।

৩১। বাপ্-দাদায়্ নাই চাষ,
ধান্ দাঁতি কুরৈল্ লই যাইছ্।

৩২। বাপ্-দাদায় নাই ডুলি,
আগে দিয়ে ছুই ঠেং তুলি।

৩৩। বাপ্-দাদার্ নাম নাই,
করিমা জোলার নাতি।

৩৪। বাপর্ বাবাং খাইত থাএ,
গুমানে কইন্যা বঁই খাএ।

৩৫। বাপর্ পোঁদৎ কোঁশ্ নাই,
পুতর্ কানচাবা তোয়ান্ দাঁরি।

৩৬। বাবু ইল্যা মরে শীতে আর্ ভাতে।

৩৭। বার ঘরর্ পারা, তের ঘরে মারে,
কতাত আঁই সাক্ষী কইর্গম কারে।

৩৮। বার বারী, তের খামার,
যেই বারীৎ যাই তেই বারী আমার্।

৩৯। বারা ভাতৎ ছাই পরন।

৪০। বারা ভাতৎ ছালি,
ধোয়া কাঅরৎ কালি।

৪১। বারী কাছে, ঘাঁডা দূর্।

৪২। বাল্ ফেইল্লেঅ মুদ্দার্ পাতল হয় না।

৪৩। বিঅঁডীয়ে লারেচারে,
ইঁঅডীয়ে পরাণে মারে।

৪৪। বিয়া নঅ করি বুলি বৈরাংঅ নঅ
খাঁই না?

৪৫। বিলৎ খাঅন্, উরাৎ আই লাদন্।

৪৬। বিলর্ মাইধ্যে চিলর্ বাআ।

৪৭। বিলর্ গরু বদরর্ ছিন্নি।

৪৮। বিলাইর্ ভাইগো ছিক্কা ছিরন্।

৪৯। বিলাইর্ রাগ্ খাঅলার্ উঅর্।

৫০। বিলাইরে মাছ চৈ দিত দেঅন্।

৫১। বিলাই মারন্ পৈলার্ রাইৎ।

৫২। বিষ্ খাই বিষ্ হজম্ করন্।

৫৩। বুক্ ফাডে ত মুক্ ফুডে না।

৫৪। বুদ্ধিতে হক্কল ঘাটে,
কোয়ালর্ হঙ্গে কেহ ন আঁটে।

৫৫। বুরা গরু, বিআনত্তা শেষ্।

৫৬। বুরা গরু, চোবা ধান,—
যে বেচে তে সেয়ান।

৫৭। বে-ইমানর্ টেআরা।

৫৮। বে-ইমানর্ নিআন্নন্ আচাইলে সিদ্ধি।

৫৯। বেঙ্গর্তে কিঅর্ ছদ্দি, কিঅর্ গন্মী?

৬০। বেডারে মারি বেডীর্ রাগ্।

৬১। বে-দানা দোস্তত্তুন্ দানা দোষ্‌পন
ভালা।

৬২। বেল পাগিলে কাউয়ার্ কি?

৬৩। বৌয়ে ভাঁইলে চাঁরা,
হওরীয়ে ভাঁইলে খোলা।

ভ

১। ভাইগ্যাইত্যার্ ভাইগ্,
বল্‌দে বিয়ায় আঁধাইর্গা রাইৎ

২। ভাইগা যার্ কোয়ালে ফলে,
বুদ্ধি তার্ পোঁদদি ঠেলে।

৩। ভাইঅর্ বলে কুঁচ্ছি ধরন্।

৪। ভাইরর্ নাম চূড়ামণি
চূড়ার্ নাম ধরিৎ ন পারি।

৫। ভাইস্তা নাই বেডার বিয়া,
পান-কিনা গেইয়ে কুতুবদিয়া।

৬। ভাইস্তাছারারে লই কীর্ত্তনৎ গেলাম,
তেঅ হারাইল, আঁইঅ পাআইল্লাম্।

৭। ভাগর্-কেলা, চাবাই হৈলেঅ ফেলা

৮। ভাঙ্গা ঠেং গাতৎ পরে।

৯। ভাত্ ছিঁডিলে কাউয়ার নাই না?

১০। ভালা ঠাউরর চাকরী,
তিন্ জন্ মৈল্ যে তা করি।

১১। ভালাৎ মন্দ মিডাৎ পোক্।

১২। ভালা মাইনষর্ এক কথা,
ভালা ঘোরারে এক চাঁটক্।

১৩। ভালাইর্ ভালা হক্কল হয়,
খরাপর ভালা কেঅয় নয়।

১৪। ভালার লাই দিলাম্ তেল্ পরা,
তেলে গেলযে কোয়াল্ পোরা।

১৫। ভালার্ লয় ভালা,
খরাপর লয় হালা।

১৬। ভাল্‌ইকা জ্বর উডন।

১৭। ভাবেতে মজিলে মন,
কিবা হাঁরি কিবা ডোম।

১৮। ভিতরে খোল, হরি হরি বোল।

১৯। ভিবর্ কুঁর, হঁসর্ ঠাউর্।

২০। ভূতর্ বেগার্ খাডন্।

২১। ভূতরে ভূতে পাঅন্।

২২। ভূতরে ভূতে পায় না?

২৩। ভেরা বানাই রাখন্।

২৪। ভোক্ থাইলে হুদাঅ রচে;
ভেঁউলে কাঁঅঁরাইলে বুড়াঅ নাচে।

২৫। ভোডাইর্ বাপ্।

ম

১। মক্কা (লঙ্কা) বৌং দূর।

২। মক্তলবর্ ফইর্ হঅন।

৩। মদ্দর্ জিদে বাদ্শা (বাশ্শা)
মাইয়ালার জিদে বেইস্যা।

৪। মদ্দর কথা নঅ কচুপাতার পানি না?

৫। মন্ চায় বাদ্শা হৈত,
খোদা ন দে মাগি থাইত।

৬। মনে মনে মংকেলা থাঅন্।

৭। মরদ্ কা বাত্, হাত্তী কা দাঁত্।

৮। মরা মাছ, ভাঙ্গা ডূলা।

৯। মরারে মারন্।

১০। মরারে মারর্ কিল্লাই?—
কয় যে, "ন মরের্ যেই।"

১১। মরা পরাণে বাঁচি থাকন্।

১২। মরা গাছৎ ফুল ফুডন।

১৩। মরা গাছে ফল্ ধরন্।

১৪। মরি ভূত্ হঅন্।

১৫। মল্লার্ দৌড়্ মছিদ্ পর্য্যন্ত।

১৬। মাইন্‌লে পীর বরাবর্।
ন মাইন্‌লে খের্ বরাবর্।

১৭। মাইররে ভূতে পেরতেঅ ডরায়।

১৮। মাইর্‌লে ঝাঁডা,
তঅ ন ছারে ঘাডা।

১৯। মাঁউ জিতক্।

২০। মাকরর্ ডৌল্ চুঁই খাঅন্।

২১। মাগি-খুজি খাই,
কন কেঅর্ দুয়ারৎ ন যাই।

২২। মা—গুণে রোয়া,
ভুঁই গুণে পোয়া।

২৩। মাবর শীতে বাগ্ ডোঁরে।

২৪। মা চাইতে ঝি চাঅ,
বাপ চাইতে পুত চাঅ।

২৫। মাছর্ মার্ পুতর্ শোক্।

২৬। মাছর্ নামে গাছেঅ হা করে।

২৭। মাঝিএ ভাত্ খাইলে গাঙ্গৎ জোয়ার্ হয়।

২৮। মাথাকাডা ভাদালী।

২৯। মাথাৎ বাই উডন্।

৩০। মাথার্ উঅর্ হাত্, হাত্ পানি।

৩১। মাথার্ উপর্ হক্কুন উরন্।

৩২। মা দিলেঅ বাপ্ নয়,
পীরথিম্বী দিলেঅ আঅনা নয়।

৩৩। মা ন জানে কচু হাক্ কুইট্টত,
ঝিএ চায় যে লবনী রাঁইন্‌ত।

৩৪। মানীর্ মান্ খোদায় রাখে।

৩৫। মানুষ চিনে আকলে,
গাছ চিনে বাকলে।

৩৬। মা-মঙ্গ চিন্ ন রাখন্।

৩৭। মা মৈলে বাপ্ তাঐল।

৩৭। মারইন্যার্ দোষ নয়, দলার্ দোষ।

৩৮। মার্ দুধে যার্ পেড্ ন ভরে, বাপর্
বুইর্গা গুঁন্ চুইলে কি হৈত পারে?

৩৯। মারে খোদা, রাখে কে?
রাখে খোদা, মারে কে?

৪০। মা বাপে করায় বিয়া কিচ্ছু নারে না ;
নিজে বাজে করে বিয়া এইঅ মারে মা।

৪১। মিছা কথা হিঁচা পানি।

৪৩। মিজ্জির্ মুইচ কেলাগাছং করি বয়।

৪৪। মিডা কথায় পেড্ ন ভরে।

৪৫। মিডা খাই কুত্তার্ কেঁশ্ যায়,
তঅ কুত্তা হাডং যায়।

৪৬। মিডা চিজে মখং রস্,
মিডা কথায় দুইন্নাই বশ্।

৪৭। মিডার্ লাভ পৈঁজরায় (মাছিএ) খায়।

৪৮। মুইত্তে ছাঅল্ ন ধৈল্লে
দুঁবাই ধইত্ত্ পারে না ?

৪৯। মুক্‌খান্ মিডা, হাত্তান্ চিডা।

৫০। মুক্‌খানে চডর-ফডর,
কাইজ্জে নিউক্কাস্।

৫১। মকমে শেক্ ফরীদ, বোগলমে ইট্।

৫২। মুখং আইলে রণ্ করে,
পেডং থাইলে গুণ করে।

৫৩। মুখ্ গুন্ (আউন) দেঅন্।

৫৪। মুখ্ নষ্ট বরল ; বারী নষ্ট অবল ;
পইর্ নষ্ট ফেনা ; মানুষ নষ্ট কাণা ;
রূপা নষ্ট বাইন্নার্ বারী ;
কৈন্না নষ্ট বাপর বারী।

৫৫। মুজরত্তে মুনিষ (মুনুয) পোয়া ন হয়।

৫৬। মুজররে লাথি, হুজররে ছালাম্।

৫৭। মূলা তোলা, না বাইয়ন্ তোলা।

৫৮। মূলে ছুম্ করন্।

৫৯। মেজ্জাইন্না ভাতে ফইর্ বিদায়।

৬০। মেডিত্তুনঅ মেডি, পানিত্তুনঅ পানি।

৬১। মৈয়রর্ নাচ্অ নয়, খঞ্জনর্ নাচ্অ নয়।

৬২। মৈষর্ পিডং চৈল্লে যম্ ন হয়।

৬৩। মোশা মাইত্তে কামান্ দাবান্।

য

১। যক্ জিয়ক্, তক্ পিরীতি।

২। যম, জামাই, ভাইনা,—
এই তিন জন নয় আঅনা।

৩। যাত্তে আছে ভাইগ্যার শশী,
তে খায় পরর্ ধন বসি।

৪। যাত্তে নাই মাথা,
তার্ কিঅর্ বেথা।

৫। যার্ গরু ফুডং বান্ধে,
তে লেজ্জদি ধরন্ পরে।

৬। যার্ ঘর্ চুরি কৈল্লাম,
তেঅ কয় চোর ;
যাল্লাই চুরি কৈল্লাম,
তেঅ কয় চোর্।

৭। যার্ ঘরং ভাত্,
তার্ ঘরং জাত্।

৮। যার্ ঘরং টেঁয়া,
তার কথা বেঁয়া।

৯। যার্ ঘরং ধান্,
তার কথা টান।

১০। যার্ নাম "মহাশয়",
তার পোঁদে কুরৈল্ সয়।

১১। যার মনং কালি,
তার কোয়ালং ছালি।

যার্ বাপরে কুঁইরে খাইয়ে,
তে ঢেঁই দেইলেঅ ডরায়।

১৪। যার্ বিয়া তার্ মনং নাই,
আরাইল্যা পারাইল্যার্ ঘুম্ নাই।

১৫। যারে দেইত্ ন পারে,
তার্ চলন বেঁয়া।

১৬। যাল্লাই কাঁদির্ তার্ চৌগং পানি নাই।

১৭। যাল্লাই যার্ মজ্জে মন,
কিবা হাঁরি কিবা ডোম্।

১৮। গিঁক্কার্ মুর্গা, হিঁক্কার্ নেওলা।

১৯। গিঁক্কার্ ঝর্, হিঁক্কার্ জুঁইর।

২০। গিঁয়ং আছে লেখা, হিঁয়ং হৈব দেখা।

২১। গিঁয়ং রাইত্, হিঁঅং কাইং।

২২। গিঁয়র্ মিদ্ধে বাঘর্ ভয়,
হিঁয়ং আইলে রাইং হয়।

২৩। যুইর্ গাউর্ (= অকেজো লোক)।

২৪। যুইর্ গরু মুক্কে খায়, ভোগে মরে।

২৫। যুইর্ গরু ফুড়ং বাইজ্জে।

২৬। যেঅন্ রাধা, হেঅন্ কানু।

২৭। যেঅন্ গাছ, হেঅন্ বাতাস্।

২৮। যেঅন্ কয়, হেঅন্ নয়।

২৯। যেঅন্ হোঁয়াই চন্দ্র রাজা,
তেঅন্ গোঁয়াই চন্দ্র পাত্র,
তেঅন্ বিদ্যাশূন্য পুরুইং।

৩০। যেঅন্ গাল্, হেঅন্ চোয়ার্।

৩১। যেই কুঁরীএ আণ্ডা পারে,
হেই কুঁ'রীর্ পোঁদেঅ জানে।

৩২। যেই গাইয়ে দুত্ দে, হেই গাইঅর
লাথিঅ ভালা।

৩৩ যেই মুরাং যায়, হেই মুরা ওঁচল্।

৩৪। যেই দেশং যেই ভাও,
না মুরং দি জুইর বাও।

৩৫। যেই নালে উৎপন্ন, হেই নালে বিনাশ্।

৩৬। যেই পাত্ খায়, হেই পাত্ পোরে।

৩৭। যে করে পরেয়ার্ আশ্,
তে খায় যে বনর্ ঘাস্।

৩৮। যে খায় ঘিঅর্ হাঁরি,
তে খায় মৈরর্ বারি।

৩৯। যে খায় কৈতরর্ রান্,
তে দা'য় বিলর্ ধান্।

৪০। যেছাকে তেছা, ছুটকী কা বাইঅন্।

৪১। যেডদি কুঁইচ্ ন চলে, হেডদি কুরৈল্
চালান

৪২ যেডে ন ভিজে কুত্তার্ তোল,
তেডে দে যে হামজার্ পোল্।

৪৩ যেতক্কণ সোয়াস্, ততক্কণ আশ্।

৪৪। যেত্তুর্ আইল্লা নয়, হেত্তুর কাটুল্
বাঁচি।

৪৫ যে বলে রাম,
তার্ হঙ্গে যাম্।

৪৬। যে যারে চায়,
তে তারে পায়।

র

১। রইম্যা কামায়, ছইম্যা উড়ায়,
তাত্তে ব'ই তিন্নান্ তিন্নান্ লায়।

২। রইয়ে বেডী পরি,
ছুইলে বেডীর্ করি।

৩ রসিকে রসিক চিনে, ভোঁঅরায় চিনে
মধু,
অজাইত্যা বাঁআলে চিনে থোঁরাভরা
কদু।

৪। রাঅলীত্তে (বাবালীত্তে) পোয়া খোজন্।
৫। রাগ কৈল্লে ভাগ হারায়।
৬। রাজা থাইক্‌তে কোটালর্ দোয়াই না ?
৭। বাজার ঘরং মুতির্ রাট্।
৮। রাজাল্লাই রাণী,—
ফইরাল্লাই হাঁইচা হাক্‌পেডানী।
৯। রাতারাতি ডাঁঅর্ মানুষ হঅন।
১০। রাম্ চাঁদে তেতৈ খাইয়ে,
শাম্ চাঁদরে বারি দিয়ে।
১১। রারী বেডাঁর্ বিয়ার্ সখ্,
উনাই পরের্ রসর্ ঠঁঅক্।
১২। রাঁধে পিউনে নৈজ্জা তেল,
বুইজ্জার্ দাঁরি ছিজ্জা গেল।
১৩। রাঁধে মরে রাঁধাইল্যা বিয়ে মরে হাপ্,
হাছদ্ পিটনে মরে হাত হতানর বাপ্।
১৪। রুআর্ তাঁরে পাত্তর্ ছেদে।
১৫। রূপচাঁদা কাঁইদা ফল্।
১৬। রেঅষ্টর্অ হাকিম্ নয়,
তেইল্যাপোচাঅ পাখী নয়।

ল

১। লইত্ জানে, দিত্ ন জানে, তার্ মুখং থোক্,
লইত্অ জানে, দিতঅ জানে, তারে কয় লোক্।
২। লগে ঘর্, লগে বারী, বেরাইজ্জার্ চাইল্।
লরাদইজ্যার্ কুযুক্তি সার্।
৪ লরিচরি বার,—ঘরং ব'ই তের।
৫ লরৈয়্যা জামাইয়ে লই যাইব ঝি,
তাত্তুন্ অধিক করিব কি ?
৬ লাংচোরা বাঁবী বাঁদির্ কুবইত্যা।
৭ লাগি থাইলে মাগি ন খায়।
৮। লাজর্ বাঁবী হা ন করে,
চাইল্‌দা পাআন গবাস্ ধরে।
লাজর্ বুরী আগে হাঁডে।
লাথির্ চোডে ছালা ফাডে,
চালার্ চৈল্ ছালাং আঁডে।
১১। লাভ্ নাই বাণিজ্জার্ কচ্‌কচি সার।
১২। লাভে লোয়া নয়;
অলাভে ফোলাঅ ন নয়।
লাল কুত্তা হিয়ালর ভাই।
১৪ লাগা কুত্তার গু বেশী খায়।
১৫ লেঁউরেত্ত বেশ্ চিনিলে তিতা নেআলে।
লেচ্‌মোচ্ পোঁদতলে দি হাব্বিশ্।
১৭। লেচ্ নাই কুত্তার্ "বাইঘ্যা" নাম্।
১৮। লেডা গরু কুঁইর্গা খাইবার যম।
লেণ্ডিয়ার্ কুবুদ্ধি সার।
২০। লেপাবা দোরছ্ রাখন।
২১। লোকর মুখে খয়,
লোকর্ মুখে জয়।
২২। লোকে কয় সুক্কে আছি,
মাথার্ উত্তর্ উরে মাছি।
২৩। লোকে কয় আছি সুক্কে,
ভাই মরির্ তাঁর্ দুক্কে।
২৪। লোভে পাপ্, পাপে মিত্যু।

শ

১ শনিবাইর্গাঅ হাট্, রই বাইর্গাত্ত হাট্,
সহজে রাধা কলঙ্কিনী চিতামারি হাঁট্।
শব্দ হুইনলাম্ গোয়াল্ পারা,
নারিচ্ হাগে আঁং কালা।

৩। শরীলল্লাম্ মহাশয়, যাহা দে
তাহা সয়্।

৪। শাঅন্ মাইস্যা ঝরে,
বাআর্-কাউয়া লরে।

৫। শাক দিঅম্ না মাছ দিয়ম্।

৬। শালগ্রামর্ শোয়া-বৈড়া হোয়ান।

৭। শিং ভাঁই কারুল্ অহন্।

৮। শূয়র্নার্ হাত ছা,
বাঘিনীর এক ছা।

৯। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকোলি করন্।

১০। শ্বশুর্ বারী মধুর হাঁরি,
তিন্ দিনর্ উঅদ্দি থাইলে
ঝাঁড়ারবারি।

ষ

১। ষোল আনা বাজাই লআন্।

২। ষোল আনা লাব্ করন্।

৩। ষোল কড়া কানা

স

১। সর্গারুৎ খাঅন, মর্ত্তৈদৎ হুতন্।

১। সময়ে বৈন্-ভাইনা,
আঁআর সোদ্দর্ ভাই,
ঘরর্ তিরী আঅনা নয়,
গাঁইউৎ পৈছা নাই।

৩। সাইজ্জ্যদে মাইজ্জ্যদে খেচ্চুয়া রাজা।

৪। সাত্ পাঁচ্ চৈদ্দ, দুই টেঁয়া নৈত্ত।

৫। সাত্ পাঁচ্ গুইন্না
চাষ ন করে বাইন্না।

৬। সিঙ্গর মাঁউ আঁই, ফর্ফরার্ দাস্,
নৈষ্ মারি আইলাম্ শত্তে পাঞ্চাইশ্,
চিত্তারা বাইঘ্যার্ লাই বনৎ পরবাস্।

৭। শুংখোর্ আর মৎখোর্ এক্ হোয়ান্।

৮। সোনাইয়্যার্ বাঅরঅ ননাইয়্যা ঝি,
কি নাম্ থুইয়ে মৈজ্জাম্ বা।

৯। সোনার্ থালে হুত্ ভাত্,

১০। সোভাব্ ন যায় মৈলে,
কালি ন যায় ধুইলে।

১। হঁঅড়া জননার্ তিন্ পদ্ জেঅর্,
গুইট্টা মরিচর্ হাঅস্তা দর্।

২। হঅরী-বৌএ কথা হৈলে,
মোচার্ ধানেঅ ভাত হয়।
হঅরীয়ে ভাঁইলে খোলা হয়,
বৌএ ভাঁইলে চাঁরাঅ ন হয়।

৪। হঅরীয়ে মাইজ্জে গুতা,
বৌ বেড়ীএ পাইয়ে ছুতা।

৫। হক্ কথায় আম্মোক্ বেজার্ ;
গরম্ ভাতে ঠুঁডা বেজার্ ;

৬। হক্ করি দি কা কানা পেয়াদা ?

৭। হক্ চৈল্ কাঁরিত্ ন পারির্,
মমুক্ চৈল্ কাঁইত্তাম্ যাইর্ !

৮। হক্কল্ মাছে গু খায়, পাঁইস্যার বদ্নাম্।

৯। হক্কলর্ নেকে মাইঝ্যালী করে,
আঁ'র্ নেকে
করি ন চাইল ; কয় যে, "তেঅ করি
চাইলাম্—নাএ খালি কোর্ বায়।

১০। হক্কল্ হিআলর্ এক ডাক্।

১১। হক্কলে যদি বং করে,
নৈবেদ্য খাইব কনে ?

১২। হক্কনর্ দোয়ায় গরু মরে না ?

১৩। হত্তানর্ পোয়া দি হাপ্ মরান্।

১৪। হত্তানর্ পোয়াউয়া গম্মইর্গা।

১৫। হত্তানে খাইলে মইত্ত খায়,
পেডর্ বিষে ঘুম্ ন যায়।

১৬। হরইয়ার্ ত্বনা পৌক্কা।

১৭। হরর্ খুঁডা।

১৮। হরিণে কাট্টল্ খায়,
বোগার্ পোঁদং লাছা বান্ধে।

১৯। হৌলদ্ পোদং দি রাঁধনা কঅলান।

৪৪। হাতে ন মারি, ভাতে মারন।

৪৫। হাতিয়ার্ আঅনা নয়, কোটাল
নয় মিত্র,
ঘরর্ তিরা আঅনা নয়, ন কইঅ
নির্ণয় কথা।

৪৬। হাত্তান্ পাঁচ্চান্ ভাবি চাঅন্।

৪৭। হাপ্অ মারন্, লাডিঅ ন ভাঙ্গন্।

৪৮। হাপর্ কোনা, বেঙ্গর্ কোনা
যার্ যার্ আঙ্গে তার্ তার্ সোনা।

৪৯। হাভাইত্ত্যার্ আরি আতার সেরে।

৫০। হাভাইত্ত্যায় পাইয়ে ধন,
বাপ পুতে দিয়ে কীর্তন্।

৫১। হাভাইত্ত্যায় ভাত্ পাইলে উইং হই
পরি খায়,
নিধইন্ন্যায় ধন্ পাইলে টিবি টিবি চায়।

৫২। হারাই মারাই কাইশ্যাপ্ গোত্র।

৫৩। হারা বছরর্ এবাদত্,
অক্কে দিনে শেষ্।

৫৪। হারা নছর্ রামায়ণ পরি কয়,—
"সীতা কার্ বাপ ?"
হারা রাইতর্ কিলে ন মৈলাম,
পোঁআইত্ত্যার কিলে মৈর্গম্ না ?
হালং গেলে হাইলা,
জালং গেলে জাইলা।

৫৬ হালে মস্ত বলদ, দুধে মস্ত গাই,
মাইয়া মস্ত হৈ উডিলে ন মানে
বাপ-ভাই।

৫৮ হাঁ-অ ন হৈল, ধান পেডাঁনীঅ ন গেল।

৫৯ হাঁওজ্নজ পরন, ফুঁয়ার গোছলজ
আদাই হঅন।

৬০। হাইয়া ওদলা হাড়ং যায়,
ঢুগ্গুর ঢুগ্গুর্ আছাব্ খায়।

৬১। হাঁক্কইন্ন্যার্ গর্দা'অ গর্দা নয়,
বেয়াইন্ন্যার বাপ্অ বাপ্ নয়।

৬২। হাঁডিত্ ন জানে বাআনা বেডা,
পঁথে কয় বেডা-উচলা।

৬৩। হাঁডাঁর্ উআর বাত্তি জ্বালান্।

৬৪। হাঁতাং চরি বেরায়,
ছায়া দেইলে ডরায়।

৬৫। হাঁতী জুরিং পাইলে, কাঁছি জুরিং ন পারে না ?

৬৬। হাঁতী গাঁরাৎ পৈলে, চামচিরলাঅ থাঅরায়।

৬৭। হাঁতী দি হাঁতী ধরে।

৬৮। হাঁতী মৈলেঅ ঘোঁরার্ ছুনা।

৬৯। হাঁতী মরে ত দাঁত্ দি মরে।

৭০। হাঁতীর্ গা হাঁতীএ ন দেখে।

৭১। হাঁতীর্ গায় হাঁতীর্ বিয়ৎ,
মাকরর্ গায় মাকরর্ বিঅৎ।

৭২। হাঁতীয়ে লেউস্যা ফেলাইলে
মাকরর্ হাঁচোর্ হয়।

৭৩। হাঁরা ছোড, মিডা গুট্গুইট্টা।

৭৪। হাঁরা লইঅ পইরৎ,
ঘরা লইঅ পইরৎ।

৭৫। হাঁরিত্তুন্ ডোম্ কুলীন্।
ডোমত্তুন্ হাঁরী কুলীন্।

৭৬। হিছাবর্ গরুরে বাঘে,
খাইত্ পারে না ?

৭৭। হিজ্ (শয্যা) ন পাইত্তে ঠেং টানন্।

৭৮। হুজুরর্ মুজরী করনঅ ভালা।

৭৯। হুদা তাবিজর্ জোরেঅ নয়,
কেঁআইলর্ জোরঅ লায়।

৮০। হেঁদুর্ দারি, মুছলমানর্ হিরী,
গাঙ্গর কূইল্যা বারী,
মুরারকূইল্যা গাই,
এই চাইর্ চিজর্ বিশ্বাস্ নাই।

৮১। হেঁডাম্ থাইলে ঘর্ জামাইয়া যায় না ?

৮২। হেঁডাম্ নাই জাফইজ্জা,
খাল্ বাঁধে জোয়াইজ্জা।

৮৩। হেঁডাম্ নাই চেঁডাম্ নাই, বর বর্ হা,
পানির্ কোরে লৈ যাইয়ারে,
ভিজাই ভিজাই খা।

৮৪ হেডর্ ভাইঅর হেঁডাম্ বুইজ্জ।

৮৫ হৈংকালে খাইয়ে যে মৈষর্ দৈ,
আবার আইস্সে যে হাত্যুয়া লৈ

৮৬। হৈল্ খাইলাম্ বোয়াল্ খাইলাম্,
ইচার্ ছোঁরৎ দাঁত্ ভাঁইলাম্।

৮৭। হৈল্ ফালায়, বোয়াল্ ফালায়,
তার মাঝে দাইর্কা-পুঁডিয়েঅ
ফালায়

৮৮। হোল লৈ চলিত্ ন পারছ্,
আবার কাট্টল্ বেআরঅ করছ্।

৮৯। হৌরৎ আইলাম্ কেঁআইলৎ ঘরা,
বাজরৎ গেলাম্ ঢেঁইৎ বারা।